



নৌপরিক্রমা

বাংলাদেশ নৌবাহিনীর ত্রৈমাসিক মুখপত্র

www.navy.mil.bd

Vol 38 ■ Issue 01 ■ January 2022 ■ ৩৮ বর্ষ ■ ১ম সংখ্যা ■ জানুয়ারি ২০২২



স্মৃতিতে অম্লান বঙ্গবন্ধু
নৌবাহিনীর সুবর্ণজয়ন্তী ও
নেভাল এনসাইন ১০

জাতীয় চিত্রশালায়
মুক্তিযুদ্ধের দুর্লভ ছবির প্রদর্শনী
জাতিসংঘের কনভেনশন ফ্রেমওয়ার্কে
যুক্ত হলো সামুদ্রিক জলবায়ু
ঐতিহাসিক নৌযুদ্ধ: ফিলিপাইন সাগরের যুদ্ধ

নৌপরিক্রমা এ সংখ্যায় থাকছে

বাংলাদেশ নৌবাহিনী এখন আরও দক্ষ
ও ভারসাম্যপূর্ণ ত্রিমাত্রিক শক্তিসম্পন্ন
বাহিনী। এই অগ্রযাত্রার প্রবাহ অক্ষুণ্ণ
রাখতে প্রয়োজন সমসাময়িক
কলাকৌশল ও তথ্যভিত্তিক একটি
মুখপত্র, যা হতে পারে সম্মিলিত
প্রেরণার অংশ। আর সে লক্ষ্যেই ক্রমশ
পাল্টে যাচ্ছে আমাদের প্রিয়
নৌপরিক্রমা। উন্নত ও সমৃদ্ধ
নৌপরিক্রমার প্রয়োজনে, আমরা আরও
বহুদূর এগোবার প্রত্যাশায় আপনার
সক্রিয় অংশগ্রহণ কামনা করছি।

শীর্ষ সংবাদ



০৫

শীতকালীন রাষ্ট্রপতি কুচকাওয়াজ

চট্টগ্রামে বাংলাদেশ নেভাল একাডেমিতে ২০ ডিসেম্বর
মিডশিপম্যান ২০১৯/এ ব্যাচ এবং ডাইরেক্ট এন্ট্রি
অফিসার ২০২১/বি ব্যাচের নবীন কর্মকর্তাদের
শীতকালীন রাষ্ট্রপতি কুচকাওয়াজ অনুষ্ঠিত হয়েছে।
মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা গণভবন থেকে প্রধান
অতিথি হিসেবে ভিডিও টেলিকনফারেন্সের মাধ্যমে
উপস্থিত থেকে মিডশিপম্যান কুচকাওয়াজ পরিদর্শন এবং
সালাম গ্রহণ করেন। এর মধ্য দিয়ে বাংলাদেশ
নৌবাহিনীর ২০১৯/এ ব্যাচের ৩৬ জন মিডশিপম্যান এবং
২০২১/বি ব্যাচের ৮ জন ডাইরেক্ট এন্ট্রি অফিসারসহ
মোট ৪৪ জন নবীন কর্মকর্তা কমিশন লাভ করেন।
এদের মধ্যে পাঁচজন মহিলা মিডশিপম্যান এবং দুজন
মহিলা ডাইরেক্ট এন্ট্রি অফিসার রয়েছেন।

বৈশিষ্ট্য দেশে দেশে



১৭

জাতিসংঘের কনভেনশন ফ্রেমওয়ার্কে যুক্ত হলো সামুদ্রিক জলবায়ু

স্কটল্যান্ডের গ্লাসগোতে সম্প্রতি অনুষ্ঠিত জাতিসংঘের
জলবায়ু পরিবর্তন-বিষয়ক সম্মেলন (কপ২৬) শেষের
চুক্তিতে সামুদ্রিক জলবায়ুকে আনুষ্ঠানিকভাবে বিবেচনায়
নেওয়া হয়েছে। এই অন্তর্ভুক্তির মাধ্যমে জাতিসংঘের সব
কর্মীবাহিনী ও অংশীজন সংস্থাকে সামুদ্রিক জলবায়ুর
সমন্বিত ও টেকসই সুরক্ষায় অবদান রাখার আস্থান
জানানো হয়েছে। সামুদ্রিক পরিবেশবাদীরা বিষয়টিকে
গুরুত্বপূর্ণ অগ্রগতি হিসেবে দেখেছেন এবং একে স্বাগত
জানিয়েছেন। তবে তারা একই সঙ্গে সতর্ক করে
বলেছেন, বৈশ্বিক উষ্ণায়ন ১ দশমিক ৫ ডিগ্রি
সেলসিয়াসের মধ্যে সীমিত রাখতে এখনই পদক্ষেপ গ্রহণ
করা না হলে এই অগ্রগতি কোনো কাজেই আসবে না।



প্রধান রচনা নৌবাহিনীর সুবর্ণজয়ন্তী ও নেভাল এনসাইন ১০: স্মৃতিতে অম্লান বঙ্গবন্ধু

সম্পাদকীয় ■ ০৪

শীর্ষ সংবাদ ■ ০৫

নৌবাহিনীর প্রধান সংবাদ

নৌশক্তি দেশে দেশে ■ ১৭

আন্তর্জাতিক নৌবাহিনী ও নৌবিষয়ক সংবাদ

সমুদ্রে দুর্জয় ■ ২০

দেশের জলসীমার নিরাপত্তায় মহড়া ও প্রশিক্ষণ সংবাদ

সংবাদ পরিক্রমা ■ ২৮

নৌঅঞ্চলের নিয়মিত সংবাদ

সংবাদ পরিক্রমা ■ ৩৩

ক্রীড়া, সংস্কৃতি, স্কাউট ও শিক্ষা

জনস্বার্থে নৌবাহিনী ■ ৩৮

জাতীয় জীবনে নৌবাহিনীর কল্যাণ তৎপরতার খবর

উন্নয়ন পরিক্রমা ■ ৪০

নৌবাহিনীর চলমান অবকাঠামো ও সরঞ্জামাদির উন্নয়ন সংবাদ

নৌপরিবার পরিক্রমা ■ ৪১

নৌপরিবার কল্যাণ সংঘের বিভিন্ন কার্যক্রম ও আয়োজনের খবর

৪৬

ঐতিহাসিক নৌযুদ্ধ

ফিলিপাইন সাগরের যুদ্ধ

ফিলিপাইন সাগরের যুদ্ধ ছিল দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ চলাকালে প্যাসিফিক থিয়েটারে সংঘটিত অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ একটি নৌযুদ্ধ। ১৯৪৪ সালের ১৯ ও ২০ জুন এই লড়াই হয়েছিল। ইতিহাসের সবচেয়ে বড় ক্যারিয়ার-টু-ক্যারিয়ার লড়াই হয়েছিল ফিলিপাইন সাগরের যুদ্ধে। এই যুদ্ধে অংশ নিয়েছিল মার্কিন নৌবাহিনীর পঞ্চম নৌবহর। জাপানের পক্ষে অংশ নিয়েছিল ইম্পেরিয়াল নেভির মোবাইল ফ্রিটের জাহাজ ও এয়ারক্রাফট এবং নিকটস্থ দ্বীপের নৌঘাঁটিগুলো। মোট ২৪টি বিমানবাহী রণতরী ও প্রায় ১ হাজার ৩৫০ ক্যারিয়ারভিত্তিক এয়ারক্রাফট এই যুদ্ধে অংশ নিয়েছিল।



১০ ডিসেম্বর দিনটি বাংলাদেশ নৌবাহিনীর আত্মপ্রকাশ, বিকাশ ও গৌরবের সাথে একাত্ম হয়ে আছে। একাত্তরের এই দিনেই মহান মুক্তিযুদ্ধ চলাকালে পদ্মা ও পলাশের দুঃসাহসী অভিযান এবং অসামান্য বীরত্বের সাথে লড়াই করে বীরশ্রেষ্ঠ রুহুল আমিনের শহীদ হওয়ার ইতিহাস লেখা রয়েছে স্বর্ণাক্ষরে। স্বাধীনতার পর একটি আধুনিক ও প্রযুক্তিনির্ভর নৌবাহিনী গড়ে তোলার লক্ষ্যে বঙ্গবন্ধু ১৯৭৪ সালের ১০ ডিসেম্বর বাংলাদেশ নৌবাহিনীকে নেভাল এনসাইন প্রদান করেন। একই সাথে বঙ্গবন্ধু বৃহত্তম প্রশিক্ষণ ঘাঁটি বানোজা ঈসা খান, বানোজা হাজী মহসীন ও বানোজা তিতুমীর এবং তিনটি জাহাজ কমিশনিং করেন।

১১

শীর্ষ সংবাদ



০৯

প্রধানমন্ত্রীর সাথে বিজয়ের সুবর্ণজয়ন্তী ও মুজিববর্ষের শপথ গ্রহণ

যথাযোগ্য মর্যাদা এবং উৎসাহ-উদ্দীপনার মধ্য দিয়ে নৌবাহিনীর জাহাজ ও ঘাঁটিসমূহে ১৬ ডিসেম্বর ২০২১ মহান বিজয় দিবস উদ্‌যাপিত হয়েছে। এদিন মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর সাথে বিজয়ের সুবর্ণজয়ন্তী ও মুজিববর্ষের শপথ গ্রহণ করেছে নৌবাহিনীর সকল সদস্য। এছাড়া দিবসের কর্মসূচির অংশ হিসেবে নৌবাহিনীর জাহাজ ও ঘাঁটির বিভিন্ন মসজিদসমূহে মহান মুক্তিযুদ্ধে দেশের জন্য শাহাদতবরণকারী বীর শহীদদের রুহের মাগফিরাত ও যুদ্ধাহত মুক্তিযোদ্ধাগণের সুস্বাস্থ্য কামনা এবং দেশের সুখ ও সমৃদ্ধি কামনা করে বিশেষ দোয়া ও মোনাজাত করা হয়।

শীর্ষ সংবাদ



০৮

স্বাধীনতা যুদ্ধের দুর্লভ ছবি প্রদর্শনী

স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তী ও মুজিব জন্মশতবর্ষ উপলক্ষে সশস্ত্র বাহিনী বিভাগের আয়োজনে ও নৌবাহিনীর ব্যবস্থাপনায় ২৫ নভেম্বর ২০২১ স্বাধীনতা যুদ্ধের সময় তোলা দুর্লভ ছবির প্রদর্শনীর উদ্বোধন করেন তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রণালয়ের মন্ত্রী ড. হাছান মাহমুদ এমপি। বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমির জাতীয় চিত্রশালা গ্যালারি-১ এ এই প্রদর্শনী অনুষ্ঠিত হয়। এ সময় সশস্ত্র বাহিনী বিভাগের প্রিন্সিপাল স্টাফ অফিসার লে. জেনারেল ওয়াকার-উজ-জামানসহ সেনা, নৌ ও বিমান বাহিনীর উর্ধ্বতন কর্মকর্তা, বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য, গণমাধ্যম বিশেষজ্ঞ, অভিনেতা, নাট্যজন, লেখক ও সুশীল সমাজের প্রতিনিধিবর্গ উপস্থিত ছিলেন।



গণভবন থেকে ভিডিও কনফারেন্সিংয়ের মাধ্যমে শীতকালীন রাষ্ট্রপতি কুচকাওয়াজ অনুষ্ঠানে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী

শীতকালীন রাষ্ট্রপতি কুচকাওয়াজ

চট্টগ্রামে বাংলাদেশ নেভাল একাডেমিতে ২০ ডিসেম্বর মিডশিপম্যান ২০১৯/এ ব্যাচ এবং ডাইরেক্ট এন্ট্রি অফিসার ২০২১/বি ব্যাচের নবীন কর্মকর্তাদের শীতকালীন রাষ্ট্রপতি কুচকাওয়াজ অনুষ্ঠিত হয়েছে। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা গণভবন থেকে প্রধান অতিথি হিসেবে ভিডিও টেলিকনফারেন্সের মাধ্যমে উপস্থিত থেকে মিডশিপম্যান কুচকাওয়াজ পরিদর্শন এবং সালাম গ্রহণ করেন। এর মধ্য দিয়ে বাংলাদেশ নৌবাহিনীর ২০১৯/এ ব্যাচের ৩৬ জন মিডশিপম্যান এবং ২০২১/বি ব্যাচের ৮ জন ডাইরেক্ট এন্ট্রি অফিসারসহ মোট ৪৪ জন নবীন কর্মকর্তা কমিশন লাভ করেন। এদের মধ্যে পাঁচ জন মহিলা মিডশিপম্যান এবং দুই জন মহিলা ডাইরেক্ট এন্ট্রি অফিসার রয়েছেন।

কুচকাওয়াজ অনুষ্ঠানে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর পক্ষে নৌবাহিনী প্রধান এডমিরাল এম শাহীন ইকবাল, এনবিপি, এনইউপি, এনডিসি, এএফডব্লিউসি, পিএসসি 'সোর্ড অব অনার' ও বিভিন্ন বিষয়ে শ্রেষ্ঠত্ব অর্জনকারীদের হাতে পদক তুলে দেন। সদ্য কমিশনপ্রাপ্তদের মধ্যে মিডশিপম্যান ২০১৯/এ ব্যাচের মো. মোহতাসিম সিফাত সকল বিষয়ে সর্বোচ্চ মান অর্জন করে সেরা টেকস মিডশিপম্যান হিসেবে 'সোর্ড অব অনার' অর্জন করেন। এ ছাড়া

মিডশিপম্যান আলিফ আব্দুল্লাহ প্রশিক্ষণে দ্বিতীয় সর্বোচ্চ মান অর্জনকারী হিসেবে 'নৌপ্রধান স্বর্ণপদক' এবং ডাইরেক্ট এন্ট্রি অফিসার ২০২১/বি ব্যাচের অ্যাক্টিং সাব লেফটেন্যান্ট মো. আব্দুল মমিন শ্রেষ্ঠ ফলাফল অর্জনকারী হিসেবে 'বীরশ্রেষ্ঠ শহীদ রুহুল আমিন স্বর্ণপদক' লাভ করেন।

ভিডিও টেলিকনফারেন্সে কুচকাওয়াজ পরিদর্শনের পর মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা তাঁর ভাষণে স্বাধীন বাংলাদেশের স্থপতি, সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের অবদানের কথা গভীর শ্রদ্ধার সাথে স্মরণ করেন। তিনি বলেন, বর্তমান সরকার দায়িত্বভার গ্রহণের পর জাতির পিতার প্রণীত প্রতিরক্ষা নীতির আলোকে নৌবাহিনীকে একটি যুগোপযোগী বাহিনী হিসেবে গড়ে তোলার জন্য বিভিন্ন অবকাঠামোগত উন্নয়ন, যুদ্ধজাহাজ সংযোজন এবং বিদ্যমান জাহাজসমূহের অপারেশনাল সক্ষমতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে বাস্তবমুখী পরিকল্পনা গ্রহণ করেছে। সমুদ্রসীমা রক্ষার পাশাপাশি সমুদ্রসম্পদকেও যেন দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে কাজে লাগানো যায় এ লক্ষ্য নিয়েই সরকার ব্লু-ইকোনমির বিভিন্ন কর্মকাণ্ডের ওপর গুরুত্বারোপ করেছে।

ইতোমধ্যেই বাংলাদেশ নৌবাহিনীতে উল্লেখযোগ্য সংখ্যক আধুনিক যুদ্ধজাহাজ, সাবমেরিন, হেলিকপ্টার, মেরিটাইম প্যাট্রোল এয়ারক্রাফটসহ

আধুনিক যুদ্ধসরঞ্জাম ও প্রযুক্তি সংযোজন করা হয়েছে। এ ছাড়া নৌবাহিনীর সক্ষমতা বৃদ্ধির অংশ হিসেবে ভবিষ্যতে আরও উন্নততর জাহাজ এবং আধুনিক যুদ্ধসরঞ্জাম ও প্রযুক্তি সংযোজনের পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছে। পেকুয়ায় স্থায়ী সাবমেরিন ঘাঁটি বানোজা শেখ হাসিনা নির্মাণের কাজ চলমান রয়েছে। নৌবাহিনীর দক্ষ ব্যবস্থাপনায় পরিচালিত শিপইয়ার্ড ও ডকইয়ার্ডসমূহ ইতোমধ্যে বাণিজ্যিক জাহাজের পাশাপাশি যুদ্ধজাহাজ নির্মাণের সক্ষমতা অর্জন করেছে।

প্রধানমন্ত্রী আরও বলেন, নবীন কর্মকর্তারা নেভাল একাডেমি থেকে অর্জিত জ্ঞান যথাযথভাবে কাজে লাগিয়ে নিজেদেরকে যোগ্য কর্মকর্তা হিসেবে গড়ে তুলবে এবং ভবিষ্যৎ কর্মজীবনে এই প্রশিক্ষণ কাজে লাগিয়ে জাতীয় নিরাপত্তা ও অগ্রগতির পথে সঠিকভাবে দায়িত্ব পালনে সক্ষম হবে।

তিনি পেশা হিসেবে দেশ সেবার এ পবিত্র দায়িত্বকে বেছে নেওয়ায় নবীন কর্মকর্তাদের আন্তরিক অভিনন্দন জানান। সেই সাথে মহান মুক্তিযুদ্ধের চেতনা ও

শীতকালীন রাষ্ট্রপতি কুচকাওয়াজ অনুষ্ঠানে নবীন কর্মকর্তাদের শপথ গ্রহণ





সশস্ত্র বাহিনী দিবস উপলক্ষে শিখা অনির্বাহে পুষ্পস্তবক অর্পণ করেন মহামান্য রাষ্ট্রপতি ও মাননীয় প্রধানমন্ত্রী

আদর্শে উদ্বুদ্ধ হয়ে স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্ব অটুট রাখার দৃঢ় প্রত্যয় নিয়ে নবীন কর্মকর্তারা কাজ করে যাবে বলে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী আশাবাদ ব্যক্ত করেন।

কুচকাওয়াজ অনুষ্ঠানে সেনা, নৌ ও বিমান বাহিনীর উচ্চপদস্থ কর্মকর্তাগণ, স্থানীয় গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গ এবং শিক্ষা সমাপনী ব্যাচের অভিভাবকগণ উপস্থিত থেকে কুচকাওয়াজ উপভোগ করেন।

সশস্ত্র বাহিনী দিবস উদযাপন

যথাযোগ্য মর্যাদায় ২১ নভেম্বর ২০২১ সশস্ত্র বাহিনী দিবস পালিত হয়েছে। এ উপলক্ষে প্রতিবছরের ন্যায় এবারও বাংলাদেশ নৌবাহিনীর সকল জাহাজ ও ঘাঁটিতে বিপুল উৎসাহ ও উদ্দীপনার সাথে দিবসটি উদযাপিত হয়। দিবসের শুরুতে বাংলাদেশ নৌবাহিনীর সকল ঘাঁটি ও স্থাপনার মসজিদসমূহে বাদ ফজর দেশের কল্যাণ, সমৃদ্ধি এবং সশস্ত্র বাহিনীর উত্তরোত্তর উন্নতি ও

অগ্রগতি কামনা করে বিশেষ মোনাজাত করা হয়। এ ছাড়া স্বাধীনতা যুদ্ধে আত্মোৎসর্গকারী সশস্ত্র বাহিনীর সদস্যদের স্মৃতির প্রতি শ্রদ্ধার নিদর্শনস্বরূপ সশস্ত্র বাহিনীর সর্বাধিনায়ক মহামান্য রাষ্ট্রপতি মো. আবদুল হামিদ এবং মাননীয় প্রধানমন্ত্রী ও প্রতিরক্ষামন্ত্রী শেখ হাসিনা সেনানিবাসের শিখা অনির্বাহে পুষ্পস্তবক অর্পণ করেন। এ সময় সশস্ত্র বাহিনী বিভাগের প্রিন্সিপাল স্টাফ অফিসার ও তিন বাহিনী প্রধানগণ নিজ নিজ বাহিনীর পক্ষ থেকে সম্মিলিতভাবে শিখা অনির্বাহে পুষ্পস্তবক অর্পণ করেন। পরে তিন বাহিনী প্রধানগণ মহামান্য রাষ্ট্রপতি ও মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর সাথে সৌজন্য সাক্ষাৎ করেন। দিবসটি উপলক্ষে নৌবাহিনী প্রধান সর্বস্তরের নৌসদস্যদের উদ্দেশে দেওয়া বাণীতে দেশ ও জাতির অগ্রযাত্রায় সততা ও নিষ্ঠার সাথে নিজেদের উৎসর্গ করার প্রত্যয় ব্যক্ত করেন।

নবীন নাবিকদের শিক্ষা সমাপনী কুচকাওয়াজ

খুলনার নৌঘাঁটি বানোজা তিতুমীর প্যারেড গ্রাউন্ডে বাংলাদেশ নৌবাহিনীর বি/২০২১ ব্যাচের ৪৬৮ জন নবীন নাবিকের শিক্ষা সমাপনী কুচকাওয়াজ অনুষ্ঠিত হয়েছে। ১২ ডিসেম্বরের এই অনুষ্ঠানে নৌবাহিনী প্রধান এডমিরাল এম শাহীন ইকবাল প্রধান অতিথি হিসেবে মনোজ্ঞ কুচকাওয়াজ পরিদর্শন ও মার্চপাস্টের সালাম গ্রহণ করেন এবং কৃতি নবীন নাবিকদের মাঝে পুরস্কার বিতরণ করেন। নৌবাহিনীর বি/২০২১ ব্যাচের নবীন নাবিকদের মধ্যে মো. সুবায়ের সাদিক সিজান পেশাগত ও সকল বিষয়ে সেরা চৌকস নাবিক হিসেবে 'নৌপ্রধান পদক' লাভ করেন। এ ছাড়া মো. নুরুল ইসলাম দ্বিতীয় স্থান অধিকার করে 'কমখুল পদক' এবং সিয়াম আহমেদ তৃতীয় স্থান অধিকার করে 'তিতুমীর পদক' লাভ করেন।

নৌপ্রধান নবীন নাবিকদের উদ্দেশে তার ভাষণে, স্বাধীনতার স্থপতি ও জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের অসামান্য অবদানের কথা গভীর শ্রদ্ধার সাথে স্মরণ করেন। সেই সাথে তিনি স্বাধীনতা সংগ্রামে অংশগ্রহণকারী বীর নৌসেনা ও মুক্তিযোদ্ধাদের সর্বোচ্চ আত্মত্যাগের কথা কৃতজ্ঞতার সাথে স্মরণ করেন।

তিনি বলেন, বর্তমান সরকারের মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর ঐকান্তিক ইচ্ছা ও পৃষ্ঠপোষকতায় ইতোমধ্যে বাংলাদেশ নৌবাহিনী একটি ত্রিমাত্রিক ও যুগোপযোগী নৌবাহিনী হিসেবে সুপ্রতিষ্ঠিত। নৌবাহিনীর এই উন্নয়নের ধারাকে অব্যাহত রাখতে এবং আগামী দিনের চ্যালেঞ্জ মোকাবিলায় উচ্চ মনোবল ও সাহস নিয়ে নবীন নাবিকদের একযোগে দেশের জন্য কাজ করতে হবে।

তিনি তার বক্তব্যে নৌঘাঁটি তিতুমীরে

নবীন নাবিকদের শিক্ষা সমাপনী কুচকাওয়াজ পরিদর্শন করেন নৌবাহিনী প্রধান এডমিরাল এম শাহীন ইকবাল



নবীন নাবিক প্রশিক্ষণ বিদ্যালয় থেকে অর্জিত জ্ঞান যথাযথভাবে কাজে লাগিয়ে নিজেদেরকে যোগ্য নাবিক হিসেবে গড়ে তোলা এবং ভবিষ্যৎ কর্মজীবনে এই প্রশিক্ষণ কাজে লাগিয়ে জাতীয় নিরাপত্তা ও অগ্রগতির পথে সঠিকভাবে দায়িত্ব পালনের আহ্বান জানান। তিনি পেশা হিসেবে দেশ সেবা ও দেশ গড়ার পবিত্র দায়িত্বকে বেছে নেওয়ায় নবীন নাবিকদেরকে আন্তরিক ধন্যবাদ জানান। সেই সাথে তাদেরকে মুক্তিযুদ্ধের চেতনা, দেশপ্রেম ও স্বাধীনতার আদর্শে উজ্জীবিত হয়ে দেশের সার্বভৌমত্ব রক্ষায় নিজেদের নিয়োজিত করার আহ্বান জানান। কুচকাওয়াজে সহকারী নৌপ্রধান (পার্সোনেল) রিয়ার এডমিরাল এম মাহবুব-উল ইসলাম, খুলনা নৌঅঞ্চলের আঞ্চলিক কমান্ডার রিয়ার এডমিরাল এম আনোয়ার হোসেন এবং খুলনা অঞ্চলের গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গ, স্থানীয় উচ্চ পদস্থ সামরিক ও অসামরিক কর্মকর্তা ও কর্মচারীবৃন্দ এবং নবীন নাবিকদের অভিভাবকগণ উপস্থিত ছিলেন।

শান্তিকালীন পদক প্রদান ও খেতাবপ্রাপ্ত মুক্তিযোদ্ধাদের সংবর্ধনা

‘সশস্ত্র বাহিনী দিবস-২০২১’ উপলক্ষে নৌবাহিনীর খেতাবপ্রাপ্ত ১৯ জন বীর মুক্তিযোদ্ধা ও তাঁদের উত্তরাধিকারীগণকে সংবর্ধনা প্রদান করা হয়েছে। এ ছাড়া ২০২০ সালে বিভিন্ন



সশস্ত্র বাহিনী দিবস উপলক্ষে নৌসদরস্থ সাগরিকা হলে নৌবাহিনীর খেতাবপ্রাপ্ত মুক্তিযোদ্ধা ও তাদের পরিবারবর্গকে সংবর্ধনা প্রদান করেন নৌবাহিনী প্রধান এডমিরাল এম শাহীন ইকবাল

ক্ষেত্রে বীরত্ব ও সাহসিকতাপূর্ণ কাজের স্বীকৃতিস্বরূপ ৩৮ জন কর্মকর্তা ও নাবিককে শান্তিকালীন পদকে ভূষিত করা হয়েছে। নৌসদরের সাগরিকা হলে আয়োজিত সংবর্ধনা অনুষ্ঠানে নৌবাহিনী প্রধান এডমিরাল শাহীন ইকবাল, এনবিপি, এনইউপি, এনডিসি, এএফডব্লিউসি, পিএসসি সম্মাননা ও শান্তিকালীন পদক তুলে দেন। শান্তিকালীন পদকপ্রাপ্তদের মধ্যে ২ জন নৌবাহিনী পদক (এনবিপি), ৪ জন অসামান্য সেবা পদক (ওএসপি), ৫ জন বিশিষ্ট সেবা পদক (বিএসপি), ৭ জন নৌ গৌরব পদক (এনজিপি), ১০ জন

নৌ উৎকর্ষ পদক (এনইউপি) এবং ১০ জন নৌ পারদর্শিতা পদকে (এনপিপি) ভূষিত হন।

সংবর্ধনা অনুষ্ঠানে বীরশ্রেষ্ঠ শহীদ রুহুল আমিনের পরিবার, ৫ জন বীর উত্তম, ৫ জন বীর বিক্রম, ৮ জন বীর প্রতীক মুক্তিযোদ্ধা ও তাঁদের সন্তান এবং পরিবারবর্গের সদস্যগণসহ নৌসদরের পিএসও গণ ও ঢাকা নৌঅঞ্চলের উর্ধ্বতন কর্মকর্তাগণ উপস্থিত ছিলেন। বীরশ্রেষ্ঠ শহীদ রুহুল আমিন, ইআরএ-১ এর মেয়ে নূরজাহান বেগম সম্মাননা গ্রহণ করেন। এ ছাড়া বীর মুক্তিযোদ্ধা

কমডোর আব্দুল ওয়াহেদ চৌধুরী, বিএন (অব.) বীর উত্তম, বীর বিক্রম লে. কমান্ডার মো. জালাল উদ্দিন, বিএন (অব.) বীর উত্তম ও মরহুম আফজাল মিয়া, ইআরএ-১ (অব.) বীর উত্তম এর মেয়ে হোসেনে আরা আক্তার রুবীসহ উপস্থিত অন্যান্য খেতাবপ্রাপ্ত বীর মুক্তিযোদ্ধা ও তাঁদের উত্তরাধিকারীগণের হাতে সম্মাননা তুলে দেওয়া হয়।

সংবর্ধনা অনুষ্ঠানে নৌপ্রধান বাঙালি জাতির স্বপ্নদ্রষ্টা, সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের অবদানের কথা গভীর শ্রদ্ধার সাথে স্মরণ করেন। তিনি মহান মুক্তিযুদ্ধে আত্মদানকারী লাখে শহীদের কথা সশ্রদ্ধচিত্তে স্মরণ করেন। তিনি বলেন, একটি কার্যকর ও পেশাদার নৌবাহিনী গড়ে তোলার লক্ষ্যে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার আন্তরিকতা ও বলিষ্ঠ নেতৃত্বে বর্তমান সরকার বিভিন্ন পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে। সেই সাথে নৌবাহিনীকে আরও যুগোপযোগী হিসেবে গড়ে তুলতে সংযোজিত হয়েছে উল্লেখযোগ্য সংখ্যক যুদ্ধজাহাজ ও আধুনিক সামরিক সরঞ্জামাদি।

নৌপ্রধান নৌবাহিনী তথা দেশমাতৃকার গৌরব সমুন্নত রাখতে মহান মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় উদ্বুদ্ধ হয়ে সকল নৌসদস্যকে পেশাগত দক্ষতা ও কর্তব্য নিষ্ঠার সাথে

সশস্ত্র বাহিনী দিবস উপলক্ষে নৌসদরস্থ সাগরিকা হলে ২০২০ সালে বিভিন্ন ক্ষেত্রে বীরত্ব ও সাহসিকতাপূর্ণ কাজের স্বীকৃতিস্বরূপ শান্তিকালীন পদকে ভূষিত নৌসদস্যদের সাথে নৌবাহিনী প্রধান এডমিরাল এম শাহীন ইকবাল





বাংলাদেশের মহান মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণকারী ভারতীয় সশস্ত্র বাহিনীর সদস্যরা নৌবাহিনী প্রধান এডমিরাল এম শাহীন ইকবাল এর সাথে সৌজন্য সাক্ষাৎ করেন

কাজ করার আস্থান জানান।

নৌপ্রধানের সাথে ভারতীয় মিত্র বাহিনীর সদস্যদের সৌজন্য সাক্ষাৎ

বাংলাদেশের মহান মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণকারী ভারতীয় সশস্ত্র বাহিনীর (মিত্র বাহিনী) ৩৬ জন বীরযোদ্ধা ১৫ ডিসেম্বর ২০২১ নৌবাহিনী প্রধান এডমিরাল এম শাহীন ইকবালের সাথে সৌজন্য সাক্ষাৎ করেন। নৌসদর দপ্তরের সাগরিকা হলে সাক্ষাৎকালে ভারতীয় দলের নেতৃত্ব দেন মেজর জেনারেল আর এন বান্সা (অব.)। এ সময় সশস্ত্র বাহিনীর কর্মকর্তা এবং নৌসদরের

উর্ধ্বতন কর্মকর্তাবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।

সৌজন্য সাক্ষাৎকালে নৌবাহিনী প্রধান বাংলাদেশে স্বাধীনতা অর্জনে ভারতের বলিষ্ঠ ভূমিকার কথা কৃতজ্ঞতার সাথে স্মরণ করেন। তিনি বলেন, ১৯৭১ সালে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ডাকে সাড়া দিয়ে বাংলার আপামর জনগণ যে মুক্তির সংগ্রামে ঝাঁপিয়ে পড়েছিল সেই মহান স্বাধীনতা অর্জনে ভারত বিশ্বস্ত বন্ধু হিসেবে আমাদের সর্বক্ষেত্রে সহযোগিতা করেছে। বিশেষ করে ১৯৭১ সালে পরিচালিত ‘অপারেশন জ্যাকপট’কে সাফল্যমণ্ডিত করতে তিনি ভারতের

অবিস্মরণীয় ভূমিকার কথা উল্লেখ করেন।

তিনি বলেন, নৌকমান্ডোদের গেরিলা প্রশিক্ষণসহ বিভিন্ন অস্ত্র ও যুদ্ধসরঞ্জামাদির মাধ্যমে প্রশিক্ষিত ও অপ্রতিরোধ্য হিসেবে গড়ে তোলার ক্ষেত্রে ভারত প্রত্যক্ষ ভূমিকা পালন করেছে।

তিনি দু’দেশের সাথে বিদ্যমান বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্কে জোরদার করতে বাংলাদেশ নৌবাহিনী ও ভারতীয় নৌবাহিনীর সাথে একযোগে কাজ করে যাবেন বলে উল্লেখ করেন।

এর আগে ভারতীয় প্রতিনিধি দলটি শিখা অনিবার্ণে পুষ্পস্তবক অর্পণ করেন এবং একান্তর মনন স্বাধীনতা যুদ্ধে শাহাদতবরণকারী সশস্ত্র বাহিনীর সদস্যদের স্মৃতির প্রতি শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করেন। সফরের অংশ হিসেবে প্রতিনিধি দলটি বিজয় দিবসে ১৬ ডিসেম্বর জাতীয় স্মৃতিসৌধে শ্রদ্ধা নিবেদনসহ জাতীয় কুচকাওয়াজ অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করেন। ছয়দিনের রাষ্ট্রীয় সফরে আসা প্রতিনিধি দলটি ১৯ ডিসেম্বর ভারতের উদ্দেশে বাংলাদেশ ত্যাগ করেন।

স্বাধীনতা যুদ্ধকালীন দুর্লভ ছবির প্রদর্শনী

স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তী ও মুজিব জন্মশতবর্ষ উপলক্ষে সশস্ত্র বাহিনী বিভাগের আয়োজনে ও নৌবাহিনীর ব্যবস্থাপনায় ২৫-২৭ নভেম্বর ২০২১ যুদ্ধের সময় তোলা দুর্লভ ছবির প্রদর্শনীর আয়োজন করা হয়। এ উপলক্ষে ২৫ নভেম্বর ২০২১ প্রদর্শনীর উদ্বোধন করেন

তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রণালয়ের মন্ত্রী ড. হাছান মাহমুদ এমপি। বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমির জাতীয় চিত্রশালা গ্যালারি-১ এ এই প্রদর্শনী অনুষ্ঠিত হয়। উদ্বোধনের পর অনুষ্ঠানের প্রধান অতিথি গ্যালারীতে প্রদর্শিত ছবিগুলো ঘুরে ঘুরে দেখেন। এ সময় সশস্ত্র বাহিনী বিভাগের প্রিন্সিপাল স্টাফ অফিসার লে. জেনারেল ওয়াকার-উজ-জামানসহ সেনা, নৌ ও বিমান বাহিনীর উর্ধ্বতন কর্মকর্তা, বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য, গণমাধ্যম বিশেষজ্ঞ, অভিনেতা, নাট্যজন, লেখক ও সুশীল সমাজের প্রতিনিধিবর্গ উপস্থিত ছিলেন।

স্বাধীনতা যুদ্ধকালীন বাঙালির বীরত্বের গৌরবোজ্জ্বল ইতিহাস নতুন প্রজন্মের নিকট তুলে ধরতেই এই চিত্র প্রদর্শনীর আয়োজন করা হয়। প্রধান অতিথি তার ভাষণে বলেন, সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ঐতিহাসিক আস্থানে সাড়া দিয়ে ১৯৭১ সালে বাংলার মুক্তিকামী মানুষের সাথে একাবদ্ধভাবে সেনা, নৌ ও বিমান বাহিনীর সদস্যরা মিলে সমন্বিত আক্রমণে ঝাঁপিয়ে পড়ে। জন্ম নেয় আমাদের সশস্ত্র বাহিনী। দীর্ঘ নয় মাস সশস্ত্র সংগ্রামের পর ১৬ ডিসেম্বর ১৯৭১ অর্জিত হয় আমাদের কাঙ্ক্ষিত বিজয়। সশস্ত্র বাহিনীর অসংখ্য বীর সদস্যসহ লাখে মানুষের প্রাণের বিনিময়ে আমরা অর্জন করি স্বাধীন সার্বভৌম বাংলাদেশের লাল সবুজের পতাকা।

তিনি আশা করেন, মহান মুক্তিযুদ্ধের মধ্য দিয়ে যে একতা ও দেশপ্রেমের

স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তী ও মুজিব জন্মশতবর্ষ উপলক্ষে সশস্ত্র বাহিনী বিভাগের আয়োজনে ও নৌবাহিনীর ব্যবস্থাপনায় স্বাধীনতা যুদ্ধকালীন দুর্লভ ছবির গ্যালারী পরিদর্শন করেন তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রী ড. হাছান মাহমুদ, এমপি



শিক্ষা আমরা অর্জন করেছি তা এই চিত্র প্রদর্শনীর মাধ্যমে পরবর্তী প্রজন্মের মধ্যে ছড়িয়ে যাবে। এ ছাড়া এই চিত্র প্রদর্শনী মুক্তিযুদ্ধের সময় জাতির পিতা বঙ্গবন্ধুর নেতৃত্বের গুণাবলি এবং আদর্শ ও তাঁর সংগ্রামের কথা নতুন প্রজন্মদের মাঝে তুলে ধরবে।

তিনি আরও বলেন, মুক্তিযুদ্ধের মাধ্যমে অর্জিত গৌরবগাথা আজকের ও আগামী প্রজন্মের কাছে হয়ে উঠবে দেশকে সামনে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার অনুপ্রেরণা।

নতুন প্রজন্ম মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় উজ্জীবিত হয়ে ও বঙ্গবন্ধুর আদর্শ বুকে ধারণ করে ভবিষ্যতে দেশকে সামনে এগিয়ে যাওয়ার নেতৃত্ব প্রদান করবে বলে তিনি আশা প্রকাশ করেন।

প্রধানমন্ত্রীর সাথে বিজয়ের সুবর্ণজয়ন্তী ও মুজিববর্ষের শপথ গ্রহণ

যথাযোগ্য মর্যাদা এবং উৎসাহ-উদ্দীপনার মধ্য দিয়ে নৌবাহিনীর জাহাজ ও ঘাঁটিসমূহে ১৬ ডিসেম্বর ২০২১ মহান বিজয় দিবস উদ্‌যাপিত হয়েছে। এদিন মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর সাথে বিজয়ের সুবর্ণজয়ন্তী ও মুজিববর্ষের শপথ গ্রহণ করেছে নৌবাহিনীর সকল সদস্য। এ ছাড়া দিবসের কর্মসূচির অংশ হিসেবে নৌবাহিনীর জাহাজ ও ঘাঁটির বিভিন্ন মসজিদসমূহে মহান মুক্তিযুদ্ধে দেশের জন্য শাহাদতবরণকারী বীর শহীদদের রুহের মাগফিরাত ও যুদ্ধাহত মুক্তিযোদ্ধাগণের সুস্বাস্থ্য কামনা এবং দেশের সুখ ও সমৃদ্ধি কামনা করে বিশেষ দোয়া ও মোনাজাত করা হয়।

এদিন নৌবাহিনীর নির্বাচিত যুদ্ধজাহাজ ঢাকা, নারায়ণগঞ্জ, চট্টগ্রাম, খুলনা, মোংলা ও বরিশালে বেলা ২টা হতে সূর্যাস্ত পর্যন্ত জনসাধারণের পরিদর্শনের জন্য উন্মুক্ত রাখা হয়। বিপুল সংখ্যক উৎসুক মানুষ নৌবাহিনীর জাহাজ পরিদর্শন করেন। এ সময় নৌবাহিনীর সুসজ্জিত বাদকদল পরিবেশন করেন। নৌবাহিনীর জাহাজ ও ঘাঁটিসমূহে দিবসটি উপলক্ষে নির্মিত বিশেষ প্রামাণ্যচিত্র প্রদর্শন করা হয়। বিকেলে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর সাথে বিজয়ের সুবর্ণজয়ন্তী ও মুজিববর্ষের শপথ গ্রহণ করেন



স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তী উদ্‌যাপন উপলক্ষে জাতীয় সংসদ ভবনের দক্ষিণ প্রাঙ্গণ থেকে দেশবাসীকে শপথ বাক্য পাঠ করান মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা



স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তী উপলক্ষে নৌঅঞ্চলসমূহে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী কর্তৃক শপথ গ্রহণ অনুষ্ঠানে নৌসদস্যবৃন্দ





নৌবাহিনী প্রধানের সাথে তুরস্ক নৌবাহিনী প্রধান এডমিরাল আদনান ওজবাল এর সৌজন্য সাক্ষাৎ

নৌবাহিনীর ঢাকা, চট্টগ্রাম ও খুলনা নৌঅঞ্চলের জাহাজ ও ঘাঁটির সর্বস্তরের কর্মকর্তা ও নৌসদস্যগণ। পাশাপাশি নৌবাহিনী স্কুল ও কলেজসমূহের শিক্ষার্থীগণ নিজ নিজ প্রতিষ্ঠানে উপস্থিত থেকে শপথ গ্রহণ করেন। নতুন প্রজন্মসহ সকলকে জাতির পিতার আদর্শে এবং মহান মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় উজ্জীবিত করার লক্ষ্যে সুবর্ণজয়ন্তী ও মুজিববর্ষের মাহেন্দ্রক্ষণে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবার্ষিকী উদ্‌যাপন জাতীয় বাস্তবায়ন কমিটি শপথ অনুষ্ঠানের আয়োজন করে।

নৌবাহিনী প্রধানের সাথে তুরস্ক নৌবাহিনী প্রধানের সৌজন্য সাক্ষাৎ

তুরস্কের নৌবাহিনী প্রধান এডমিরাল আদনান ওজবাল নৌসদর দপ্তরে ২৯ নভেম্বর ২০২১ নৌবাহিনী প্রধান এডমিরাল এম শাহীন ইকবাল, এনবিপি, এনইউপি, এনডিসি, এএফডব্লিউসি, পিএসসির সাথে সৌজন্য সাক্ষাৎ করেন। তুরস্কের নৌপ্রধান নৌসদরে এসে পৌঁছালে সহকারী নৌবাহিনী প্রধান (অপারেশন্স) রিয়ার এডমিরাল এম আশরাফুল হক তাকে স্বাগত জানান। এ সময় নৌবাহিনীর একটি সুসজ্জিত দল তাকে গার্ড অব অনার প্রদান করেন। তিনি গার্ড পরিদর্শন এবং সালাম গ্রহণ করেন।

এর আগে সকালে তুরস্কের নৌবাহিনী

প্রধান শিখা অনিবার্ণে পুষ্পস্তবক অর্পণ করেন এবং একান্তরের মহান স্বাধীনতা যুদ্ধে শাহাদতবরণকারী সশস্ত্র বাহিনীর সদস্যদের স্মৃতির প্রতি শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করেন। বিকেলে তিনি ধানমন্ডি-৩২ এ জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের প্রতিকৃতিতে পুষ্পস্তবক অর্পণের মাধ্যমে শ্রদ্ধা নিবেদন করেন এবং বঙ্গবন্ধু স্মৃতি জাদুঘর পরিদর্শন করেন।

নৌসদরে সৌজন্য সাক্ষাৎকালে নৌবাহিনী প্রধান এডমিরাল এম শাহীন ইকবাল তুরস্কের নৌবাহিনী

প্রধানের সাথে পারস্পরিক কুশল বিনিময় করেন এবং বাংলাদেশ সফরের জন্য এডমিরাল আদনান ওজবালকে আন্তরিকভাবে ধন্যবাদ জানান। তিনি বন্ধুপ্রতিম দুই দেশের সম্পর্কের কথা উল্লেখ করে এ সম্পর্ককে আরও এগিয়ে নেওয়ার বিষয়ে গুরুত্বারোপ করেন। দুই দেশের নৌপ্রধান

পেশাগত দক্ষতা উন্নয়নে পারস্পরিক বিভিন্ন প্রশিক্ষণ কার্যক্রম বৃদ্ধিসহ দ্বিপাক্ষীয় বিভিন্ন বিষয়ে আলোচনা করেন। এ সময় অন্যান্যের মধ্যে বাংলাদেশে নিযুক্ত তুরস্কের ডিফেন্স অ্যাটাশে, তুরস্কে নিযুক্ত বাংলাদেশের ডিফেন্স অ্যাটাশে, নৌসদরের পিএসওগণ এবং উচ্চপদস্থ সামরিক

কর্মকর্তাবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।

সফরকালে তুরস্কের নৌপ্রধান মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর সামরিক উপদেষ্টা, সেনা ও বিমান বাহিনী প্রধানের সাথে সৌজন্য সাক্ষাৎ করেন। এ ছাড়া তিনি চট্টগ্রামে বানোজা ওমর ফারুক, বানোজা নিতীক, বাংলাদেশ নেভাল একাডেমি, বানোজা শহীদ মোয়াজ্জম, স্কুল অব মেরিটাইম ওয়ারফেয়ার অ্যান্ড ট্যাকটিক্সসহ (এসএমডব্লিউটি) বিভিন্ন দর্শনীয় ও ঐতিহাসিক স্থাপনাসমূহ পরিদর্শন করেন। সফর শেষে তুরস্কের

নৌবাহিনী প্রধান ১ ডিসেম্বর ২০২১ ঢাকা ত্যাগ করেন।

নৌপ্রধানের ভারত সফর

ভারতীয় নৌবাহিনী প্রধানের আমন্ত্রণে ২৩ অক্টোবর ২০২১ বাংলাদেশ নৌবাহিনী প্রধান এডমিরাল এম শাহীন ইকবাল এনবিপি, এনইউপি, এনডিসি, এএফডব্লিউসি, পিএসসি ভারত সফর করেন। সফরকালে নৌপ্রধান প্রতিরক্ষা মন্ত্রী রাজনাথ সিং, ভারতের চিফ অব ডিফেন্স স্টাফ জেনারেল বিপিন রাওয়াত এবং নৌবাহিনী প্রধান এডমিরাল করম্বির সিংয়ের সাথে সৌজন্য সাক্ষাৎ করেন। এ ছাড়া তিনি সেনা ও বিমান বাহিনী প্রধান, জাতীয় নিরাপত্তা উপদেষ্টা, ওয়েস্টার্ন নেভাল কমান্ডের ফ্ল্যাগ অফিসার, কমান্ডিং ইন চিফ, কমান্ড্যান্ট ডিফেন্স সার্ভিস স্টাফ কলেজ, প্রতিরক্ষা সচিব এবং পররাষ্ট্র সচিবের সাথে সৌজন্য সাক্ষাৎ করেন। পাশাপাশি তিনি ভারতের ইনফরমেশন ফিউশন সেন্টার ফর ইন্ডিয়ান ওশান রিজন (আইএফসি-আইওআর) পরিদর্শন করেন। নৌপ্রধানের এ সফরের মধ্য দিয়ে প্রতিবেশী বন্ধুপ্রতিম দেশ ভারত ও বাংলাদেশ নৌবাহিনীর মধ্যকার পেশাগত সম্পর্ক উন্নয়নসহ প্রশিক্ষণ ও পারস্পরিক সহযোগিতা আরও বৃদ্ধি পাবে বলে আশা করা হচ্ছে।

ভারত সফরকালে দেশটির নৌবাহিনী প্রধানের সাথে সৌজন্য সাক্ষাৎ করেন বাংলাদেশ নৌবাহিনী প্রধান



নৌবাহিনীর সুবর্ণজয়ন্তী ও
নেভাল
এনসাইন
১০
স্মৃতিতে অম্লান বঙ্গবন্ধু

২০২১ সাল বাংলাদেশের সুবর্ণজয়ন্তী উদ্‌যাপনের বছর। সেইসাথে আমরা উদ্‌যাপন করেছি বাংলাদেশ নৌবাহিনীরও সুবর্ণজয়ন্তী। স্বাধীন-সার্বভৌম দেশের সমুদ্রসীমার অতন্দ্র প্রহরী হিসেবে বাংলাদেশ নৌবাহিনী পার করেছে গৌরবান্বিত ৫০ বছর। আর এই ৫০ বছরে বাংলাদেশ নৌবাহিনীর আত্মপ্রকাশ, বিকাশ ও গৌরবের সাথে একাত্ম হয়ে আছে ১০ ডিসেম্বর। একাত্তরের এই দিনেই মহান মুক্তিযুদ্ধ চলাকালে পদ্মা ও পলাশের দুঃসাহসী অভিযান এবং অসামান্য বীরত্বের সাথে লড়াই করে বীরশ্রেষ্ঠ রুহুল আমিনের শহীদ হওয়ার ইতিহাস লেখা রয়েছে স্বর্ণাক্ষরে। স্বাধীনতার পর একটি আধুনিক ও প্রযুক্তিনির্ভর নৌবাহিনী গড়ে তোলার লক্ষ্যে বঙ্গবন্ধু ১৯৭৪ সালের ১০ ডিসেম্বর বাংলাদেশ নৌবাহিনীকে নেভাল এনসাইন প্রদান করেন। একইসাথে বঙ্গবন্ধু বৃহত্তম প্রশিক্ষণ ঘাঁটি বানোজা ঈসা খান, বানোজা হাজী মহসীন ও বানোজা তিতুমীর এবং তিনটি জাহাজ কমিশনিং করেন। তাছাড়া ১৯৭৬ সালের এই দিনেই কমিশনিং হয় বানোজা ওমর ফারুক-এর।



জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান কর্তৃক বানৌজা সুরমা পরিদর্শন

ইতিহাসে সমুজ্জ্বল ১০ ডিসেম্বর

বীরশ্রেষ্ঠ রুহুল আমিনের আত্মত্যাগ: বঙ্গবন্ধুর আহ্বানে দেশমাতৃকার মুক্তির সংগ্রামে বাঁপিয়ে পড়েছিল বীর বাঙালিরা। এই যুদ্ধে বিভিন্ন নৌ-অপারেশন গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছিল। এমনই এক অভিযান ছিল অপারেশন হটপ্যান্টস। একাত্তরের নভেম্বরে ভারতের কাছ থেকে সংগৃহীত দুটি টাগবোটে ৬০/৮০ বোফোর্স কামান ও মাইনপড বসিয়ে গানবোটে রূপান্তর করা হয় এবং নাম দেওয়া হয় ‘পদ্মা’ ও ‘পলাশ’। এ দুটি গানবোট ও ৬০ জন বাঙালি নৌযোদ্ধা নিয়ে খুলনায় পশুর নদের মোহনা ও তার আশপাশে ‘অপারেশন হটপ্যান্টস’ অভিযান শুরু করে মুক্তিবাহিনী। ১০ ডিসেম্বর চালনা বন্দর ও খুলনায় পাকিস্তানি নৌঘাঁটি তিতুমীর দখলের উদ্দেশ্যে অভিযান চলাকালে খুলনা শিপইয়ার্ডের কাছাকাছি বিমান হামলার শিকার হয়

পদ্মা ও পলাশ। এতে দুটি জাহাজেই আগুন লেগে যায়। এ সময় ইঞ্জিনরুম আর্টিফিশারের দায়িত্ব পালন করা রুহুল আমিন নিজের জীবনবাজি রেখে ছুটে যান পলাশের ইঞ্জিনরুমে। প্রাণপণ চেষ্টা চালিয়ে যান আগুন নিভিয়ে জাহাজটিকে সচল রাখতে। কিন্তু তিনি সেটি পারেননি। গানবোট পলাশকে বাঁচাতে গিয়ে বীরের মতো জীবন বিসর্জন দেন বীরশ্রেষ্ঠ শহীদ রুহুল আমিন। এই ঘটনায় আরও চার বীর নৌযোদ্ধা শহীদ হন।

বাংলাদেশ নৌবাহিনীকে নেভাল এনসাইন প্রদান:

যুদ্ধোত্তর বাংলাদেশ নৌবাহিনী ১৯৭২ সালের এপ্রিল পর্যন্ত বাংলাদেশ ফোর্সেস-এর অধীনে সমন্বিতভাবে প্রাথমিক কার্যক্রম চালিয়ে যেতে থাকে। এরপর বাংলাদেশ ফোর্সেস বিলুপ্ত হয়ে আত্মপ্রকাশ ঘটে বাংলাদেশ নৌবাহিনীর। পরবর্তীতে জাতির পিতার

হাত ধরে শুরু হয় নতুন নৌবাহিনীর গঠন। সীমিত সম্পদ ও জনবল নিয়ে পথচলা শুরু করা বাংলাদেশ বাহিনীকে ১৯৭৪ সালের ১০ ডিসেম্বর নেভাল এনসাইন (নৌবাহিনীর পতাকা) প্রদান করেন বঙ্গবন্ধু।

নেভাল এনসাইন নৌবাহিনীর গর্ব ও শৌর্য-বীর্যের প্রতীক। এটা জাতীয়তার পরিচয় বহন করে। বাংলাদেশ নৌবাহিনীর জন্যও অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ও গর্বের বিষয় এই নেভাল এনসাইন। যুদ্ধে অংশগ্রহণকারী কিংবা সমুদ্রে টহলরত যুদ্ধজাহাজের প্রধান মাস্তুলে নেভাল এনসাইন উত্তোলন করা হয়। পোতাশ্রয়ে কিংবা নোঙররত অবস্থায় এ নেভাল এনসাইন সকাল ৮টা হতে সূর্যাস্ত পর্যন্ত জাহাজের পেছন দিকে এনসাইন স্টাফ-এ উত্তোলিত অবস্থায় রাখা হয়।

বানৌজা ঈসা খান ঘাঁটি কমিশনিং: ১৯৭৩ সালে শক্তিশালী নৌবাহিনী গঠনের প্রাথমিক পদক্ষেপ হিসেবে ভারতের কাছ থেকে দুটি গানবোট ও যুগোশ্লাভিয়ার দুটি টহলযান নিয়ে বাংলাদেশ নৌবাহিনীর প্রথম অবকাঠামো গড়ে তোলেন বঙ্গবন্ধু। এছাড়া বঙ্গবন্ধুর নির্দেশে নৌবাহিনীর জন্য নারায়ণগঞ্জে পাঁচটি টহল বোট ও খুলনা শিপইয়ার্ডে একটি সমুদ্রজাহাজ নির্মাণকাজ শুরু হয়। উন্নয়নের ধারাবাহিকতায় ১৯৭৪ সালের ১০ ডিসেম্বর বঙ্গবন্ধু চট্টগ্রামে বাংলাদেশ নৌবাহিনীর বৃহত্তম ঘাঁটি বানৌজা ঈসা খান এবং একই সঙ্গে ঢাকা ও খুলনার দুটি নৌঘাঁটি কমিশনিং করেন। এদিন তিনি নৌবাহিনীর সমুদ্র মহড়া অবলোকনের জন্য সমুদ্রযাত্রা করেন, যা ছিল বঙ্গবন্ধুর প্রথম ও একমাত্র সমুদ্রযাত্রা।

বঙ্গবন্ধু একটি কার্যকর নৌবাহিনী গড়ার প্রত্যয়ে বিভিন্ন ঘাঁটি নির্মাণ ও সম্প্রসারণ এবং জাহাজ সংযোজনের ওপর জোর দেন। তিনি চট্টগ্রামস্থ বাংলাদেশ নৌবাহিনীর সর্ববৃহৎ ঘাঁটিকে ‘বানৌজা ঈসা খান’ নামকরণ করেন। ১০ ডিসেম্বর বঙ্গবন্ধু এটির পাশাপাশি অপর দুই ঘাঁটি বানৌজা হাজী মহসীন ও বানৌজা তিতুমীর এবং বানৌজা এসআর আমীন, বানৌজা নোয়াখালী এবং বানৌজা পাবনা-এই তিন যুদ্ধজাহাজ কমিশনিং করেন। কমিশনিং অনুষ্ঠানে উপস্থিত অফিসার ও নাবিকদের উদ্দেশ্যে জাতির

বাংলাদেশ নৌবাহিনীর যুদ্ধজাহাজ পদ্মা ও পলাশ

পিতা বলেন, ‘আমাদের জলসীমার সম্পদ আমাদের রক্ষা করতে হবে। ভূরাজনৈতিক প্রয়োজনেই আমাদের আধুনিক ও শক্তিশালী নৌবাহিনী গড়ে তুলতে হবে।’

বানৌজা ওমর ফারুকের কমিশনিং: বঙ্গবন্ধুর হাত ধরে বাংলাদেশ নৌবাহিনীতে যে আধুনিকায়ন ও সক্ষমতা বৃদ্ধির কার্যক্রম শুরু হয়েছিল, তারই ধারাবাহিকতায় ১৯৭৬ সালে এই বাহিনীতে যুক্ত হয় বানৌজা ওমর ফারুক। সলসবুরি-ক্লাস এই ফ্রিগেটটি যুক্তরাজ্য থেকে সংগৃহীত। বঙ্গবন্ধুর স্বপ্নে সূচিত নৌবাহিনীর প্রথম বৃহৎ জাহাজটির কমিশনিং করা হয় ১৯৭৬ সালের ১০ ডিসেম্বর। বাংলাদেশ নৌবাহিনীর ইতিহাসে বানৌজা ওমর ফারুকের সংযোজন অনেক গুরুত্বপূর্ণ একটি ঘটনা। জাহাজটি বাংলাদেশ নৌবাহিনীর প্রশিক্ষণ জাহাজ হিসেবে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রেখেছে। বানৌজা ওমর ফারুক ৫৯ জন অধিনায়কের নেতৃত্বে ৩ লাখ ৬২ হাজার ১২৭ নটিক্যাল মাইল সমুদ্রপথ অতিক্রম করেছে। ২০১৫ সালের ৩০ ডিসেম্বর ফ্রিগেটটিকে বাংলাদেশ নৌবাহিনী থেকে ডিকমিশন্ড করা হয়।

প্রাক-কথন

সামাজিক, অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক বিকাশে একটি দেশের সমুদ্রসীমার ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। এই গুরুত্বকে গভীর প্রজ্ঞা এবং দূরদৃষ্টি দিয়ে অনেক আগেই উপলব্ধি করেছিলেন জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান। বাংলাদেশের সার্বভৌমত্ব অর্জনের আগ পর্যন্ত পাকিস্তান নৌবাহিনী ধাপে ধাপে একটি পরিণত নৌবাহিনীতে রূপ নিলেও পূর্ব পাকিস্তান থেকে যায় চরম অবহেলিত। চারটি মাত্র ছোট জাহাজ মোতায়নে ছিল এ অঞ্চলে। বঙ্গবন্ধু এই বৈষম্য মেনে নিতে পারেননি। তাই তো ছয় দফা আন্দোলনে এর জোর প্রতিবাদ করেছিলেন তিনি। এ অঞ্চলের সমুদ্র নিরাপত্তায় শক্তিশালী নৌশক্তির প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করে বঙ্গবন্ধু পাকিস্তানের নৌ-সদর দপ্তর বাংলার মাটিতে প্রতিস্থাপনের দাবি তুলেছিলেন।

পশ্চিম পাকিস্তানি শাসকগোষ্ঠী বাংলার নৌ-কৌশলগত গুরুত্বকে অবহেলা করেছিল, যার ফল তারা পেয়েছিল একাত্তরের মুক্তিযুদ্ধে। এই যুদ্ধেই নৌকমান্ডো অভিযান ‘অপারেশন জ্যাকপট’ আর গানবোট পদ্মা-পলাশের ‘অপারেশন হটপ্যান্টস’-এর মধ্য দিয়ে যাত্রা হয় বাংলাদেশ নৌবাহিনীর।

১৯৭২ সালের ১০ জানুয়ারি বঙ্গবন্ধু স্বাধীন বাংলাদেশে প্রত্যাবর্তনের পর যুদ্ধবিক্ষস্ত দেশকে পুনর্গঠনের কাজ হাতে নেন। তাঁর আন্তরিক প্রচেষ্টায় সীমিত সম্পদ ও স্বল্পসংখ্যক জনবল নিয়েই বাংলাদেশ নৌবাহিনী মুক্তিযুদ্ধ ও যুদ্ধ-পরবর্তী নবীন দেশ গঠনে অসামান্য অবদান রেখেছে। ১৯৭৪ সালে বঙ্গবন্ধু প্রতিরক্ষা নীতি প্রণয়ন করেন এবং এই প্রতিরক্ষা নীতিতে একটি শক্তিশালী নৌবাহিনী গঠনের ওপর জোর দেন। তাঁর নেতৃত্বে বাংলাদেশ পরিণত হয় সমুদ্র আইন প্রণয়নকারী প্রথম সারির দেশগুলোর একটিতে। বঙ্গোপসাগরে নিজেদের অধিকার সুসংহত করতে

বঙ্গবন্ধু ১৯৭৪ সালে প্রণয়ন করেন সমুদ্রাঞ্চল-বিষয়ক আইন ‘দ্য টেরিটোরিয়াল ওয়াটার্স অ্যান্ড মেরিটাইম জোনস অ্যাক্ট’।

বাংলাদেশ নৌবাহিনীকে একটি শক্তিশালী ও আধুনিক বাহিনী হিসেবে গড়ে তোলার ভবিষ্যৎ রূপরেখা তুলে ধরেছিলেন বঙ্গবন্ধু। তাঁর পথপ্রদর্শনেই নৌবাহিনী আজ ত্রিমাত্রিক বাহিনী হিসেবে বৈশ্বিক পরিমণ্ডলে সুনাম অর্জন করেছে। বাংলাদেশ নৌবাহিনী গড়ে উঠেছে বঙ্গবন্ধুর হাত ধরে। সূতরাং বাংলাদেশ নৌবাহিনীর ইতিহাসের পাতায় সর্বদাই জাতির পিতার নামটি স্বর্ণাক্ষরে লেখা থাকবে।

মুক্তিযুদ্ধে নৌ-অভিযান

নদীবিধৌত বাংলার ভূপ্রাকৃতিক বৈশিষ্ট্য এমন যে, এখানে নৌ-সামর্যে যে অগ্রণী, যুদ্ধে বিজয়ের সম্ভাবনাও তার-ই বেশি। বিষয়টি মাথায় রেখে মুক্তিযুদ্ধের ১১টি সেক্টরের মধ্যে সকল নৌপথ ও উপকূলীয় অঞ্চল নিয়ে গঠন করা হয় ১০ নম্বর সেক্টর। সিদ্ধান্ত নেওয়া হয় সমুদ্র ও নদীবন্দরগুলোয় নৌ-গেরিলা অভিযান চালিয়ে শত্রুর প্রধান রসদ সরবরাহ ব্যবস্থা গুঁড়িয়ে দেওয়ার। আর সেই উদ্দেশ্যেই পলাশীর ভাগীরথি নদীতীরে গোপন ক্যাম্প সিটুপি-তে প্রশিক্ষণের মাধ্যমে গড়ে তোলা হয় দুর্ধর্ষ নৌকমান্ডো বাহিনী।

একাত্তরের ১৫ ও ১৬ আগস্টের মধ্যবর্তী রাতে চট্টগ্রাম, মোংলা, চাঁদপুর ও নারায়ণগঞ্জের সমুদ্র ও নদীবন্দরগুলোয় একযোগে পরিচালিত হয় নৌকমান্ডো অভিযান অপারেশন জ্যাকপট। এই অভিযানে নৌকমান্ডোরা শত্রুর চোখ ফাঁকি দিয়ে জীবনের ঝুঁকি নিয়ে বন্দরে অপেক্ষমাণ জাহাজগুলোয় লাগিয়ে দিয়েছিলেন লিম্পেট মাইন, যার বিস্ফোরণে এক রাতেই চারটি বন্দরে ধ্বংস হয় মোট ২৬টি জাহাজ। দুঃসাহসী এই নৌ-অভিযান বাংলাদেশের অন্যান্য প্রান্তের মুক্তিযোদ্ধাদের উজ্জীবিত করেছিল। মুক্তিযুদ্ধ চলাকালে নৌকমান্ডোরা ছোট-বড় এমনই আরও ৪৫টি অভিযান চালিয়েছিলেন, যার কারণে শত্রুপক্ষের যুদ্ধরসদ সরবরাহ ব্যবস্থা ভেঙে পড়েছিল।

একাত্তরের ৯-১০ নভেম্বর গানবোট পদ্মা ও পলাশ নিয়ে শত্রুর দখলে থাকা চালনা (বর্তমান মোংলা) বন্দরের প্রবেশমুখ বন্ধ করে দিতে পরিচালিত হয় অপারেশন হটপ্যান্টস। এ অভিযানে পশুর নদের মোহনায় নৌ-মুক্তিসেনাদের বিছিয়ে দেওয়া শক্তিশালী মাইনের আঘাতে শত্রুর রসদবাহী একের পর এক বিদেশি বাণিজ্যিক জাহাজ ও পাকিস্তানি যুদ্ধজাহাজ ডুবে যায়। ফলে চালনা বন্দর বন্ধ ঘোষণা করতে বাধ্য হয় পাক সরকার। ১০ ডিসেম্বর ভারতীয় যুদ্ধজাহাজের সহায়তায় গানবোট পদ্মা ও পলাশ চালনা সমুদ্রবন্দর দখল করে নেয়। তবে এদিন পাকিস্তানি নৌঘাটি তিতুমীর দখলের অভিযানে ভুলবশত মিত্রবাহিনীর বিমান হামলার শিকার হয়ে বিধ্বস্ত হয় পদ্মা ও পলাশ। প্রাণ হারান বীরশ্রেষ্ঠ শহীদ রুহুল আমিনসহ আরও চার বীর নৌযোদ্ধা।

৭ ডিসেম্বর রায়মঙ্গল নদী অতিক্রম করার সময় বাংলাদেশের জাতীয় সংগীত গেয়ে পদ্মা ও পলাশের মাঙ্গলে বাংলাদেশের পতাকা উত্তোলন করেন



মুক্তিযুদ্ধে অপারেশন জ্যাকপটে নৌকমান্ডোদের একাংশ

গানবোটের নাবিকরা। এই নৌ-অভিযানের মুখ্য উদ্দেশ্য ছিল চালনা বন্দর ও খুলনা নৌঘাটি দখল করা। এই নৌ-অভিযানে ভারতীয় নৌবাহিনীর গানবোট পানভেল ও বিএসএফ ক্রাফট চিত্রাঙ্গদাও যোগদান করে। নৌযানগুলো হাসনাবাদ পৌঁছালে কমান্ডার মুখার্জি প্রয়োজনীয় জালানি, ওয়্যারলেস সেট, অস্ত্রশস্ত্র, নাবিক ও কিছু নৌকমান্ডো গানবোটে তুলে দেন। ৯ ডিসেম্বর মধ্যরাতে আকরাম পয়েন্ট নামক একটি স্থানে গানবোট দুটি নোঙর করে রাতি্রি যাপন করে এবং ১০ ডিসেম্বর ভোরে নোঙর উঠিয়ে মোংলার উদ্দেশ্যে আবার যাত্রা করে। এই অভিযানে অফিসার ইন টেকনিক্যাল ছিলেন ভারতীয় নৌবাহিনীর কমান্ডার এমএন সামন্ত। প্রত্যেক গানবোটের ওপর ১৫ ফুট দ্ব ১০ ফুট আকারের হলুদ কাপড় বিছানো ছিল গানবোটগুলো মিত্রবাহিনীর কিনা, তা শনাক্ত করার জন্য।

পাকিস্তানি হানাদার বাহিনীর কোনো বাধা ছাড়াই গানবোটগুলো ১০ ডিসেম্বর সকাল ৭টা ৩০ মিনিটে মোংলা বন্দরে পৌঁছে। এরপর জয় বাংলা স্লোগান দিয়ে পাকিস্তানি পতাকা নামিয়ে মোংলার হারবার অফিস ও কাস্টম অফিসে বাংলাদেশের পতাকা উত্তোলনের নির্দেশ দেন কমান্ডোরা। নির্দেশ পেয়ে এ সময় উপস্থিত শ্রমিক ও জনতা জয় বাংলা স্লোগান দিয়ে বাংলাদেশের পতাকা উত্তোলন করেন।

বিএসএফ ক্রাফট চিত্রাঙ্গদাকে মোংলায় রেখে পানভেলের মাঙ্গলে ভারতের ও নৌবাহিনীর পতাকা এবং পদ্মা ও পলাশের মাঙ্গলে বাংলাদেশের পতাকা উত্তোলন করে ১০ ডিসেম্বর সকাল ৯টায় মোংলা



নৌবাহিনী আয়োজিত নেভাল এনসাইন ১০: স্মৃতিতে অম্লান বঙ্গবন্ধু অনুষ্ঠানে পৃথক পৃথক ভিডিও বার্তা প্রদান করেন মহামান্য রাষ্ট্রপতি ও মাননীয় প্রধানমন্ত্রী



বন্দর থেকে শুরু হয় চূড়ান্ত অভিযান। পানভেল গানবোটের পেছনে পলাশ ও পদ্মা গানবোট দুটি চলতে থাকে খুলনা অভিযানের উদ্দেশ্যে। বেলা সাড়ে ১১টায় যখন গানবোটগুলো খুলনা শিপইয়ার্ডের কাছাকাছি এসে পৌঁছালে সামনে থেকে অনেক উঁচুতে তিনটি যুদ্ধবিমান নাবিকদের দৃষ্টিগোচর হয়। ধীরে ধীরে বিমানগুলো কিছুটা নিচে নেমে হঠাৎ দক্ষিণ-পশ্চিম দিকে চলে যায়। কিছুক্ষণ পর সেগুলো ঘুরে এসে পদ্মা ও পলাশের ওপর গোলাবর্ষণ করে। এতে গানবোট দুটিতে আগুন ধরে যায়।

অর্থনৈতিক মুক্তির অভিযাত্রা ও বাংলাদেশ নৌবাহিনী

সদ্য স্বাধীন বাংলাদেশের নৌ-সম্ভাবনা কাজে লাগিয়ে অর্থনৈতিক সমৃদ্ধি নিশ্চিতের অনিবার্য শর্ত হিসেবে একটি শক্তিশালী নৌবাহিনী গড়ে তোলার প্রক্রিয়ায় অধিনায়কের ভূমিকায় অবতীর্ণ হন জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান।

বৈদেশিক বাণিজ্য সচল করার লক্ষ্যে প্রথমেই তিনি যুদ্ধবিশেষ চট্টগ্রাম বন্দর পুনরুদ্ধারে কর্ণফুলী চ্যানেল

মাইনমুক্ত করার জরুরি পদক্ষেপ নেন। ১৯৭২ সালের ১ মার্চ প্রথম রাষ্ট্রীয় বিদেশ সফরে মস্কো গিয়ে সোভিয়েত ইউনিয়নের প্রধানমন্ত্রী অ্যালেক্সি কোসিগিনের সঙ্গে বৈঠক করেন। বঙ্গবন্ধুর আহ্বানে সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দেয় সোভিয়েত সরকার। রিয়ার অ্যাডমিরাল সের্গেই পাভলভিচ জুয়েনকার নেতৃত্বে সোভিয়েত নৌবাহিনীর প্রায় ৮০০ সদস্য ১৯৭২-৭৪ দুই বছর ধরে জীবনের ঝুঁকি নিয়ে ‘রেসকিউ এক্সপেডিশন’ শীর্ষক অভিযান পরিচালনা করেন। বাংলাদেশ নৌবাহিনীর কর্মকর্তা ও নাবিক এবং জনগণের উৎসাহ ও সক্রিয় সহযোগিতায় এ অভিযানে কর্ণফুলী চ্যানেল ও বহির্নোঙরের এক হাজার বর্গমাইল এলাকা মাইনমুক্ত করা হয়। চট্টগ্রাম বন্দরের প্রাণস্পন্দন ফিরে আসে পুনর্বীর।

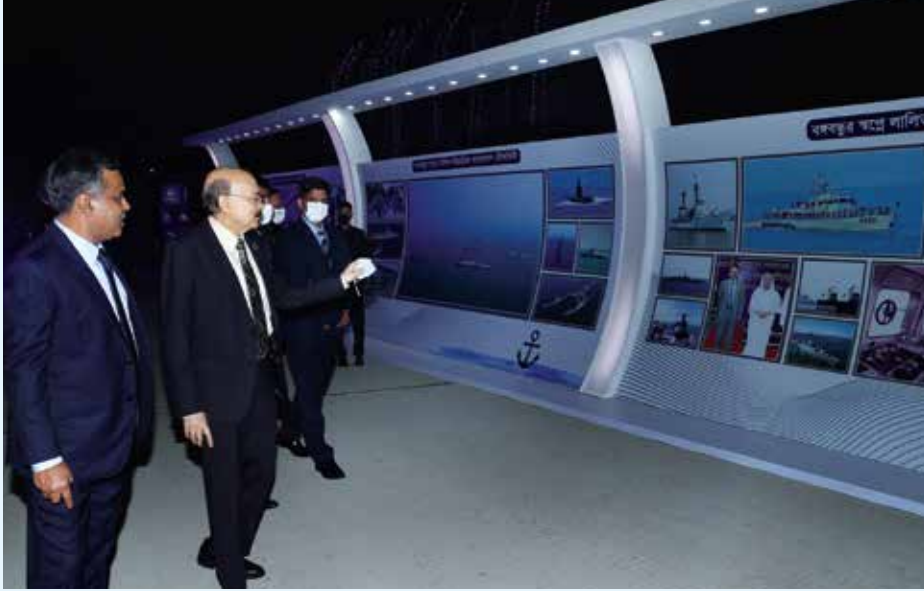
মাইন উদ্ধার অভিযানে ১৯৭৩ সালের ১৩ জুলাই শহীদ হন রুশ নাবিক ইউরি ডিকতোরোভিচ রেডকিন। তার প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়ে কর্ণফুলী নদীর তীরে বঙ্গোসাগরের মিলনবিন্দুতে ‘রেডকিন পয়েন্ট’ গড়ে তুলেছে বাংলাদেশ নৌবাহিনী।

১৯৭৩ সালে শক্তিশালী নৌবাহিনী গঠনের প্রাথমিক পদক্ষেপ হিসেবে ভারতের কাছ থেকে দুটি গানবোট এবং যুগোস্লাভিয়ার দুটি টহলযান নিয়ে যুদ্ধোত্তর বাংলাদেশ নৌবাহিনীর প্রথম অবকাঠামো গড়ে তোলেন বঙ্গবন্ধু। যুদ্ধের পরপরই মাত্র ১৮০ জন সদস্য নিয়ে প্রথম যাত্রা করে বাংলাদেশ নৌবাহিনী।

১৯৭৩ সালে পাকিস্তানে বন্দিদশা থেকে ৩০ জন কর্মকর্তা ও আড়াই হাজার নাবিক মুক্তি পেয়ে দেশে ফিরে নৌবাহিনীতে যোগ দেন। পাকিস্তান থেকে পালিয়ে আসা কমোডর নুরুল হক ও পরবর্তীতে একই বছর ক্যাপ্টেন এমএইচ খান বাংলাদেশ নৌবাহিনীর নৌপ্রধান নিযুক্ত হন।

বাংলাদেশ নৌবাহিনীর সুবর্ণজয়ন্তী উদযাপন উপলক্ষে ঢাকার মানিক মিয়া এভিনিউ এ ‘নেভাল এনসাইন ১০: স্মৃতিতে অম্লান বঙ্গবন্ধু’ শিরোনামে র্যালিতে সর্বস্তরের নৌসদস্যবৃন্দ





‘নেভাল এনসাইন ১০: স্মৃতিতে অম্লান বঙ্গবন্ধু’ অনুষ্ঠান উপলক্ষে আয়োজিত মেমোরি লেন পরিদর্শন করছেন প্রধান অতিথি মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর নিরাপত্তা উপদেষ্টা মেজর জেনারেল (অব.) তারেক আহমেদ সিদ্দিক

অগ্রযাত্রার সারথি

একাত্তরের মুক্তিযুদ্ধে নৌ-কমান্ডোদের অবদান ছিল অসামান্য। স্বাধীন বাংলাদেশের অগ্রযাত্রাতেও অগ্রণী ভূমিকা রেখে যাচ্ছে এ বাহিনী। দেশের সার্বভৌমত্ব রক্ষায় সদা তৎপর নৌবাহিনী যেন যেকোনো অপতৎপরতার বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াতে পারে, সেই লক্ষ্যে এর আধুনিকায়নে নজর দিয়েছে সরকার। একই সঙ্গে দেশ ও জাতি গঠনেও আত্মনিবেদিত বাংলাদেশ নৌবাহিনী।

ত্রিমাত্রিক নৌবাহিনী: মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার ঐকান্তিক আগ্রহ ও দৃঢ় প্রত্যয়ে বাংলাদেশ নৌবাহিনী আজ একটি ত্রিমাত্রিক যুদ্ধক্ষম বাহিনীতে পরিণত হয়েছে। নতুন শতকের বহুমাত্রিক চ্যালেঞ্জ মোকাবিলায় যুদ্ধজাহাজের পাশাপাশি নৌবহরে উড়োজাহাজ ও ডুবোজাহাজ সংযোজনের মাধ্যমে নৌবাহিনীর সক্ষমতা বৃদ্ধি ও আধুনিকায়নের এ উদ্যোগ নেন মাননীয় প্রধানমন্ত্রী। এরই ধারাবাহিকতায় ২০১১ সালের ১৪ জুলাই ইতালির দুটি এডব্লিউ ১০৯ হেলিকপ্টার নিয়ে যাত্রা করে বাংলাদেশ নৌবাহিনীর এভিয়েশন শাখা। ২০১৩ সালে জার্মানি থেকে আনা আরও দুটি ডরনিয়ার-২২৮ এনজি টহল বিমান যুক্ত হয় নৌবাহিনীর এভিয়েশন (উড্ডয়ন) বহরে। ২০১৭ সালের ১২ মার্চ চীনের দুটি টাইপ ০৩৫ মিং ক্লাস ডুবোজাহাজ সংযোজনের মাধ্যমে ত্রিমাত্রিক সামর্য্য অর্জন করে বাংলাদেশ নৌবাহিনী। বিশ্বে সাবমেরিন পরিচালনাকারী ৪১তম সদস্য হিসেবে এ গৌরব অর্জন করে বাংলাদেশ।

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের দেখানো পথ অনুসরণ করে তাঁর সুযোগ্য কন্যা প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বাংলাদেশ নৌবাহিনীর বহুমাত্রিক উন্নয়নে অসামান্য অবদান রেখে চলেছেন। তাঁর উদ্যোগে ২০০০ সালে প্রথমবারের মতো ১৬ জন নারী কর্মকর্তা বাংলাদেশ

উদ্যাপনে স্মৃতিচারণা

জাতির পিতার জন্মশতবার্ষিকী ও স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তী উদ্যাপনের বিশেষ শুভক্ষণে ২০২১ সালের ১০ ডিসেম্বর ‘নেভাল এনসাইন ১০- স্মৃতিতে অম্লান বঙ্গবন্ধু’ শিরোনামে বাংলাদেশ নৌবাহিনীর সুবর্ণজয়ন্তী উদ্যাপিত হয়েছে। এ উপলক্ষে মহামান্য রাষ্ট্রপতি ও মাননীয় প্রধানমন্ত্রী বিশেষ শুভেচ্ছা বার্তা প্রদান করেন। এদিন দেশব্যাপী বর্ণাঢ্য শোভাযাত্রা, স্বেচ্ছায় রক্তদান কর্মসূচি, অসহায়দের মাঝে মানবিক সহায়তা প্রদানসহ বিভিন্ন কর্মসূচি পালিত হয়। রাজধানী ঢাকার মানিক মিয়া এভিনিউয়ে সর্বস্তরের কর্মকর্তা ও নাবিকদের সমন্বয়ে বর্ণাঢ্য শোভাযাত্রা অনুষ্ঠিত হয়। সহকারী নৌপ্রধান (অপারেশন) রিয়ার অ্যাডমিরাল এম আশরাফুল হকসহ নৌ-সদরের প্রিন্সিপাল স্টাফ অফিসারগণ, পরিচালকবৃন্দ, নৌ-কর্মকর্তা ও সর্বস্তরের নাবিক এ সময় উপস্থিত ছিলেন। পাশাপাশি বানৌজা খিলক্ষেতে অসহায় ও দুস্থ মানুষের মাঝে মানবিক সহায়তা প্রদান এবং বানৌজা হাজী মহসীন অডিটোরিয়ামে স্বেচ্ছায় রক্তদান কর্মসূচি পালন করা হয়।

সকালে খুলনায় বীরশ্রেষ্ঠ শহীদ রুহুল আমিন ও বীর বিক্রম শহীদ মহিবুল্লাহর সমাধিস্থলে গার্ড অব অনার ও পুষ্পস্তবক অর্পণ করা হয়। পরে খুলনার শিববাড়ী মোড়ে সর্বস্তরের নৌ-সদস্যের অংশগ্রহণে বর্ণাঢ্য শোভাযাত্রা অনুষ্ঠিত হয়। এ সময় ১৯৭১ সালের ১০ ডিসেম্বর পরিচালিত নৌ-অপারেশন, মহান মুক্তিযুদ্ধ ও বঙ্গবন্ধুর স্মৃতিচারণামূলক প্ল্যাকার্ড, ব্যানার, ফেস্টুন প্রদর্শন করা হয়। খুলনাস্থ বানৌজা উপশমে স্বেচ্ছায় রক্তদান কর্মসূচির আয়োজন করা হয় এবং দুপুরে খুলনা নৌ-অঞ্চলের বিভিন্ন এলাকায় দুস্থ, অসহায় ও অস্বচ্ছল মানুষের মাঝে মানবিক সহায়তা বিতরণ করা

হয়। পাশাপাশি চট্টগ্রামের বানৌজা ঈসা খান প্যারেড গ্রাউন্ড হতে সর্বস্তরের নৌ-সদস্যের অংশগ্রহণে বর্ণাঢ্য শোভাযাত্রা অনুষ্ঠিত হয়। এছাড়া চট্টগ্রামের বানৌজা পতেঙ্গায় স্বেচ্ছায় রক্তদান কর্মসূচির আয়োজন করা হয় এবং দুপুরে চট্টগ্রাম নৌ-অঞ্চলের হাসপাতাল গেটসংলগ্ন এলাকায় দুস্থ, অসহায় ও অস্বচ্ছল মানুষের মাঝে মানবিক সহায়তা বিতরণ করা হয়। তাছাড়া বাদ জুমা সকল নৌ-অঞ্চলের মসজিদসমূহে বিশেষ মোনাজাত অনুষ্ঠিত হয়।

‘নেভাল এনসাইন ১০: স্মৃতিতে অম্লান বঙ্গবন্ধু’ অনুষ্ঠান উপলক্ষে নৌবাহিনী কর্তৃক স্বেচ্ছায় রক্তদান কর্মসূচি





‘নেভাল এনসাইন ১০: স্মৃতিতে অম্লান বঙ্গবন্ধু’ উদ্যাপন উপলক্ষে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে জাতীয় সঙ্গীত পরিবেশন করছে বিএন স্কুল এন্ড কলেজের শিক্ষার্থীরা

নৌবাহিনীতে যোগ দেন। এছাড়া ২০১৬ সালে প্রথমবারের মতো ৪৪ জন নারী নাবিক বাংলাদেশ নৌবাহিনীতে যোগ দেন।

মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর ঐকান্তিক প্রচেষ্টায় নৌবাহিনীর যুদ্ধজাহাজের বহর ক্রমেই সমৃদ্ধ হয়ে উঠছে। একই সঙ্গে তাঁর উদ্যোগে যুদ্ধজাহাজ ক্রেতা থেকে নির্মাতার ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়েছে বাংলাদেশ। নৌবাহিনীর দক্ষ ব্যবস্থাপনায় পরিচালিত হচ্ছে বিভিন্ন শিপইয়ার্ড ও ডকইয়ার্ড, যার মাধ্যমে দেশীয় প্রযুক্তির বিকাশের সাথে সাথে বৈদেশিক মুদ্রা সাশ্রয় হচ্ছে।

জাতি গঠনে নৌবাহিনী: বঙ্গোপসাগরের বিশাল জলসীমার সার্বভৌমত্ব রক্ষার পাশাপাশি বিপুল সমুদ্রসম্পদের নিরাপত্তা ও দেশের সামগ্রিক অর্থনৈতিক উন্নয়নে বাংলাদেশ নৌবাহিনী সার্বক্ষণিক কাজ করে যাচ্ছে।

ভৌগোলিক অবস্থান ও জলবায়ু বৈচিত্র্যের কারণে বঙ্গোপসাগর বিশ্বের অন্যতম সমৃদ্ধ বাস্তুসংস্থান। সামুদ্রিক মৎস্যসম্পদ আহরণের ওপর নির্ভর করে এ দেশের প্রায় ১০ লাখ উপকূলীয় মানুষের জীবিকা। মৎস্যসম্পদ সুরক্ষায় জাতির পিতার নির্দেশে সেই জন্মলগ্ন থেকে কাজ করে যাচ্ছে বাংলাদেশ নৌবাহিনী। বঙ্গোপসাগর ও উপকূলী অঞ্চলে বিশেষ করে মৎস্য প্রজনন ও বিচরণ ক্ষেত্রগুলোয় সার্বক্ষণিকভাবে নৌবাহিনীর জাহাজ নিয়োজিত থাকে। ‘জাটকা নিধন প্রতিরোধ’ ও ‘মা ইলিশ রক্ষা’-এই দুই সমন্বিত অভিযানের আওতায় ইলিশ সুরক্ষায়ও বছরজুড়ে নিয়োজিত থাকে নৌবাহিনীর জাহাজ।

বিশ্বের সর্ববৃহৎ বদ্বীপ বাংলাদেশের অস্তিত্ব নির্ভর করে বঙ্গোপসাগর ও হাজারো নদীর গতিপথের ওপর। সমুদ্রে নিরাপত্তাসহ দেশের সকল সমুদ্রবন্দর সচল রাখা, উপকূলীয় অসহায় মানুষের আশ্রয় নির্মাণ, সমুদ্র মোহনা ও নদীপথ খনন, উপকূলীয় অঞ্চলে প্রতিরক্ষা বাঁধ ও সড়ক নির্মাণ-জাতি গঠনে এমন বহু কাজ করে চলেছে নৌবাহিনী।

১৯৯৭ সালের ঘূর্ণিঝড়ে আক্রান্ত মানুষের পুনর্বাসনে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নির্দেশনায় বাংলাদেশ নৌবাহিনীর মাধ্যমেই দেশে প্রথম শুরু হয়েছিল আশ্রয়ণ প্রকল্প। সেই থেকে দেশের সর্ববৃহৎ আশ্রয়ণ প্রকল্পসহ বিভিন্ন আশ্রয়ণ প্রকল্প বাস্তবায়নে কাজ করেছে বাংলাদেশ নৌবাহিনী। মিয়ানমার থেকে বলপূর্বক বাস্তুচ্যুত রোহিঙ্গা শরণার্থীদের মানবিক আশ্রয়ের যে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন মাননীয় প্রধানমন্ত্রী, তা-ও পূরণ হয়েছে নৌবাহিনীর হাত ধরে। নোয়াখালীর ভাসানচর দ্বীপে বিস্তীর্ণ প্রায় ১৩ হাজার একর জমিতে নৌবাহিনীর তত্ত্বাবধানে গড়ে তোলা হয়েছে ‘আশ্রয়ণ-৩’ মেগা প্রকল্প। এই প্রকল্পে প্রাথমিকভাবে প্রায় ১ লাখ রোহিঙ্গাকে অস্থায়ীভাবে আশ্রয় দেওয়া সম্ভব হবে। শুধু আশ্রয়ণ প্রকল্পের ভূমি উন্নয়ন ও স্থাপনা নির্মাণই নয়, বরং কক্সবাজারের বিভিন্ন শরণার্থী ক্যাম্প থেকে ভাসানচরে রোহিঙ্গাদের স্থানান্তরের কাজেও অবদান রেখে চলেছে বাংলাদেশ নৌবাহিনী।

বিশ্বশান্তি রক্ষায় বাংলাদেশ নৌবাহিনী

আন্তর্জাতিক পরিমণ্ডলে দেশকে গর্বের সাথে তুলে ধরার লক্ষ্যে বাংলাদেশ নৌবাহিনীর যুদ্ধজাহাজগুলো অংশগ্রহণ করে আন্তর্জাতিক বিভিন্ন ফ্লিট রিভিউতে। অংশগ্রহণ করে বিভিন্ন বহুজাতিক সামুদ্রিক মহড়ায়। আঞ্চলিক নৌ-নিরাপত্তা ও সহযোগিতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে ভারত মহাসাগরে উপকূলীয় দেশগুলো নিয়ে গঠিত ইন্ডিয়ান ওশান নেভাল সিম্পোজিয়ামের (আইওএনএস) গুরুত্বপূর্ণ সদস্য বাংলাদেশ। বাংলাদেশ নৌবাহিনীর হাত ধরেই ২০১৭ সালে এ দেশের জলসীমায় আইওএনএসের প্রথম বহুজাতিক মহড়া ইমসারেক্সের ধারণা ও সফল বাস্তবায়ন শুরু হয়।

১৯৯৩ সালে মোজাম্বিকে জাতিসংঘ মিশনে প্রথম সামরিক পর্যবেক্ষক দল প্রেরণের মধ্য দিয়ে বিশ্বশান্তি রক্ষায় বাংলাদেশ নৌবাহিনীর গর্বিত পথচলা শুরু।

এরপর ১৯৯৭ সালে ইরাক-কুয়েত উপসাগরীয় যুদ্ধ-পরবর্তী ইউনিকম মিশনে মোতায়েন হয় দেশের প্রথম নৌ-কন্টিনজেন্ট। সাফল্যের ক্রমধারায় ২০০২ ও ২০০৫ সালে আইভরি কোস্ট ও সুদানে প্রেরিত হয় টহল বোট স্কোয়াড্রন ও নৌবাহিনীর বড় একটি শান্তিরক্ষী দল।

২০১০ সালে লেবাননে নিযুক্ত জাতিসংঘের একমাত্র নৌবহর ইউনিফিল মেরিটাইম টাস্কফোর্সে নিয়োজিত হয় নৌবাহিনীর দুটি জাহাজ বানৌজা ওসমান ও বানৌজা মধুমতি। জাতিসংঘে এই উপমহাদেশের প্রথম ও একমাত্র যুদ্ধজাহাজ প্রেরণকারী দেশ হওয়ার গৌরব অর্জন করে বাংলাদেশ। ২০১৪ সাল পর্যন্ত টানা চার বছর জাহাজ দুটি মোতায়েন রেখে সারা বিশ্বে দীর্ঘমেয়াদি নৌবহর মোতায়েনের এক অনন্য দৃষ্টান্ত স্থাপন করে বাংলাদেশ নৌবাহিনী। আজ জার্মানি, ব্রাজিলসহ বিশ্বের প্রথম সারির বিভিন্ন নৌবাহিনীর সাথে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে ভূমধ্যসাগরের নিরাপত্তা ও শান্তি নিশ্চিত করে চলেছে বাংলাদেশ নৌবাহিনী।

উপসংহার

‘শান্তিতে সংগ্রামে সমুদ্রে দুর্জয়’-এ মূলমন্ত্রকে ধারণ করে বাংলাদেশের জলসীমার নিরাপত্তায় সার্বক্ষণিক দায়িত্ব পালন করে চলেছে বাংলাদেশ নৌবাহিনী। এই বাহিনীর ইতিহাসের প্রতিটি অধ্যায়ে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের স্মৃতি জ্বলজ্বল করছে। দেশের নৌশক্তির ইতিহাসে তেমনই চিরভাস্বর একটি দিন হলো ১০ ডিসেম্বর। বঙ্গবন্ধুর জন্মশতবার্ষিকী ও স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তীর এই শুভক্ষণে বাংলাদেশ নৌবাহিনী শ্রদ্ধাভরে হাজার বছরের শ্রেষ্ঠ বাঙালি জাতির পিতা শেখ মুজিবুর রহমান ও দেশের সূর্যসন্তান বীর মুক্তিযোদ্ধাদের স্মৃতিচারণা করছে। একই সঙ্গে ১০ ডিসেম্বর দিবসটি উদ্‌যাপন করছে ‘নেভাল এনসাইন ১০: স্মৃতিতে অম্লান বঙ্গবন্ধু’ শীর্ষক কর্মসূচির মধ্য দিয়ে।

লেজার অস্ত্রে সক্ষমতা বাড়াচ্ছে মার্কিন নৌবাহিনী



লেজার উইপন সিস্টেমে নিজেদের সক্ষমতা বাড়ানোর দিকে নজর দিয়েছে যুক্তরাষ্ট্রের নৌবাহিনী। এরই অংশ হিসেবে সম্প্রতি ইউএসএস পোর্টল্যান্ড থেকে হাই-এনার্জি লেজার পরীক্ষা চালিয়েছে তারা। এডেন উপসাগরে একটি প্রাকটিক টার্গেটের ওপর এই সফল পরীক্ষা চালানো হয়।

এই পরীক্ষায় টার্গেট এনগেজমেন্টের জন্য বো-মাউন্টেড সলিড স্টেট লেজার ‘মার্ক টু এমওডি জিরো’ ব্যবহার করা হয়েছে। এই লেজার উইপন সিস্টেম ডেমনস্ট্রেটর (এলডব্লিউএসডি) এর আগেও ২০২০ সালের মে মাসে ব্যবহার করেছিল জাহাজটি। সেসময় প্রশান্ত মহাসাগরে একটি ছোট আকারের ড্রোন এয়ারক্রাফটের ওপর পরীক্ষা চালিয়েছিল পোর্টল্যান্ড।

১৫০ কিলোওয়াট-ক্রাস লেজার সিস্টেম এলডব্লিউএসডি পোর্টল্যান্ডের ডেকে স্থাপন করা হয় ২০১৯ সালে। এর আগে ইউএসএস পস-এ স্থাপনকৃত অপেক্ষাকৃত কম শক্তিশালী ৩০ কিলোওয়াট-ক্রাস এলডব্লিউএস লেজার সিস্টেমের আধুনিক সংস্করণ এটি।

মার্ক টু এমওডি জিরো লেজারের প্রাথমিক কার্যকারিতা দেখা যায় পয়েন্ট ডিফেন্সে। ছোট আকারের ড্রোন এয়ারক্রাফট ও গুলুভাবে আসা ড্রোন বোটের বিরুদ্ধে দারুণ কার্যকর এটি। মধ্যপ্রাচ্যে মার্কিন নৌবাহিনীর জন্য এ দুটি বিষয়কেই সবচেয়ে ঝুঁকিপূর্ণ বিবেচনা করা হয়। ইরানের ইসলামিক রেভোলিউশনারি গার্ড কোর ও ইয়েমেনে আইআরজিসি মাঝেমাঝেই ছোট ছোট ড্রোন এয়ারক্রাফট ও ড্রোন বোট ব্যবহার করে থাকে।

ইউএসএস পোর্টল্যান্ড ছাড়াও মার্কিন নৌবাহিনী অন্তত আরও তিনটি ডেস্ট্রয়ারে অন্য লেজার সিস্টেমের প্রোটোটাইপ স্থাপন করেছে। এর মধ্যে একটি হলো ইউএসএস স্টকডেল। বর্তমানে জাহাজটিতে রয়েছে অপটিক্যাল ডায়ালিং ইন্ডিকেটর (ওডিআইএন) লেজার

সিস্টেম। ক্যামেরা ও ইনফ্রারেড সেন্সর ঘায়েল করতে এটি খুব কার্যকর। বিভিন্ন সার্ভিল্যান্স ড্রোন ও ক্রুজ মিসাইলের হোমিং অপটিক্যাল সেন্সরের বিরুদ্ধে কাজে লাগানো যায় স্বল্প খরচের এই লেজার সিস্টেমকে।

এদিকে একটি লিটোরাল কনক্যাট শিপে লকহিড মার্টিনের তৈরি হাই এনার্জি লেজার অ্যান্ড ইন্টিগ্রেটেড অপটিক্যাল-ডায়ালিং অ্যান্ড সার্ভিল্যান্স (হেলিওস) সিস্টেম স্থাপনের পরিকল্পনা করছে মার্কিন নৌবাহিনী। হেলিওসের সক্ষমতা ৬০ থেকে ১৫০ কিলোওয়াটের মধ্যে। প্রয়োজনভেদে এলডব্লিউএসডি ও ওডিআইএন উভয় ধরনের লেজার সিস্টেমের কাজ করতে পারে এটি।

মার্কিন নৌবাহিনীর কর্মকর্তারা লেজার সিস্টেমের উন্নয়নকে খুবই গুরুত্বের সঙ্গে দেখছেন। এ কারণে জাহাজগুলোয় লেজার সিস্টেম স্থাপনের পাশাপাশি ক্যালিফোর্নিয়ার পয়েন্ট মুণ্ডোতে একটি নতুন গবেষণা ও উন্নয়ন কেন্দ্র স্থাপন করা হয়েছে। এর মাধ্যমে লেজার অস্ত্রের পরীক্ষা আরও জোরদার করেছে বাহিনীটি। দুই বছরের নির্মাণকাজ শেষে অতি সম্প্রতি কেন্দ্রটি উদ্বোধন করা হয়েছে।

➤ এডেন উপসাগরে জলদস্যু হামলা প্রতিহত করেছে ইরানের নৌবাহিনী

এডেন উপসাগরে সম্প্রতি একটি ইরানি ট্যাংকারের ওপর হামলা চালানোর সময় জলদস্যুদের বিতাড়িত করেছে ইরানের নৌবাহিনী। দেশটির রাষ্ট্রীয় গণমাধ্যমের খবরে জানানো হয়েছে, জলদস্যুরা পাঁচটি স্পিডবোটে করে ওই ট্যাংকারের ওপর হামলা চালানোর চেষ্টা করে। এ সময় ইরানি নৌবাহিনীর টহলরত জাহাজ দ্রুত ঘটনাস্থলে পৌঁছায় এবং জলদস্যুদের লক্ষ্য করে গুলিবর্ষণ শুরু করে। প্রবল গুলিবর্ষণের এক পর্যায়ে জলদস্যুরা পালিয়ে যায়।

সোমালি জলদস্যুদের হামলা থেকে ইরানি জাহাজগুলোকে সুরক্ষা দিতে সাম্প্রতিক বছরগুলোয় ভারত মহাসাগর ও এডেন উপসাগরে টহল জোরদার করেছে ইরানের নৌবাহিনী।

➤ পানামা খালে আরোপ হচ্ছে গ্রিনহাউস গ্যাস ফি

পানামা খাল ব্যবহারকারী জাহাজগুলোর গ্রিনহাউস গ্যাস নিঃসরণের ওপর ফি আরোপের পরিকল্পনা করছে পানামা খাল কর্তৃপক্ষ। বিশ্বের প্রথম কোনো সরকারি সংস্থা হিসেবে এই ফি আরোপ করবে তারা।

দীর্ঘদিন ধরে পরিবেশবান্ধব শিপিংকে উৎসাহিত করতে বিশেষ প্রগোদনা কর্মসূচি চালিয়ে আসছে কর্তৃপক্ষ। এই কর্মসূচির অধীনে এর আগে পয়েন্ট ব্যবস্থা চালু করা হয়, যেখানে পরিবেশবান্ধব জাহাজগুলো খালের কাষ্টমার র্যাংকিংয়ে দ্রুত উন্নতি লাভ করে। আর এবার চালু করা হচ্ছে নতুন একটি ‘গ্রিন ভেসেল ক্লাসিফিকেশন’ সিস্টেম, যেখানে ‘গ্রিনহাউস গ্যাস এমিশন ফি’ আরোপের ব্যবস্থা রাখা হয়েছে।

➤ রয়েল নেভির জন্য তৈরি পেট্রোল বোটের লঞ্চিং সম্পন্ন

রয়েল অস্ট্রেলিয়ান নেভির জন্য ছয়টি ইভলভড কেপ-ক্রাস পেট্রোল বোট তৈরি করছে অস্ট্রেলিয়ার অস্ট্রেলিয়া। এর মধ্যে প্রথমটির নির্মাণকাজ সম্পন্ন হয়েছে। সম্প্রতি পশ্চিম অস্ট্রেলিয়ার হেভারসনে অস্ট্রেলিয়ার শিপইয়ার্ডে পেট্রোল বোটটি পানিতে ভাসানো হয়েছে।

৫৮ মিটার দীর্ঘ ছয়টি পেট্রোল বোট নির্মাণের বিষয়ে ২০২০ সালের মে মাসে অস্ট্রেলিয়ার প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয় ও অস্ট্রেলিয়ার মধ্যে ৩২ কোটি ৪০ লাখ ডলারের একটি চুক্তি স্বাক্ষর হয়। এর আগে ২০১৩-১৫ মেয়াদে অস্ট্রেলিয়ান বর্ডার ফোর্সের কাছে আটটি ও ২০১৭ সালে নৌবাহিনীর কাছে দুটি কেপ-ক্রাস পেট্রোল বোট সরবরাহ করে অস্ট্রাল।

ইন্দো-প্যাসিফিকে লজিস্টিকস সাপোর্ট দেবে সাবমেরিন টেন্ডার ফ্র্যাংক ক্যাবল

ইন্দো-প্যাসিফিক অঞ্চলে শিডিউলড পেট্রোলিংয়ে দায়িত্ব পালনের উদ্দেশ্যে গুয়ামের আশ্রয় হারবার ত্যাগ করেছে যুক্তরাষ্ট্রের সাবমেরিন টেন্ডার ইউএসএস ফ্র্যাংক ক্যাবল। সপ্তম নৌবহরের নিরাপত্তা কার্যক্রমে রক্ষণাবেক্ষণ ও লজিস্টিকস সাপোর্ট দেবে টেন্ডারটি।

এতে দায়িত্ব পালন করবেন মার্কিন নৌবাহিনীর নাবিক ও মিলিটারি সিলিফট কমান্ডের (এমএসসি) সিভিলিয়ান মেরিনাররা। ফ্র্যাংক ক্যাবলের অনেক নাবিকের জন্য এটি হবে নৌবাহিনীর হয়ে তাদের প্রথম যাত্রা।

গত সেপ্টেম্বরে যুক্তরাষ্ট্রের অপর একটি সাবমেরিন টেন্ডার ইউএসএস এমোরি এস ল্যান্ডের সঙ্গে দায়িত্ব পালন শেষ করার পর এটি ফ্র্যাংক ক্যাবলের প্রথম ডিপ্লয়মেন্ট। ইন্দো-প্যাসিফিকের উদ্দেশ্যে যাত্রার আগে টেন্ডারটিকে সি ট্রায়াল সম্পন্ন করতে হয়েছে। ইন্দো-প্যাসিফিক অঞ্চলে দায়িত্বরত সাবমেরিন ও সারফেস ভেসেলগুলোকে রিপেয়ার, রিআর্মস ও রিপ্রিভিশন সেবা দেবে টেন্ডারটি।

জাতিসংঘের কনভেনশন ফ্রেমওয়ার্কে যুক্ত হলো সামুদ্রিক জলবায়ু

স্কটল্যান্ডের গ্লাসগোতে সম্প্রতি অনুষ্ঠিত জাতিসংঘের জলবায়ু পরিবর্তনবিষয়ক সম্মেলন (কপ২৬) শেষের চুক্তিতে সামুদ্রিক জলবায়ুকে আনুষ্ঠানিকভাবে বিবেচনায় নেয়া হয়েছে। সামুদ্রিক পরিবেশবাদীরা বিষয়টিকে গুরুত্বপূর্ণ অগ্রগতি হিসেবে দেখছেন এবং একে স্বাগত জানিয়েছেন। তবে তারা একই সঙ্গে সতর্ক করে বলেছেন, বৈশ্বিক উষ্ণায়ন ১ দশমিক ৫ ডিগ্রি সেলসিয়াসের মধ্যে সীমিত রাখতে এখনই পদক্ষেপ গ্রহণ করা না হলে এই অগ্রগতি কোনো কাজেই আসবে না।

কপ২৬ সম্মেলন শেষে গ্লাসগো ক্লাইমেট প্যাক্ট গ্রহণ করা হয়, যেখানে ইউনাইটেড নেশনস ফ্রেমওয়ার্ক কনভেনশন অন ক্লাইমেট চেঞ্জের (ইউএনএফসিসিসি) অধীনে সামুদ্রিক জলবায়ুকে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। অর্থাৎ এখন থেকে সামুদ্রিক জলবায়ুও এই ফ্রেমওয়ার্কের জন্য বিবেচিত হবে। এই অন্তর্ভুক্তির মাধ্যমে জাতিসংঘের সব কর্মীবাহিনী ও অংশীজন সংস্থাকে সামুদ্রিক জলবায়ুর

সমন্বিত ও টেকসই সুরক্ষায় অবদান রাখার আহ্বান জানানো হয়েছে।

গ্লাসগো ক্লাইমেট প্যাক্টের প্রারম্ভিকে বলা হয়েছে, ‘জলবায়ু পরিবর্তন মোকাবিলায় কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণের ক্ষেত্রে বাস্তুসংস্থানের সব অনুষঙ্গ যেমন বনভূমি, সমুদ্র, বরফমণ্ডল ইত্যাদির মধ্যে সমন্বয় এবং জীববৈচিত্র্যের সুরক্ষা নিশ্চিত করা অত্যন্ত জরুরি।’ চুক্তিতে সাগরকেন্দ্রিক পদক্ষেপকে আরও জোরালো করার জন্য বার্ষিক সংলাপ আয়োজনের কথা বলা হয়েছে। ২০২২ সাল থেকে প্রতি বছরের মে/জুন মাসে এই সংলাপ অনুষ্ঠিত হবে। এই সংলাপের ফলাফল বছর শেষের জলবায়ু সম্মেলনে উপস্থাপন করা হবে।

এবারের জলবায়ু সম্মেলনে ‘বিকজ দ্য ওশান’ ডিক্লারেশনের তৃতীয় কিস্তিতে ২০টি দেশ স্বাক্ষর করেছে। এই ডিক্লারেশনের মূল প্রতিপাদ্য হলো প্যারিস চুক্তির বাস্তবায়নে সাগর, জলবায়ু ও জীববৈচিত্র্যের মধ্যে সংযোগ আরও সমৃদ্ধ করা।

▶ প্লাস্টিক হারভেস্টারের প্রোটোটাইপ পরীক্ষা সম্পন্ন

সাগর থেকে প্লাস্টিক বর্জ্য অপসারণের লক্ষ্যে নিজেদের প্রথম প্লাস্টিক হারভেস্টার প্রোটোটাইপের পরীক্ষা সম্পন্ন করেছে অলাভজনক সংস্থা আওয়ার ক্রিনার প্ল্যান্ট। এখন তারা আরও বড় পরিসরে পরীক্ষা চালাতে প্রস্তুত। আর সংস্থাটি পুরোদমে প্লাস্টিক হারভেস্টার সাগরে ব্যবহার শুরু করছে ২০২৫ সাল।

সাগর থেকে প্লাস্টিক বর্জ্য অপসারণের এই প্রক্রিয়ায় ৫ মাইক্রোন পর্যন্ত ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র প্লাস্টিক কণা অপসারণ করা সম্ভব। সাগরের উপরিতল থেকে ৬০ ফুট গভীরতা পর্যন্ত অঞ্চল থেকে প্লাস্টিক বর্জ্য অপসারণ করতে পারবে আওয়ার ক্রিনার প্ল্যান্ট উদ্ভাবিত এই হারভেস্টার।

▶ বৃহৎ পেট্রোল ভেসেলের কমিশনিং করল চীন

চীনের মেরিটাইম সেকিটি এজেন্সি (এমএসএ) সম্প্রতি তাদের সর্ববৃহৎ পেট্রোল ভেসেলের কমিশনিং সম্পন্ন করেছে। জাহাজটি দক্ষিণ চীন সাগরে দেশটির টহল সক্ষমতা আরও বাড়িয়ে দেবে বলে আশা করা হচ্ছে।

হাইগুন নামের ১০ হাজার ৭০০ টন ডিপ্লসমেন্ট সক্ষমতার পেট্রোল ভেসেলটি ১৬৫ মিটার লম্বা। এর সর্বোচ্চ গতিবেগ ঘণ্টায় ২৫ নটিক্যাল মাইল। জাহাজটি ঘণ্টায় ১৬ নটিক্যাল মাইলের মাঝারি গতিতে একটানা ১০ হাজার নটিক্যাল মাইল পাড়ি দিতে এবং ৯০ দিনের বেশি সময় ধরে চলতে সক্ষম। এটি নির্মাণ করেছে গুয়াংজৌ ওয়েনচং শিপইয়ার্ড।

▶ ইউরোপের সবচেয়ে বড় মেরিন রিজার্ভ এখন পর্তুগালে

দূষণ, অবাধ আহরণসহ বিভিন্ন কারণে সামুদ্রিক বাস্তুসংস্থান আজ হুমকির মুখে। এ অবস্থায় সেলভাজেনস আইল্যান্ডসের আশেপাশে সংরক্ষিত সমুদ্রাঞ্চলের সীমা বাড়ানোর সিদ্ধান্ত নিয়েছে পর্তুগাল। দেশটির সরকার সম্প্রতি এই সিদ্ধান্তের অনুমোদন দিয়েছে। এর ফলে উত্তর আটলান্টিকের বৃকে অবস্থিত ছোট্ট এই দ্বীপপুঞ্জকে ঘিরে থাকা অঞ্চলটির সীমা বেড়ে দাঁড়িয়েছে ৭৮০ বর্গ নটিক্যাল মাইল।

এই সীমা বৃদ্ধির ফলে ইউরোপের সবচেয়ে বড় মেরিন রিজার্ভে পরিণত হয়েছে এটি। এর আগে এই তকমা ছিল গ্রিসের অ্যালোনিসস মেরিন পার্কের দখলে, যেটির আয়তন ৬৬০ বর্গ নটিক্যাল মাইল।

ভারত-যুক্তরাজ্য ঐতিহাসিক যৌথ অনুশীলনে নৌবাহিনীর অংশগ্রহণ

ভারতের তিন বাহিনী ও যুক্তরাজ্যের আর্মড ফোর্সেসের অংশগ্রহণে যৌথ অনুশীলন কক্ষন শক্তি ২০২১ সম্প্রতি অনুষ্ঠিত হয়েছে। দুই দেশের তিন বাহিনীকে নিয়ে এই প্রথম কোনো যৌথ অনুশীলন অনুষ্ঠিত হলো।

২১-২৭ অক্টোবর অনুষ্ঠিত এই কর্মসূচির নৌ-অনুশীলন সম্পন্ন হয় ভারতের পশ্চিম উপকূলে। দুটি পর্যায়ে এই অনুশীলন অনুষ্ঠিত হয়। মুম্বাইয়ে হারবার ফেজ অনুষ্ঠিত হয় ২১-২৩ অক্টোবর। আর সি ফেজের নৌ-অনুশীলন সম্পন্ন হয় ২৪-২৭ অক্টোবর। এই অনুশীলনে ব্রিটিশ রয়েল নেভির পক্ষে অংশ নেয় এয়ারক্রাফট ক্যারিয়ার এইচএমএস কুইন এলিজাবেথ, টাইপ ৪৫ ক্লাস এয়ার-ডিফেন্স ডেস্ট্রয়ার এইচএমএস ডিফেন্ডার, টাইপ ২৩ ফ্রিগেট এইচএমএস রিচমন্ড ও রয়েল ফ্লিট অক্সিলিয়ারি (আরএফএ) ফোর্ট ভিক্টোরিয়া। এতে রয়েল নেদারল্যান্ডস নেভির ফ্রিগেট এইচএনএলএমএস এভার্টসেনও অংশ নেয়।

এদিকে নৌ-অনুশীলনে ভারতীয় নৌবাহিনীর পক্ষে ছিল দেশে তৈরি

তিনটি স্টেলথ গাইডেড মিসাইল ডেস্ট্রয়ার আইএনএস কলকাতা, আইএনএস কোচি ও আইএনএস চেন্নাই, দুটি স্টেলথ ফ্রিগেট আইএনএস তলওয়ার ও আইএনএস তেজ এবং ট্যাংকার আইএনএস আদিত্য। এছাড়া এই বাহিনীর বহরে থাকা সি কিং ফোরট্রুবি, ক্যামোড-৩১ ও চ্যেতক হেলিকপ্টার, এমআইজি ২৯কে ফাইটার এয়ারক্রাফট, ডর্নিয়ের ও পিএইচআই মেরিটাইম পেট্রোল এয়ারক্রাফট এবং একটি সাবমেরিনও অংশ নিয়েছে অনুশীলনে।

সমুদ্র অনুশীলন অংশটিতে উন্নত ওয়ারফেয়ার ট্যাকটিক্স, অ্যান্টি-সাবমেরিন ওয়ারফেয়ার এক্সারসাইজ, ওভার-দ্য-হরাইজন টার্গেটিং ড্রিল, এয়ার ডিফেন্স এক্সারসাইজ, ক্রস ডেক ল্যান্ডিংসহ জটিল বিভিন্ন অনুশীলন পরিচালনা করা হয়। যেহেতু হারবারে ব্যস্ততা বেশি থাকে, সেহেতু এই অংশটিতে নৌবাহিনী ও সংশ্লিষ্ট স্টেকহোল্ডারদের সমন্বিত পরিকল্পনার ভিত্তিতে নির্বিঘ্নে অনুশীলন সম্পন্ন করা হয়।

রয়েল নেভির ক্যারিয়ার প্রিন্স অব ওয়েলসকে অপারেশনাল ঘোষণা

নিজেদের বহরে দ্বিতীয় ওয়ার্ল্ড-লিডিং এয়ারক্রাফট ক্যারিয়ার পেল ব্রিটিশ রয়েল নেভি। সম্প্রতি এইচএমএস প্রিন্স অব ওয়েলসকে সম্পূর্ণ অপারেশনাল ঘোষণা করা হয়েছে। এখন থেকে এইচএমএস কুইন এলিজাবেথের পাশাপাশি বিশ্বের বিভিন্ন প্রান্তে দায়িত্ব পালন করবে ক্যারিয়ারটি।

পোর্টসমাউথ-ভিত্তিক যুদ্ধজাহাজটিতে সাত শতাধিক ক্রু থাকবেন। রয়েল নেভি ও রয়েল এয়ারফোর্সের স্কোয়াড্রন জাহাজটির ফ্লাইট ডেক থেকে এয়ারক্রাফট অপারেশন পরিচালনা করবে। অন্যান্য এয়ারক্রাফটের পাশাপাশি পঞ্চম প্রজন্মের এফ-৩৫ লাইটনিং স্টেলথ ফাইটার এই ক্যারিয়ার থেকে পরিচালিত হবে।

জাহাজটি সম্পূর্ণ অপারেশনাল ঘোষণার আগে স্কটিশ উপকূলে দুই সপ্তাহ ধরে জাহাজটির ছড়াষ্ট পরীক্ষা-নিরীক্ষা সম্পন্ন করা হয়। তার আগে দুই বছর জাহাজটির ক্রুদের নিবিড় প্রশিক্ষণের মধ্য দিয়ে যেতে হয়েছে।

ছয় দশক পর সাগরতলে সন্ধান মিলল ঐতিহাসিক রেভিনিউ কাটার বিয়ারের

১৯৬৩ সালে সাগরে হারিয়ে যায় যুক্তরাষ্ট্রের ইতিহাস বিখ্যাত রেভিনিউ কাটার ইউএসআরসি বিয়ার। প্রায় ছয় দশক পর কানাডার নোভা স্কটিয়া প্রদেশের কেপ স্যাবলের প্রায় ৯০ মাইল দক্ষিণে সমুদ্রের তলদেশে জাহাজটির ধ্বংসাবশেষ পাওয়া গেছে। এর মাধ্যমে দীর্ঘদিন ধরে চলে আসা এক রহস্যের সমাধান মিলল।

যুক্তরাষ্ট্রের ন্যাশনাল ওশানিক অ্যান্ড অ্যাটমসফারিক অ্যাডমিনিস্ট্রেশনের (এনওএ) সম্প্রতি বিয়ারের ধ্বংসাবশেষের সন্ধান লাভের ঘোষণা দিয়েছে। কাটারটিকে যুক্তরাষ্ট্রের ইতিহাসের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ জাহাজ বিবেচনা করা হয়। জাহাজটি প্রথমে মার্কিন নৌবাহিনীর রেসকিউ ফ্লিটে মোতায়েন ছিল। ১৮৮৪ সালে আর্কটিকে গ্রিলি এক্সপেডিশনে অংশ নিয়ে এই অভিযানে বেঁচে যাওয়া গুটিকয়েক অভিযাত্রীকে উদ্ধারের মাধ্যমে কিংবদন্তীর খেতাব পায় জাহাজটি।

১৮৮৫ সালে বিয়ার একটি রেভিনিউ কাটার হিসেবে আর্কটিক অঞ্চলে নিযুক্ত

উন্নত দেশগুলোর কার্বন নিরপেক্ষতা ছাড়া উষ্ণায়ন নিয়ন্ত্রণ সম্ভব নয়: ডিএনভি

বৈশ্বিক উষ্ণতা বৃদ্ধি ১ দশমিক ৫ ডিগ্রি সেলসিয়াসে সীমিত রাখতে হলে উন্নত দেশ ও শিল্পখাতের জন্য কেবল কার্বন নিঃসরণ কমানোই যথেষ্ট হবে না, বরং তাদের নিউ জিরো পর্যায়ে পৌঁছাতে হবে এবং তা হতে হবে চলতি শতকের মাঝামাঝি সময়ের আগেই। ডিএনভির সর্বশেষ এনার্জি ট্রানজিশন আউটলুকের বিশ্লেষণে সে কথাই বলা হয়েছে।

আউটলুকে বলা হয়েছে, উত্তর আমেরিকা ও ইউরোপীয় দেশগুলোকে অবশ্যই ২০৪২ সাল নাগাদ কার্বন নিরপেক্ষ হতে হবে। এরপর তাদের কার্বন নেগেটিভ পর্যায়ে পথে এগুতে হবে। এছাড়া উষ্ণায়ন নিয়ন্ত্রণে রাখতে হলে ২০৫০ সাল নাগাদ চীনের কার্বন নিঃসরণের পরিমাণ ২০১৯ সালের মাত্রার ৯৮ শতাংশ কমাতে হবে বলে প্রতিবেদনে উল্লেখ করা হয়েছে।

হয়। পরবর্তী ৪১ বছর জাহাজটি সেখানেই পেট্রোলিং করে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ চালাকালে মার্কিন নৌবাহিনীর হয়ে পেট্রোলিং মিশনসহ বেশ কিছু গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব পালন করে বিয়ার।

দীর্ঘদিন সার্ভিস দেওয়ার পর জাহাজটি অবসরে গেলে একে একজন উদ্যোক্তার কাছে বিক্রি করে মার্কিন সরকার। বিয়ারকে একটি মিউজিয়াম ও রেস্টোরাঁয় রূপান্তরিত করার পরিকল্পনা ছিল সেই উদ্যোক্তার। কিন্তু শেষ পর্যন্ত তিনি তার পরিকল্পনা বাস্তবায়ন করতে পারেন নি। কারণ ফিলাডেলফিয়ার নতুন ঠিকানায় জাহাজটিকে টেনে নিয়ে যাওয়ার সময় এটি সাগরে ডুবে যায়।

এনওএ, মার্কিন কোস্ট গার্ড ও গবেষকদের একটি দল গত প্রায় দুই দশক ধরে ডুবে যাওয়ার স্থলের আশেপাশের সাগরতলে বিয়ারের অবস্থান শনাক্তের চেষ্টা চালিয়ে এসেছে। অবশেষে তাদের সেই প্রচেষ্টার সফল পরিসমাপ্তি ঘটেছে জাহাজটির ধ্বংসাবশেষ খুঁজে পাওয়ার মাধ্যমে।

রয়েল নেভির আধুনিকায়নে জোর ব্রিটিশ পার্লামেন্টারি কমিটির

আন্তর্জাতিক পরিমণ্ডলে সমুদ্র নিরাপত্তার বিষয়টি ক্রমেই চ্যালেঞ্জিং হয়ে উঠছে। এই চ্যালেঞ্জ মোকাবিলায় চাই আরও বড় ও শক্তিশালী নৌবাহিনী। অতীত এমন সময়ে ব্রিটিশ সরকার রয়েল নেভির জন্য বাজেট বরাদ্দ কমিয়ে দিয়েছে। এর ফলে ঐতিহ্যবাহী এই বাহিনীর জন্য নতুন ও অত্যাধুনিক জাহাজ সংগ্রহ করা কঠিন হয়ে পড়বে এবং পুরনো জাহাজগুলো দিয়েই কার্যক্রম পরিচালনা করতে হবে। অস্থিতিশীল নিরাপত্তা পরিস্থিতিতে সরকারের এই সিদ্ধান্ত একেবারেই বিবেচনানীয়। সম্প্রতি নিজেদের একটি প্রতিবেদনে এভাবেই তীব্র ভাষায় সরকারের সমালোচনা করেছে হাউজ অব কমন্স ডিফেন্স কমিটি।

‘উই আর গোয়িং টু নিড আ বিগার নেভি’ শীর্ষক এই প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, আন্তর্জাতিক নিরাপত্তার ক্রমবর্ধমান জটিল পরিবেশে নিজেদের দায়িত্ব কার্যকরভাবে পালনের জন্য

রয়েল নেভির প্রয়োজন আরও বেশি নতুন জাহাজ, যেগুলোয় থাকবে আরও অত্যাধুনিক অস্ত্র।

ডিফেন্স কমিটির চেয়ারম্যান তোবিয়াস এলউড বলেছেন, ‘আগামী দশ বছর হবে আমাদের নৌবাহিনীর জন্য অগ্নিপরীক্ষার সময়। যুক্তরাজ্যকে ক্রমবর্ধমান বিরূপ ও অনিশ্চিত আন্তর্জাতিক পরিবেশের মোকাবিলা করতে হচ্ছে। অতীত সরকার নৌবাহিনীর জন্য তহবিল বরাদ্দ কমিয়েই যাচ্ছে। এর মাধ্যমে আসলে সরকার বাহিনীর সক্ষমতা কমিয়ে দিচ্ছে এবং নতুন জাহাজ না আসা পর্যন্ত তাদের আগামী পাঁচ বছর পুরনো জাহাজগুলোর ওপরই নির্ভর করে থাকতে বলছে।’

প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, নতুন জাহাজ সংগ্রহের প্রক্রিয়া পিছিয়ে যাওয়ার অর্থ হলো, পুরনো জাহাজগুলোকে বেশিরভাগ সময় রিপেয়ারিংয়ের জন্য শিপইয়ার্ডে ফেলে রাখা। এসব জাহাজের রক্ষণাবেক্ষণ খুবই জটিল এবং

সংস্কারের জন্য দীর্ঘ সময় ইয়ার্ডে পড়ে থাকতে হয়। এ সময়ে নৌবাহিনী জাহাজগুলোর সেবা থেকে বঞ্চিত হয়। শুধু তাই নয়, পুরনোগুলোর কারণে নতুন জাহাজগুলোকেও রক্ষণাবেক্ষণের জন্য দীর্ঘ সময় অপেক্ষায় থাকতে হয়। আরেকটি বিষয় উল্লেখ্য যে, সরকার অপারেশনস ও মেইনটেন্যান্স বাবদ বাজেট বরাদ্দও কমিয়ে দিয়েছে।

প্রতিবেদনে সংস্কার প্রক্রিয়ায় বিলম্বের উদাহরণ হিসেবে টাইপ ৪৫ ডেস্ট্রয়ারের প্রসঙ্গ উল্লেখ করা হয়েছে। রয়েল নেভির ছয়টি ডেস্ট্রয়ারের প্রপালশন সিস্টেমে দীর্ঘদিন ধরেই সমস্যা রয়েছে। অতীত সেগুলো সংস্কারের জন্য ২০২৮ সালের আগে কোনো শিডিউল পাওয়া যাচ্ছে না। এমনকি এই শিডিউল টার্গেট আরও বেড়ে যাওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। এই জটিলতার কারণে রয়েল নেভির কাছে মোট যত সংখ্যক টাইপ ৪৫ ডেস্ট্রয়ার রয়েছে, তার অর্ধেকই বর্তমানে ডিপ্লয় করা যাচ্ছে না।

► সিঙ্গাপুর প্রণালিতে জলদস্যুতা ঝুঁকির সতর্কবার্তা রিক্যাপের

সাম্প্রতিক সময়ে বিশ্বে সার্বিকভাবে জলদস্যুতার ঘটনা কমলেও সিঙ্গাপুর প্রণালিতে এখনও এই ঝুঁকি রয়ে গেছে। রিক্যাপ ইনফরমেশন শেয়ারিং সেন্টারের সাম্প্রতিক এক সতর্কবার্তায় এমনটি জানানো হয়েছে।

সিঙ্গাপুর প্রণালিতে জলদস্যুতার যেসব ঘটনা ঘটে, কিছু ক্ষেত্রে তা সহিংস ও প্রাণঘাতী হয়ে ওঠে। সাম্প্রতিক দুটি ঘটনায় সশস্ত্র হামলা ও একজন ক্রুর আহত হওয়ার খবর পাওয়া গেছে। রিক্যাপের পক্ষ থেকে সিঙ্গাপুর প্রণালিতে চলাচলের সময় জাহাজগুলোকে সঙ্গে গার্ড রাখতে বলেছে। এছাড়া সেখানে কার্যক্রম পরিচালনাকারী আইন প্রয়োগকারী সংস্থাগুলোর নজরদারি আরো বাড়ানোর আহ্বান জানিয়েছে তারা।

► ডিসেম্বরে শেষ হবে রাশিয়ার নতুন তিনটি সাবমেরিনের অ্যাকসেস্ট্যাস ট্রায়াল

রাশিয়ার নৌবাহিনীর জন্য তিনটি নিউক্লিয়ার শক্তিশালিত সাবমেরিন নির্মাণ করেছে সেভমশ শিপইয়ার্ড। ডিসেম্বরে শেষের দিকে এই তিনটি সাবমেরিনের অ্যাকসেস্ট্যাস ট্রায়াল সম্পন্ন হবে বলে নির্মাণকারী কোম্পানির পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে।

নবনির্মিত সাবমেরিন তিনটির মধ্যে বেলগোরোদ সাবমেরিনটি পোসেইডন আনম্যানড আন্ডারওয়াটার ক্রাফট বহন করতে সক্ষম। এছাড়া নোভোসিবির্স্ক ও নিয়াজ ওলেগ নামের আরও দুটি সাবমেরিন নির্মাণ করেছে সেভমশ। কোম্পানিটির পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, সাবমেরিন তিনটির ফ্যাক্টরি ও অ্যাকসেস্ট্যাস ট্রায়াল এখনও বাকি রয়েছে। এজন্য আরও কয়েক দফায় সাগরে ট্রায়াল দিতে হবে এগুলোকে।

► একমক সিস্ট্র পেট্রোল বোট নির্মাণে মার্কিন নৌবাহিনীর সঙ্গে সেফ বোটসের চুক্তি

মার্কিন নৌবাহিনীর নেভাল সি সিস্টেমস কম্যান্ডের (নেভসি) কাছে ছয়টি মার্ক সিস্ট্র (এমকে সিস্ট্র) পেট্রোল বোট সরবরাহ করবে সেফ বোটস ইন্টারন্যাশনাল। এ বিষয়ে সম্প্রতি উভয় পক্ষের মধ্যে ৮ কোটি ৪০ লাখ ডলারের একটি চুক্তি হয়েছে। এই ছয়টি ছাড়াও আরও দুটি এমকে সিস্ট্র সরবরাহের অপশন রাখা হয়েছে চুক্তিতে।

পেট্রোল বোটগুলো ফরেন মিলিটারি সেল (এফএমএস) কর্মসূচির অধীনে ইউক্রেনের কাছে বিক্রি করবে যুক্তরাষ্ট্র। ৬০ কোটি ডলারের বিনিময়ে ইউক্রেনকে মোট ১৬টি এমকে সিস্ট্র ও সংশ্লিষ্ট সরঞ্জাম দেবে তারা।

গিনি উপসাগরে চার জলদস্যুকে হত্যা করেছে ডেনিশ ফ্রিগেট

নাইজেরিয়ার দক্ষিণাঞ্চলে পরিচালিত এক অভিযানে সম্প্রতি চারজন জলদস্যুকে হত্যা করেছে একটি ডেনিশ ফ্রিগেট। গিনি উপসাগরে বাণিজ্যিক জাহাজগুলোকে জলদস্যুদের আক্রমণ থেকে নিরাপদ রাখতে এই অভিযান পরিচালনা করা হয়।

এসবার্ন স্নেয়ার নামের ফ্রিগেটটি সম্প্রতি কয়েকটি বাণিজ্যিক জাহাজের কাছাকাছি একটি ফাস্ট মুভিং ভেসেলের উপস্থিতি টের পেয়ে অভিযান শুরু করে। ওই ভেসেলে আটজন সন্দেহভাজন জলদস্যু ছিল বলে ডেনিশ মিলিটারি জানিয়েছে।

অক্টোবর/নভেম্বর থেকে মার্চ/এপ্রিল-সাধারণত এই সময়টায় গিনি উপসাগরে জলদস্যুতার ঘটনা বেড়ে যায়। কিন্তু তবে নাইজেরিয়ার জোরদার নিরাপত্তা কর্মসূচি ও আন্তর্জাতিক মেরিটাইম ফোর্সের যুদ্ধজাহাজের টহলের কারণে সাম্প্রতিক সময়ে সেখানে এ প্রবণতা কিছুটা কমেছে। পরিস্থিতি অনুকূলে থাকায় গিনি উপসাগরে জলদস্যুতা পুরোপুরি প্রতিরোধের এখনই সেরা সময় বলে মনে করছে বাস্টিক অ্যান্ড ইন্টারন্যাশনাল মেরিটাইম কাউন্সিল (বিমকো)।

দ্বিতীয় দফার সি ট্রায়াল শুরু করেছে বিক্রান্ত



ভারতের গর্বের প্রতীক হয়ে দাঁড়ানো বিমানবাহী রণতরী আইএনএস বিক্রান্ত কমিশনিংয়ের পথে আরও এক ধাপ এগিয়ে গেল। সম্প্রতি এর দ্বিতীয় ধাপের সি ট্রায়াল শুরু হয়েছে। ২০২২ সালের আগস্টে ভারতীয় নৌবাহিনীতে এয়ারক্রাফট ক্যারিয়ারটির কমিশনিং সম্পন্ন হবে বলে আশা করা হচ্ছে।

বিক্রান্ত ভারতে তৈরি প্রথম যুদ্ধবিমানবাহী রণতরী। আইএনএস বিক্রমাদিত্য-ক্লাসের দ্বিতীয় ক্যারিয়ার এটি। বিক্রমাদিত্য তৈরি হয়েছিল রাশিয়ায়। দেশে তৈরি হওয়ায় বিক্রান্তকে নিজেদের শৌর্য-বীর্যের প্রতীক বিবেচনা করছে ভারত।

আনুষ্ঠানিকভাবে নৌবাহিনীর বহরে যুক্ত হলে জাহাজটি ভারতের নৌসক্ষমতার অন্যতম পরিচায়ক হবে। তবে এর আগে রণতরীটিকে সি ট্রায়াল সম্পন্ন

করতে হবে, যার দ্বিতীয় দফা দক্ষিণ-পূর্ব আরব সাগরে শুরু হয়েছে। গত ২৪ অক্টোবর ক্যারিয়ারটি ট্রায়ালের উদ্দেশ্যে কোচির শিপইয়ার্ড ছেড়ে যায়। এর দুই মাস আগে আগস্টে রণতরীটির প্রথম দফার সি ট্রায়াল সম্পন্ন হয়।

বিক্রান্তের ডিসপ্লসমেন্ট ৪৫ হাজার টন। আর চীনা ক্যারিয়ারগুলোর ৬৫ হাজার টনের কাছাকাছি। এই হিসাবে আকারের দিক থেকে বিক্রান্ত চীনা ক্যারিয়ারগুলোর তুলনায় অনেকটাই ছোট। কিন্তু কম্প্যাক্ট ডাইমেনশন বিক্রান্তকে বাড়তি সুবিধা এনে দেবে। এই ডাইমেনশনের কারণে বিক্রান্তের প্রায় ৮৫ শতাংশ জায়গা ডেক হিসেবে ব্যবহার করা যাবে। প্রায় ৩০টি ফাইটার জেট ও হেলিকপ্টারকে জায়গা দিতে সক্ষম রণতরীটি।

২৬০ মিটার দীর্ঘ ও ৬০ মিটার প্রস্থ বিক্রান্তের সর্বোচ্চ গতিবেগ ঘণ্টায় ২৮ নটিক্যাল মাইল। ১৮ নটিক্যাল মাইল গতিতে জাহাজটি একটানা ৭ হাজার ৫০০ নটিক্যাল মাইল পাড়ি দিতে সক্ষম। ১৬০ জন অফিসার ও ১ হাজার ৪০০ নাবিককে বহন করতে পারবে অত্যাধুনিক এই রণতরী।



জাতিসংঘ শান্তিরক্ষা মিশনে যোগ দিতে ১০০ জন নৌসদস্যের দক্ষিণ সুদানে গমন

দক্ষিণ সুদানে শান্তিরক্ষা মিশনে যোগ দিলেন ১০০ নৌসদস্য

ইউনাইটেড নেশন্স মিশন ইন সাউথ সুদানে (আনমিস) নিয়োজিত বাংলাদেশ ফোর্স মেরিন ইউনিট-৭ এ অংশ নিতে ২ অক্টোবর ২০২১ বাংলাদেশ নৌবাহিনীর ১০০ সদস্যের একটি দল বাংলাদেশ ত্যাগ করেছে। কন্টিনেন্টটি বাংলাদেশ ফোর্স মেরিন ইউনিট-৬ এর স্থলে দক্ষিণ সুদানে দায়িত্ব পালন করবে। জাতিসংঘের নির্দেশনা অনুযায়ী নৌবাহিনীর ফোর্স মেরিন ইউনিট দক্ষিণ সুদানের প্রত্যন্ত এলাকায় নিত্যপ্রয়োজনীয় জ্বালানি, খাদ্যসামগ্রী, ঔষধপত্র ও মানবিক সাহায্য বহনকারী বার্জসমূহের নিরাপদ চলাচলের নিশ্চয়তা বিধান, নৌপথের জলদস্যুতা পর্যবেক্ষণ ও নিয়ন্ত্রণ, অগ্নিনির্বাপণে স্থানীয় জনগণকে সহায়তা প্রদান এবং আহত সামরিক-অসামরিক ব্যক্তিদের উদ্ধার ও জরুরি চিকিৎসা সেবা প্রদানসহ ডুবুরি সহায়তা প্রদানের কাজ করছে।

বিশ্বের বিভিন্ন যুদ্ধবিক্ষস্ত অঞ্চলে শান্তি প্রতিষ্ঠায় গত দুই দশকেরও বেশি সময় ধরে নৌবাহিনীর সদস্যরা অত্যন্ত

আন্তরিকতা, নিষ্ঠা ও দক্ষতার সাথে অর্পিত দায়িত্ব পালন করে চলেছে। দক্ষিণ সুদান ছাড়াও লেবানন এর ভূমধ্যসাগরে উপমহাদেশের মধ্যে একমাত্র মেরিটাইম টাস্কফোর্সের সদস্য হিসেবে বাংলাদেশ নৌবাহিনীর একটি যুদ্ধজাহাজ নিয়োজিত রয়েছে। নৌবাহিনীর এই গর্বিত অংশগ্রহণ আন্তর্জাতিক পরিমণ্ডলে বাংলাদেশের ভাবমূর্তি ও সুনাম বৃদ্ধি করেছে।

যুক্তরাজ্য নৌবাহিনীর যুদ্ধজাহাজের শুভেচ্ছা সফর

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবার্ষিকী এবং স্বাধীনতার স্বর্ণজয়ন্তী উদযাপন উপলক্ষে ১৪ অক্টোবর ২০২১ যুক্তরাজ্যের রাজকীয় নৌবাহিনীর যুদ্ধজাহাজ 'এইচএমএস কেপ্ট' পাঁচ দিনের শুভেচ্ছা সফরে বাংলাদেশে আসে। কমান্ডার চট্টগ্রাম নৌঅঞ্চলের চিফ স্টাফ অফিসার ক্যাপ্টেন এস এম

মঈন উদ্দীন জাহাজের অধিনায়ককে স্বাগত জানান। এ সময় বাংলাদেশে নিযুক্ত যুক্তরাজ্যের সামরিক উপদেষ্টাসহ নৌবাহিনীর পদস্থ কর্মকর্তাগণ উপস্থিত ছিলেন।

সফরকারী জাহাজের অধিনায়ক ও বাংলাদেশে নিযুক্ত যুক্তরাজ্যের সামরিক উপদেষ্টা কমান্ডার চট্টগ্রাম নৌঅঞ্চল, কমান্ডার বিএন ফ্লিট, চট্টগ্রাম বন্দর চেয়ারম্যান এবং চট্টগ্রাম সিটি করপোরেশনের মেয়রের সাথে সৌজন্য সাক্ষাৎ করেন। এ ছাড়া বাংলাদেশে অবস্থানকালীন সময়ে জাহাজটির কর্মকর্তা ও নাবিকগণ বাংলাদেশ নেভাল একাডেমি, বানৌজা শহীদ মোয়াজ্জম, ওয়ার সিমেট্রি, বিশেষ চাহিদাসম্পন্ন শিশুদের জন্য প্রতিষ্ঠিত বিএন আশার আলো স্কুল ও পুনর্বাসন কেন্দ্র এবং চট্টগ্রামের বিভিন্ন দর্শনীয়-ঐতিহাসিক স্থাপনাসমূহ পরিদর্শন করেন। এর আগে জাহাজটি বাংলাদেশের জলসীমায় এসে পৌঁছালে

বাংলাদেশ নৌবাহিনী জাহাজ বানৌজা আবু বকর তাদেরকে স্বাগত জানায়। ৩২ জন কর্মকর্তা, ১৮৭ জন নাবিক ও ৩ জন বেসামরিক সদস্যের দলের অধিনায়ক হিসেবে ছিলেন কমান্ডার এম জে (ম্যাট) সিকেস আরএন। জাহাজটির বাংলাদেশে শুভেচ্ছা সফরে দুই দেশের মধ্যকার বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্কে আরও সুদৃঢ় করতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে। যুক্তরাজ্যের রাজকীয় নৌবাহিনীর যুদ্ধজাহাজটি পাঁচ দিনের শুভেচ্ছা সফর শেষে ১৮ অক্টোবর ২০২১ চট্টগ্রাম বন্দর জেটি ত্যাগ করেন।

এক্সারসাইজ টাইগার সার্ক

বাংলাদেশ নৌবাহিনী এবং যুক্তরাষ্ট্র নৌবাহিনীর মধ্যে যৌথ প্রশিক্ষণ মহড়া 'এক্সারসাইজ টাইগার সার্ক-৩৮' এর সমাপনী অনুষ্ঠান ২ ডিসেম্বর ২০২১ চট্টগ্রামের বানৌজা নিভীকে অনুষ্ঠিত হয়েছে। মহড়ার সমাপনী দিনে চট্টগ্রাম নৌঅঞ্চলের আঞ্চলিক কমান্ডার রিয়ার



জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবার্ষিকী এবং স্বাধীনতার স্বর্ণজয়ন্তী উদযাপন উপলক্ষে যুক্তরাজ্যের রাজকীয় নৌবাহিনীর যুদ্ধজাহাজ 'এইচএমএস কেপ্ট' এর বাংলাদেশে শুভেচ্ছা সফরে আগমন



বাংলাদেশ নৌবাহিনী এবং যুক্তরাষ্ট্র নৌবাহিনীর মধ্যে যৌথ প্রশিক্ষণ ও মহড়া কো-অপারেশন অ্যাফ্রাট রেডিনেস অ্যান্ড ট্রেনিংয়ের সমাপনী দিনে উপস্থিত ছিলেন সহকারী নৌপ্রধান (অপারেশন্স) ও বাংলাদেশে নিযুক্ত যুক্তরাষ্ট্রের রাষ্ট্রদূত আর্ল আর. মিলার

এডমিরাল এম মোজাম্মেল হক প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন। এ ছাড়া মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র দূতাবাস থেকে নির্বাচিত প্রতিনিধিগণ মহড়ায় যোগদান করেন। মহড়ায় অন্যদের মধ্যে সশস্ত্র বাহিনী বিভাগ, সেনাবাহিনী, নৌবাহিনী এবং চট্টগ্রাম নৌঅঞ্চল থেকে আমন্ত্রিত কর্মকর্তা ও অতিথিবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন। কমন্ডার সোয়াডস কমান্ডের ব্যবস্থাপনায় অনুষ্ঠিত প্রশিক্ষণ মহড়ায় বাংলাদেশ সেনা ও নৌবাহিনীর স্পেশাল ফোর্স এবং যুক্তরাষ্ট্রের স্পেশাল ফোর্স অংশগ্রহণ করে। ৮ নভেম্বর থেকে শুরু হওয়া যৌথ মহড়ার মূল লক্ষ্য যুক্তরাষ্ট্র ও বাংলাদেশ নৌবাহিনীর মধ্যে বিদ্যমান সুসম্পর্ক উন্নয়নের পাশাপাশি উভয় দেশের নৌবাহিনীর প্রযুক্তিগত সক্ষমতা বৃদ্ধি এবং উন্নত প্রযুক্তির উপর তাত্ত্বিক ও ব্যবহারিক জ্ঞান অর্জন করা।

বাংলাদেশ ও যুক্তরাষ্ট্র নৌবাহিনীর যৌথ প্রশিক্ষণ ও মহড়া

বাংলাদেশ নৌবাহিনী এবং যুক্তরাষ্ট্র নৌবাহিনীর মধ্যে যৌথ প্রশিক্ষণ ও মহড়া কো-অপারেশন অ্যাফ্রাট রেডিনেস অ্যান্ড ট্রেনিংয়ের (কারাত)-২০২১ উদ্বোধনী অনুষ্ঠান ১ ডিসেম্বর ২০২১ চট্টগ্রামের বিএন ফ্লিট হেডকোয়ার্টার্সে অনুষ্ঠিত হয়েছে। ভিডিও কনফারেন্সের মাধ্যমে অনুষ্ঠিত এ মহড়ার উদ্বোধন করেন কমান্ডার বিএন ফ্লিট রিয়ার এডমিরাল এস এম আবুল কালাম আজাদ। যৌথ এ প্রশিক্ষণ ও মহড়ায় যুক্তরাষ্ট্র নৌবাহিনীর

প্রতিনিধি হিসেবে রিয়ার এডমিরাল ক্রিস্টোফার এম এংডাল, সিটিএফ-৭৬ ভিডিও কনফারেন্সের মাধ্যমে যোগদান করেন। এ সময় অন্যদের মধ্যে বাংলাদেশ নৌবাহিনীর উর্ধ্বতন কর্মকর্তা ও আমন্ত্রিত অতিথিবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।

যৌথ প্রশিক্ষণ ও মহড়ায় অংশ নিতে ৮ ডিসেম্বর ২০২১ যুক্তরাষ্ট্র নৌবাহিনীর যুদ্ধজাহাজ ‘ইউএসএস তুলসা’ চট্টগ্রাম বন্দরে আসে। সফরকারী জাহাজটি চট্টগ্রাম বন্দর জেটিতে এসে পৌঁছালে কমান্ডার চট্টগ্রাম নৌঅঞ্চলের চিফ স্টাফ

অফিসার ক্যাপ্টেন মাসদুল করিম সিদ্দিকী জাহাজটিকে স্বাগত জানান। জাহাজটি বন্দরে আগমনের সময় নৌবাহিনীর একটি সুসজ্জিত বাদকদল ঐতিহ্যবাহী রীতি অনুযায়ী বাদ্য পরিবেশন করে জাহাজটিকে স্বাগত জানায়।

সফরকারী জাহাজটির অধিনায়ক কমান্ডার উইলিয়াম ডিভোর্যাক ও বাংলাদেশে নিযুক্ত যুক্তরাষ্ট্রের রাষ্ট্রদূত চট্টগ্রাম নৌঅঞ্চলের আঞ্চলিক কমান্ডার রিয়ার এডমিরাল এম মোজাম্মেল হক এবং কমান্ডার বিএন ফ্লিট রিয়ার

এডমিরাল এস এম আবুল কালাম আজাদ এর সাথে সৌজন্য সাক্ষাৎ করেন।

৯ ডিসেম্বর প্রশিক্ষণ ও মহড়ার সমাপনী অনুষ্ঠান চট্টগ্রামের বানৌজা ঈসা খানের স্কুল অব মেরিটাইম ওয়ারফেয়ার অ্যান্ড ট্যাকটিক্সের (এসএমডব্লিউটি) মিলনায়তনে অনুষ্ঠিত হয়। সমাপনী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে সহকারী নৌপ্রধান (অপারেশন্স) রিয়ার এডমিরাল এম আশরাফুল হক এবং বিশেষ অতিথি হিসেবে বাংলাদেশে নিযুক্ত যুক্তরাষ্ট্রের রাষ্ট্রদূত আর্ল আর. মিলার উপস্থিত ছিলেন। এ ছাড়া অনুষ্ঠানে নৌবাহিনীর উর্ধ্বতন কর্মকর্তাগণ, মহড়ায় অংশগ্রহণকারী বাংলাদেশ নৌবাহিনী জাহাজের অধিনায়কগণ ও আমন্ত্রিত অন্যান্য অতিথিবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।

যৌথ এ প্রশিক্ষণ ও মহড়া বাংলাদেশ ও যুক্তরাষ্ট্র নৌবাহিনীর মধ্যকার সর্ববৃহৎ যৌথ মহড়া। ৪ ডিসেম্বর থেকে শুরু হওয়া মহড়ায় যুক্তরাষ্ট্র নৌবাহিনীর লিটোরাল কমব্যাট শিপ (এলসিএস) ইউএসএস তুলসা ও এমএইচ-৬০এস হেলিকপ্টার এবং বাংলাদেশ নৌবাহিনী জাহাজ সমুদ্র অভিযান, প্রত্যয়, দুর্জয় এবং মেরিটাইম পেট্রোল এয়ারক্রাফট (এমপিএ) অংশগ্রহণ করে। মহড়ার মূল লক্ষ্য যুক্তরাষ্ট্র ও বাংলাদেশ নৌবাহিনীর মধ্যে বিদ্যমান সম্পর্ক উন্নয়নের পাশাপাশি উভয় দেশের নৌবাহিনীর প্রযুক্তিগত সক্ষমতা বৃদ্ধি এবং উন্নত প্রযুক্তির উপর তাত্ত্বিক ও ব্যবহারিক জ্ঞান অর্জন করা। মহড়া শেষে জাহাজটি ১১ ডিসেম্বর বাংলাদেশ ত্যাগ করে।

বাংলাদেশ নৌবাহিনী এবং যুক্তরাষ্ট্র নৌবাহিনীর মধ্যে যৌথ প্রশিক্ষণ মহড়া ‘এক্সারসাইজ টাইগার সার্ক-৩৮’ এর সমাপনী অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন চট্টগ্রাম নৌঅঞ্চলের আঞ্চলিক কমান্ডারসহ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র দূতাবাস থেকে নির্বাচিত প্রতিনিধিগণ





বার্ষিক সমুদ্র পরিদর্শনের অংশ হিসেবে বিশেষ সমুদ্র মহড়া পরিদর্শন করেন নৌবাহিনী প্রধান এডমিরাল এম শাহীন ইকবাল

নৌবাহিনী প্রধানের বার্ষিক সমুদ্র মহড়া পরিদর্শন

বার্ষিক সমুদ্র পরিদর্শনের অংশ হিসেবে বিশেষ সমুদ্র মহড়া (০৯/২০২১) ২২ থেকে ২৪ নভেম্বর ২০২১ অনুষ্ঠিত হয়েছে। মহড়ায় বানোজা স্বাধীনতা, সমুদ্র অভিযান, প্রত্যয়, কে জে আলী, মধুমতি, প্রত্যাশা, নির্ভয়, শাপলা, নির্মূল, দুর্জয়, অপরাজেয়, পদ্মা, দুর্দণ্ড, অতন্দ্র, ধানসিঁড়ি, চিত্রা, অনিবার্ণ, আবু বক্কর, উমর ফারুক, আবু উবাইদাহ, আলী হায়দার, ধলেশ্বরী, করতোয়া, বিজয়, কপোতাক্ষ, দুর্গম, নিশান, তুরাগ, গোমতি এবং বানোটা খাদেম অংশগ্রহণ করে। মহড়া পরিদর্শনে নৌবাহিনী প্রধান এডমিরাল এম শাহীন ইকবাল, এনবিপি, এনইউপি, এনডিসি,

এএফডব্লিউসি, পিএসসি বানোজা সমুদ্র অভিযানে পৌছালে কমান্ডার বিএন ফ্লিট ও জাহাজের অধিনায়ক তাকে অভ্যর্থনা জানান এবং জাহাজের একটি টোকস দল গার্ড অব অনার প্রদান করেন। পরবর্তীতে নৌবাহিনী প্রধান বানোজা সমুদ্র অভিযান থেকে বার্ষিক সমুদ্র মহড়া পরিদর্শন ও বিশেষ সমুদ্র মহড়া (এসএসইপি ০৯/২০২১) এর বিভিন্ন কার্যক্রম প্রত্যক্ষ করেন। এ সময় সহকারী নৌপ্রধান (অপারেশন্স) ও পরিচালক নৌ-অপারেশন্স পরিদপ্তর বানোজা উমর ফারুক এবং সহকারী নৌপ্রধান (ম্যাটেরিয়াল) ও পরিচালক নৌ অস্ত্র ও বিদ্যুৎ প্রকৌশল পরিদপ্তর বানোজা স্বাধীনতায় আরোহণ করে মহড়ার বিভিন্ন কার্যক্রম প্রত্যক্ষ করেন।

উক্ত মহড়ায় অ্যান্টি শিপ মিসাইল ডিফেন্স এক্সারসাইজ (এএসএমডিএক্স) এ এক্সারসাইজের মাধ্যমে শত্রুপক্ষের নিষ্ক্ষিপ্ত মিসাইল থেকে নিজ জাহাজ এবং ফ্লিটকে রক্ষার জন্য প্রয়োজনীয় পদক্ষেপসমূহ অনুশীলন করা হয়। এছাড়া মিসাইল গান ডাইরেকশন এক্সারসাইজ (এমজিডিএক্স) এর মাধ্যমে যুদ্ধজাহাজে অবস্থানরত নাবিকদের গান ফায়ারিং প্রশিক্ষণ, জাহাজের যন্ত্রপাতির কার্যক্ষমতা পরীক্ষাকরণ এবং কমান্ড ও কন্ট্রোল অর্ডার এর ব্যবহারিক প্রয়োগ করা হয়। পাবলিকেশন এক্সারসাইজ (পাবেক্স) এর মাধ্যমে জাহাজে কর্মকর্তা ও নাবিকদের নৌবাহিনীতে ব্যবহৃত বিভিন্ন রেফারেন্স ও বই সম্পর্কে জ্ঞান যাচাইয়ের লক্ষ্যে কুইজ প্রতিযোগিতা

হয়। বাৎসরিক সমুদ্র মহড়ার অংশ হিসেবে ইলেকট্রনিক ওয়ারফেয়ার এক্সারসাইজ (ইডব্লিউএক্স) এর মাধ্যমে ইলেকট্রনিক সাপোর্ট মেজার (ইএসএম) যন্ত্র সংযুক্ত জাহাজসমূহ দ্বারা শত্রু জাহাজ থেকে আগত বেতার বৈদ্যুতিক তরঙ্গ সনাক্ত করা, বিভাজন করা এবং সর্বোপরি তরঙ্গ বিশ্লেষণের মাধ্যমে শত্রু জাহাজের পরিচিতি নিশ্চিত করা হয়। একই সাথে অ্যান্টি সাবমেরিন ওয়ারফেয়ার এক্সারসাইজ (এএসডব্লিউএক্স) এর মাধ্যমে শত্রু পক্ষের সাবমেরিনকে সনাক্তকরণ, গতিবিধি অনুসরণ এবং শত্রু পক্ষের সাবমেরিনকে কিভাবে আক্রমণ করা যায় তার বাস্তবভিত্তিক প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়ে থাকে। এছাড়াও, নৌবাহিনী জাহাজসমূহ সমুদ্রে রিপ্ল্যানিশমেন্ট এক্সারসাইজ (র্যাস) পরিচালনা করে যার মাধ্যমে জাহাজসমূহ যুদ্ধকালীন সময়ে এক জাহাজ হতে অন্য জাহাজে চলমান অবস্থায় রসদ সামগ্রী বা অন্যান্য মালামাল কিভাবে স্থানান্তর করতে হয় তার বাস্তবিক জ্ঞান অর্জন করে। মহড়ায় সারফেস ট্র্যাকিং এক্সারসাইজ (সোটেক্স) এর মাধ্যমে সমুদ্রে শত্রু জাহাজকে প্রযুক্তিগতভাবে রাডার ব্যবহারের মাধ্যমে সনাক্ত ও আক্রমণ করার কৌশল শেখানো হয় এবং অ্যান্টি এয়ার র‍্যাপিড ওপেন ফায়ার এক্সারসাইজ (এএআরওএফ) এর মাধ্যমে রাত্রিকালীন সময়ে জাহাজের নাবিকদের ফায়ারিং দক্ষতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে ড্রোন উড়িয়ে এবং রকেট ফ্লোরার নিক্ষেপ করে টার্গেট বানিয়ে ফায়ারিং পরিচালনা করা হয়। এছাড়াও উক্ত বাৎসরিক সমুদ্র মহড়ায় ডামি টর্পেডো ফায়ারিংয়ের মতো উল্লেখযোগ্য মহড়া সফলভাবে সম্পন্ন করা হয়।

একই দিন বিশেষ সমুদ্র মহড়ার কার্যক্রম শেষে নৌবাহিনী প্রধান সেন্ট মার্টিন দ্বীপে অবস্থিত নৌবাহিনীর ফরোয়ার্ড বেইজ ও কোস্ট গার্ড স্টেশন পরিদর্শন করেন।



বিশেষ সমুদ্র মহড়া

বিশেষ সমুদ্র মহড়া (০৭/২০২১) অনুষ্ঠিত হয়েছে ২৪ থেকে ২৭ অক্টোবর ২০২১। মহড়ায় বানৌজা স্বাধীনতা, বানৌজা সমুদ্র অভিযান, বানৌজা কে জে আলী, বানৌজা প্রত্যয়, বানৌজা প্রত্যাশা, বানৌজা-নির্ভয়, বানৌটা খাদেম, বানৌজা শাপলা, বানৌজা নির্মূল, বানৌজা দুর্জয়, বানৌজা অনির্বাণ, বানৌজা পদ্মা, বানৌজা দুর্দণ্ড, বানৌজা অতন্দ্র, বানৌজা আবু বক্কর, বানৌজা আবু উবায়দা, বানৌজা ধলেশ্বরী, বানৌজা করতোয়া, বানৌজা বিজয়, বানৌজা নিশান, বানৌজা তুরাগ এবং বানৌজা গোমতি অংশগ্রহণ করে। কমান্ডার বিএন ফ্লিট রিয়ার এডমিরাল এস এম আবুল কালাম আজাদ, (জি), এনজিপি, এনডিসি, পিএসসি বানৌজা সমুদ্র অভিযান থেকে থেকে মহড়া প্রত্যক্ষ করেন। এ ছাড়া ১৪ থেকে ১৬ নভেম্বরের বিশেষ সমুদ্র মহড়া (০৮/২০২১) অনুষ্ঠিত হয়। মহড়ায় বানৌজা স্বাধীনতা, বানৌজা সমুদ্র অভিযান, বানৌজা প্রত্যয়, বানৌজা মধুমতি, বানৌজা প্রত্যাশা, বানৌজা নির্ভয়, বানৌটা খাদেম, বানৌজা শাপলা, বানৌজা নির্মূল, বানৌজা দুর্জয়, বানৌজা পদ্মা, বানৌজা দুর্দণ্ড, বানৌজা অতন্দ্র, বানৌজা অনির্বাণ, বানৌজা আবু বক্কর, বানৌজা উমর ফারুক, বানৌজা আবু উবায়দা, বানৌজা ধলেশ্বরী, বানৌজা করতোয়া, বানৌজা বিজয়, বানৌজা কপোতাক্ষ, বানৌজা দুর্গম, বানৌজা নিশান, বানৌজা মেঘনা, বানৌজা সাঙ্গু, বানৌজা গোমতি এবং যমুনা অংশগ্রহণ করে। মহড়ার কর্মসূচি অনুযায়ী এএসএমডিএক্স (অ্যান্টি শিপ মিসাইল গান এক্সারসাইজ), ইউডব্লিউএক্স (ইলেকট্রনিক ওয়ারফেয়ার এক্সারসাইজ), র্যাস (রিপ্ল্যানিশমেন্ট এক্সারসাইজ), ম্যানাভেজ (ম্যানুভারিং এক্সারসাইজ), সার্ভেস (সারফেস ট্র্যাকিং এক্সারসাইজ), এমজিডিএক্স (মিসাইল গান ডাইরেকশন এক্সারসাইজ), এএআরওএফ (অ্যান্টি এয়ার র‍্যাপিড ওপেন ফায়ার এক্সারসাইজ) এর মতো উল্লেখযোগ্য মহড়া সফলভাবে সম্পন্ন হয়েছে।

সিপিও'স লিডারশিপ ডেভেলপমেন্ট কোর্সের সনদ বিতরণ

বানৌজা ঈসা খান ট্রেনিং কমপ্লেক্সে সিপিও'স লিডারশিপ ডেভেলপমেন্ট কোর্সের সমাপনী অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয়েছে ১৯ অক্টোবর ২০২১। অনুষ্ঠানে বানৌজা ঈসা খান অধিনায়ক কমডোর আব্দুল্লাহ আল মাকসুস, (ট্যাজ),

এনইউপি, এনডিসি, পিএসসি, বিএন প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থেকে সফলভাবে কোর্স সম্পন্নকারীদের মাঝে সনদপত্র বিতরণ করেন। পরে তিনি কোর্স সম্পন্নকারী জেসিও'সদের উদ্দেশে দিকনির্দেশনামূলক বক্তব্য প্রদান করেন।

প্রশিক্ষণ ও শুভেচ্ছা সফরে বানৌজা আবু উবাইদাহ

বাংলাদেশ নৌবাহিনীর জাহাজ আবু উবাইদাহ ১৪ ডিসেম্বর ২০২১ শ্রীলংকা এবং মালদ্বীপ সফরে যায়। এর আগে নৌবাহিনীর ঐতিহ্যবাহী রীতি অনুযায়ী সুসজ্জিত বাদকদলের বাদ্য পরিবেশনের মাধ্যমে আনুষ্ঠানিকভাবে জাহাজটিকে বিদায় জানানো হয়। এ সময় কমান্ডার ফ্লোটিলা ওয়েস্ট কমডোর আবদুল্লাহ আল মামুন চৌধুরীসহ স্থানীয় পদস্থ নৌকর্মকর্তাবৃন্দ এবং জাহাজে গমনকারী কর্মকর্তা ও নাবিকদের পরিবারবর্গ উপস্থিত ছিলেন। এই সফরে বানৌজা আবু উবাইদাহ জাহাজের অধিনায়ক ক্যাপ্টেন এম আশরাফুজ্জামানের নেতৃত্বে ২৭ জন কর্মকর্তাসহ সর্বমোট ২৪৮ জন নৌসদস্য অংশগ্রহণ করেন। জাহাজটি প্রশিক্ষণ সফরে অংশগ্রহণের মাধ্যমে বাংলাদেশ নৌবাহিনীর কর্মকর্তা ও নাবিকদের পেশাগত মান উন্নয়নের পাশাপাশি বন্ধুপ্রতিম প্রতিবেশী দেশসমূহের সাথে সুসম্পর্ক জোরদার করতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে। সফর শেষে জাহাজটি ৫ জানুয়ারি ২০২২

দেশে ফিরে আসে।

এমইএসসি ও এলইসি কোর্সের সনদ বিতরণ

বানৌজা শহীদ মোয়াজ্জম ঘাঁটির লেকচার হলে ১৬তম মেরিন ইঞ্জিনিয়ারিং স্পেশালাইজেশন কোর্স (এমইএসসি) এবং লং ইলেকট্রিক্যাল কোর্স (এলইসি) সমাপনী এবং সনদপত্র বিতরণী অনুষ্ঠান ৭ অক্টোবর ২০২১ অনুষ্ঠিত হয়েছে। এ সময় অধিনায়ক বানৌজা শহীদ মোয়াজ্জম প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থেকে কোর্স সম্পন্নকারী প্রশিক্ষণার্থী কর্মকর্তাদের মাঝে সনদপত্র ও ক্রেস্ট প্রদান করেন। প্রধান অতিথি কোর্স সম্পন্নকারী কর্মকর্তাদের উদ্দেশে দিকনির্দেশনামূলক বক্তব্য প্রদান করেন। কোর্সে নৌবাহিনীর ইঞ্জিনিয়ারিং শাখার ৯ জন লে. কমান্ডার পদবির এবং ইলেকট্রিক্যাল শাখার ৬ জন লে. কমান্ডার পদবির (১ জন মহিলা অফিসারসহ) অংশগ্রহণ করে সফলভাবে কোর্স সম্পন্ন করেন।

বাংলাদেশ নেভাল একাডেমিতে সোয়াড্‌স প্রশিক্ষণ

বানৌজা নিভীকের সোয়াডসের একটি দল বাংলাদেশ নেভাল একাডেমিতে সামরিক কসরত পরিদর্শন করেন ও অক্টোবর ২০২১। এ সময় ট্রেনিং কমান্ডারসহ বাংলাদেশ নেভাল একাডেমিতে প্রশিক্ষণরত ক্যাডেটরা

উপস্থিত ছিলেন। সোয়াড্‌স কমান্ডোদের সামরিক কসরত ক্যাডেটদের উদ্বুদ্ধ করে, যা তাদের ভবিষ্যতের জন্য উদমী হতে সহায়ক ভূমিকা পালন করবে।

সেন্ট মার্টিনে বেসিক ডাইভিং অ্যান্ড স্যালভেজ প্রশিক্ষণ

সেন্ট মার্টিনে ২ সপ্তাহব্যাপী বেসিক ডাইভিং অ্যান্ড স্যালভেজ (সিডি-৩) কোর্স এ/২০২১ এর ডাইভিং প্রাকটিক্যাল প্রশিক্ষণ কার্যক্রম পরিচালিত হয় ২৪ অক্টোবর ২০২১। প্রশিক্ষণের অংশ হিসেবে সেন্ট মার্টিনে ডিপ ডাইভিংসহ বিভিন্ন কার্যক্রম পরিচালনা করা হয়।

নেভাল স্টোরস ডিপো চট্টগ্রামের আইএসও সনদ অর্জন

নেভাল স্টোরস ডিপো চট্টগ্রাম বাংলাদেশ নৌবাহিনীর জাহাজ-ঘাঁটি ও সংস্থাসমূহের সার্বিক সচলতা ও অপারেশনাল কর্মকাণ্ড নিরবচ্ছিন্নভাবে চলমান রাখতে চাহিদা অনুযায়ী বিভিন্ন দ্রব্যাদি ও যন্ত্রাংশসমূহ বিধি মোতাবেক যথাযথ প্রক্রিয়ায় সংগ্রহ, সরবরাহ ও স্থানীয় ক্রয়কার্য সম্পাদনের মাধ্যমে নিরলসভাবে লজিস্টিক সহায়তা প্রদান করে যাচ্ছে। ক্রয় প্রক্রিয়ায় আন্তর্জাতিক গুণগত মানের স্বীকৃতিস্বরূপ ২৯ নভেম্বর ২০২১ আইএসও সনদ অর্জন করেছে। সনদ প্রদানকারী সংস্থা ইন্টারটেক বাংলাদেশের প্রতিনিধি নেভাল স্টোরস ডিপো চট্টগ্রামকে আইএসও

বাংলাদেশ নেভাল একাডেমিতে সোয়াডসের প্রশিক্ষণ কার্যক্রম





চট্টগ্রামে সমুদ্র সচেতনতা বিষয়ক সেমিনার 'মেরিটাইম ডোমেইন অ্যাওয়ারেনেস-২০২১' এ চট্টগ্রামের আঞ্চলিক কমান্ডারসহ মেরিটাইম সংস্থার উর্ধ্বতন কর্মকর্তাগণ

৯০০১:২০১৫ (কোয়ালিটি ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম) আইএসও ৯০০১:২০১৫ (কোয়ালিটি ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম) সার্টিফিকেট প্রদান করেছে। এতে করে আন্তর্জাতিক পরিমণ্ডলে নেভাল স্টোরস ডিপো চট্টগ্রাম আন্তর্জাতিক মানসম্পন্ন সেবা প্রদানকারী লজিস্টিক সংস্থা হিসেবে স্বীকৃতি লাভ করল।

চট্টগ্রামে ডাইভিং অ্যান্ড স্যালভেজ কর্মশালা

২২ ডিসেম্বর ২০২১ বাংলাদেশ নৌবাহিনীর কমডোর সোয়াডস কমান্ডার ডাইভিং অ্যান্ড স্যালভেজ গ্রুপের স্যালভেজ কর্মশালা-২০২১ চট্টগ্রামের বানোজা নিউকে অনুষ্ঠিত হয়েছে। অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে চট্টগ্রাম নৌঅঞ্চলের আঞ্চলিক কমান্ডার রিয়ার এডমিরাল এম মোজাম্মেল হক উপস্থিত ছিলেন। এ কর্মশালার প্রতিপাদ্য বিষয় ছিল 'সহযোগিতা ও পারস্পরিক সমন্বয়'। কর্মশালার মাধ্যমে নৌবাহিনীর ডুবুরি শাখার সদস্যরা ডাইভিং ও স্যালভেজ বিষয়ে অধিকতর জ্ঞান লাভ করেন, যা ভবিষ্যতে যেকোনো দুর্যোগ ও উদ্ধার অভিযানে সহায়ক ভূমিকা পালন করবে। কর্মশালায় বাংলাদেশ নৌবাহিনীর ডুবুরি শাখার কর্মকর্তা ও নাবিকদের সাথে দেশের বিভিন্ন সরকারি ও বেসরকারি স্যালভেজ সংস্থাসমূহের সাথে মতবিনিময় অনুষ্ঠিত

হয়। নৌবাহিনীর পাশাপাশি চট্টগ্রাম বন্দর কর্তৃপক্ষ, বাংলাদেশ অভ্যন্তরীণ নৌপরিবহন কর্তৃপক্ষ, নৌপুলিশসহ বিভিন্ন বেসরকারি স্যালভেজ প্রতিষ্ঠানের প্রতিনিধিগণ অংশগ্রহণ করেন।

বানোজা ঈসা খান অধিনায়কের প্রশংসাপত্র প্রদান

বানোজা ঈসা খান হ্যাঙ্গারে ঘাঁটির অধিনায়ক কর্মকর্তা, জেসিও'স, পিও'স এবং নাবিকদের মাঝে কর্মক্ষেত্রে প্রশংসনীয় ভূমিকা পালন এবং সুদৃঢ় পেশাদারিত্বের স্বীকৃতিস্বরূপ প্রশংসাপত্র প্রদান করেন ২৮ ডিসেম্বর ২০২১। এ সময় সকল কর্মকর্তা ও নাবিকবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।

চট্টগ্রামে সমুদ্র সচেতনতা-বিষয়ক সেমিনার

বাংলাদেশ নৌবাহিনীর বার্ষিক সমুদ্র মহড়া 'এক্সারসাইজ সেফগার্ড-২০২১' এর অংশ হিসেবে চট্টগ্রাম নৌঅঞ্চলে ৫ ডিসেম্বর ২০২১ সমুদ্র সচেতনতা-বিষয়ক সেমিনার 'মেরিটাইম ডোমেইন অ্যাওয়ারেনেস-২০২১' বানোজা ঈসা খানের স্কুল অব মেরিটাইম ওয়ারফেয়ার অ্যান্ড ট্যাকটিক্সে (এসএমডব্লিউটি) অনুষ্ঠিত হয়। সেমিনারে চট্টগ্রাম নৌঅঞ্চলের আঞ্চলিক কমান্ডার রিয়ার এডমিরাল

এম মোজাম্মেল হক প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন। এ সময় অন্যান্যদের মধ্যে চট্টগ্রাম নৌঅঞ্চলের উচ্চপদস্থ সামরিক-বেসামরিক কর্মকর্তা এবং বিভিন্ন মেরিটাইম সংস্থার উর্ধ্বতন কর্মকর্তাগণ উপস্থিত ছিলেন। এ সময় সমুদ্রপথে বাণিজ্যিক সম্প্রসারণ, জ্বালানি নিরাপত্তায় সামুদ্রিক খনিজ সম্পদের ব্যবহার, মৎস্যসম্পদের সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনা, পরিবেশ ও জীববৈচিত্র্য রক্ষাসহ সমুদ্রসম্পদের নিরাপত্তা রক্ষার চ্যালেঞ্জসমূহ মোকাবিলার বিভিন্ন বিষয়ে আলোচনা অনুষ্ঠিত হয়। সেমিনারে বাংলাদেশ সেনা ও বিমান বাহিনী, বাংলাদেশ কোস্ট গার্ড, চট্টগ্রাম বন্দর, পায়রা বন্দর, বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান মেরিটাইম বিশ্ববিদ্যালয়, বাংলাদেশ প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়, মেরিন ফিসারিজ একাডেমি, বাংলাদেশ শিপিং করপোরেশন, বিআইডব্লিউটিএ, চট্টগ্রাম কাস্টম হাউস, বিএনসিসি, বাংলাদেশ ওশানোগ্রাফি রিসার্চ ইনস্টিটিউট (বিওআরআই), পরিবেশ অধিদপ্তর এবং চট্টগ্রাম ড্রাই ডক লিমিটেডের প্রতিনিধিগণ তাদের মতামত উপস্থাপন করেন। এ সময় বক্তারা বিশাল সমুদ্রসম্পদের সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনা ও এই সম্পদকে যথাযথভাবে কাজে লাগানোর মাধ্যমে টেকসই উন্নয়ন নিশ্চিত করার লক্ষ্যে সকল মেরিটাইম সংস্থাসমূহকে এক

সাথে কাজ করা ও সমন্বিত পরিকল্পনা প্রণয়ন এবং বাস্তবায়নের ওপর গুরুত্বারোপ করেন। সেমিনারটি রু-ইকোনমির উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে বলে আশা করেন বক্তারা।

একই কর্মসূচি ৬ ডিসেম্বর ২০২১ খুলনার নৌবাহিনী ঘাঁটি বানোজা তিতুমীরে অনুষ্ঠিত হয়েছে।

প্র্যাকটিক্যাল লিডারশিপ এক্সারসাইজ

বানোজা শহীদ মোয়াজ্জমে বাংলাদেশ নেভাল একাডেমির ক্যাডেটদের প্র্যাকটিক্যাল লিডারশিপ এক্সারসাইজ এবং ফায়ারিং অনুষ্ঠিত হয়েছে ১ অক্টোবর ২০২১। এ ছাড়া এক্সারসাইজে ক্যাডেটরা ফায়ারিং ও সার্ভাইভাল ট্রেনিংয়ে অংশগ্রহণ করেন। এক্সারসাইজে ক্যাডেটরা তাদের বুদ্ধিমত্তাকে কাজে লাগিয়ে কঠিন লক্ষ্য অর্জন করে এবং নৌবাহিনীর বিভিন্ন অপারেশনাল কর্মকাণ্ড সম্পর্কে সম্যক জ্ঞান লাভ করে। এক্সারসাইজে বাংলাদেশ নেভাল একাডেমির কর্মকর্তাগণসহ ট্রেনিং কমান্ডার উপস্থিত ছিলেন।

সিনিয়র সেইলর্স লিডারশিপ অ্যান্ড ম্যানেজমেন্ট কোর্সের সনদ বিতরণ

বানোজা ঈসা খান জেসিও'স ট্রেনিং ইনস্টিটিউটে সিনিয়র সেইলর্স লিডারশিপ অ্যান্ড ম্যানেজমেন্ট কোর্স সম্পন্নকারী জেসিও'সদের মাঝে সনদপত্র বিতরণ করা হয় ২৫ নভেম্বর ২০২১। অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ছিলেন বানোজা ঈসা খানের অধিনায়ক কমডোর আবদুল্লাহ-আল-মাকসুস, (ট্যাজ), এনইউপি, এনডিসি, পিএসসি, বিএন। এ সময় প্রধান অতিথি কোর্সে অংশগ্রহণকারী সকলের উদ্দেশে দিকনির্দেশনামূলক বক্তব্য প্রদান করেন।

পিডব্লিউ (জি) ও পিডব্লিউ (এন) কোর্সের সনদ বিতরণ

পিডব্লিউ (জি) ও পিডব্লিউ (এন) কোর্সের সমাপনী অনুষ্ঠান বানোজা ঈসা খান ওয়ার্ডরুমে অনুষ্ঠিত হয়েছে ৮ ডিসেম্বর ২০২১। কোর্সসমূহে সর্বমোট ১৭ জন কর্মকর্তা অংশগ্রহণ করেন। অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বানোজা ঈসা খানের অধিনায়ক কমডোর আবদুল্লাহ-আল-মাকসুস, (ট্যাজ), এনইউপি, এনডিসি, পিএসসি, বিএন। এ সময় প্রধান অতিথি কোর্সে অংশগ্রহণকারী সকল কর্মকর্তাদের উদ্দেশে প্রয়োজনীয় দিকনির্দেশনা প্রদান করেন।

পিওডিঅ্যান্ডএল 'কিউ' কোর্সের সনদ বিতরণ

বানৌজা ঈসা খান ট্রেনিং কমপ্লেক্সে পিওডিঅ্যান্ডএল 'কিউ' ই/২০২১ কোর্স সমাপনী অনুষ্ঠান ১৫ ডিসেম্বর ২০২১ অনুষ্ঠিত হয়েছে। কোর্স সমাপনী অনুষ্ঠানে ঘাঁটির অধিনায়ক কমান্ডার আবদুল্লাহ-আল-মাকসুস, (ট্যাজ), এনইউপি, এনডিসি, পিএসসি, বিএন প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থেকে সফলভাবে কোর্স সম্পন্নকারীদের মাঝে সনদপত্র প্রদান করেন। পরে তিনি কোর্স সম্পন্নকারীদের উদ্দেশে দিকনির্দেশনামূলক বক্তব্য প্রদান করেন।

কমান্ডার চট্টগ্রাম নৌঅঞ্চলের প্রশংসাপত্র প্রদান

বানৌজা ঈসা খান প্যারেড গ্রাউন্ডে কমান্ডার চট্টগ্রাম নৌঅঞ্চল কর্মকর্তা, জেসিও'স, পিও'স এবং নাবিকদের মাঝে কর্মক্ষেত্রে প্রশংসনীয় ভূমিকা পালন এবং সুদৃঢ় পেশাদারিত্বের স্বীকৃতিস্বরূপ প্রশংসাপত্র প্রদান করেন ৩০ ডিসেম্বর ২০২১। এ সময় সকল কর্মকর্তা ও নাবিকবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।

কর্ণফুলীতে ডুবুরিদের প্রশিক্ষণ

কর্ণফুলী নদীতে ৭০ ফুট গভীরতায় ডুবুরিদের প্রশিক্ষণ কার্যক্রম পরিচালনা করা হয়েছে ২৬ অক্টোবর ২০২১। এ সময় কমসোয়াডস এর অধীন ডাইভিং অ্যান্ড স্যালভেজ গ্রুপের ১০ জন ডুবুরি সাইলো জেটির অদূরে প্রশিক্ষণ কর্মকাণ্ডে অংশগ্রহণ করেন।

বিএনএ ক্রসকান্টি প্রতিযোগিতা

বাংলাদেশ নেভাল একাডেমিতে প্রশিক্ষণরত অফিসার ক্যাডেট, মিডশিপম্যান ও ডাইরেক্ট এন্ট্রি প্রশিক্ষণার্থীদের অংশগ্রহণে ক্রসকান্টি

প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়েছে ৩০ অক্টোবর ২০২১। প্রশিক্ষণার্থীদের শারীরিক সক্ষমতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে এই প্রতিযোগিতার আয়োজন করা হয়। এ প্রতিযোগিতা প্রশিক্ষণার্থীদের বন্ধুর ও অজেয় পথে সাহসিকতার সাথে এগিয়ে চলা এবং আত্মশক্তিতে বলীয়ান হয়ে দৃঢ় প্রত্যয়ে লড়ে যাওয়ার অমিত সম্ভাবনাকে বিকশিত করে। এ সময় ট্রেনিং কমান্ডারসহ ঘাঁটির অন্যান্য কর্মকর্তা উপস্থিত থেকে প্রশিক্ষণার্থীদের ক্রসকান্টি প্রতিযোগিতা প্রত্যক্ষ করেন।

নেভাল কমান্ডো বেসিক কোর্সের প্রশিক্ষণ

বাংলাদেশ বিমান বাহিনীর হেলিকপ্টার এমআই-১৭ এর সহায়তায় ১২তম নেভাল কমান্ডো বেসিক (এনসিবি-১২) কোর্সের হ্যালাও কান্টিং ট্রেনিং চট্টগ্রামের কাপ্তাই লেকে অনুষ্ঠিত হয়েছে ১৭ অক্টোবর ২০২১। এ ছাড়া ২৫ থেকে ২৮ অক্টোবর ২০২১ সেন্ট মার্টিন এলাকায় কমব্যাট ডাইভিং প্রশিক্ষণ পরিচালিত হয়েছে। প্রশিক্ষণের সময় সকল প্রশিক্ষক ও কোর্স অফিসার উপস্থিত ছিলেন।

অ্যাসল্ট এবং সিম্যানশিপ প্রতিযোগিতা

নবীন নাবিক বি/২০২১ ব্যাচের অ্যাসল্ট এবং সিম্যানশিপ প্রতিযোগিতা বানৌজা তিতুমীর অ্যাসল্ট গ্রাউন্ডে ১৬ নভেম্বর ২০২১ অনুষ্ঠিত হয়েছে। অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন কমান্ডার খুলনা নেভাল এরিয়া রিয়ার এডমিরাল এম আনোয়ার হোসেন এনজিপি, পিসিজিএম, এনডিসি, এএফডব্লিউসি, পিএসসি। অ্যাসল্ট এবং সিম্যানশিপ প্রতিযোগিতায় নবীন নাবিক বি/২০২১ ব্যাচের মেইনটপ ডিভিশন চ্যাম্পিয়ন হওয়ার গৌরব অর্জন করে।

অ্যাডভান্সড ডাইভিং অ্যান্ড স্যালভেজ 'কিউ' কোর্সের প্রশিক্ষণ

বানৌজা শহীদ মোয়াজ্জম কাপ্তাই লেকে ২ সপ্তাহব্যাপী অ্যাডভান্সড ডাইভিং অ্যান্ড স্যালভেজ (সিডি-২) 'কিউ' কোর্স ২০২১ এর কমব্যাট অক্সিজেন ডাইভিং এবং সারফেস সাপ্লাই ডাইভিং সিস্টেমের (এসএসডিএস) প্রশিক্ষণ কার্যক্রম ১৪ নভেম্বর ২০২১ অনুষ্ঠিত হয়েছে। এ সময় প্রশিক্ষণার্থীদের বাস্তবভিত্তিক প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়।

নতুন সংযোজিত মিক্সড গ্যাস ডাইভিং প্রশিক্ষণ

বানৌজা ঈসা খান সুইমিংপুলে ২৬ নভেম্বর ২০২১ ও কাপ্তাই লেকে ৮ ডিসেম্বর বাংলাদেশ নৌবাহিনীতে নতুন সংযোজিত মিক্সড গ্যাস ডাইভিংয়ের ব্যবহারিক প্রশিক্ষণ কার্যক্রম পরিচালনা করা হয়। প্রশিক্ষণে ডাইভিং অ্যান্ড স্যালভেজ গ্রুপ ও ডাইভিং স্কুলের মোট ১০ জন ডুবুরি অংশগ্রহণ করে।

নেভাল কমান্ডো স্পেশালিস্ট সিলের ডেমোলিশন প্র্যাকটিক্যাল প্রশিক্ষণ

চর বাকুলিয়া এলাকায় ষষ্ঠ নেভাল কমান্ডো স্পেশালিস্ট (এনসিএস) সিল এবং ৫ম নেভাল কমান্ডো স্পেশালিস্ট (এনসিএস) এসবিসিসি কোর্সের ডেমোলিশন প্র্যাকটিক্যাল প্রশিক্ষণ পরিচালিত হয়েছে ২৪ নভেম্বর ২০২১। এ ছাড়া কোর্সগুলোর ফাইনাল ট্রেনিং এক্সারসাইজ (এফটিএক্স) বানৌজা নিভীক ও ডাক্সারচর এলাকায় অনুষ্ঠিত হয়। এ সময় অধিনায়ক বানৌজা নিভীক, ওআইসি স্কুল অব সোয়াডস অ্যান্ড সেন্টার এবং কোর্স অফিসারবৃন্দ উপস্থিত থেকে এক্সারসাইজের কার্যক্রম পর্যবেক্ষণ করেন। ৫ ডিসেম্বর কোর্সের দুটির সমাপনী অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয়।



বাংলাদেশ নৌবাহিনীতে নতুন সংযোজিত মিক্সড গ্যাস ডাইভিংয়ের ব্যবহারিক প্রশিক্ষণ কার্যক্রম

অনুষ্ঠানে সকল প্রশিক্ষক ও প্রশিক্ষণার্থীগণ উপস্থিত ছিলেন।

সাপ্লাই অ্যান্ড সেক্রেটারিয়েট অ্যাডভান্স কোর্সের সনদ প্রদান

স্কুল অব লজিস্টিকস অ্যান্ড ম্যানেজমেন্টের (সোলাম) লেকচার হলে ঘাঁটির অধিনায়ক ক্যাপ্টেন সাদ ইমন ইশতিয়াক, (এস), পিএসসি, বিএন প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থেকে ১৮তম সাপ্লাই অ্যান্ড সেক্রেটারিয়েট অ্যাডভান্স কোর্সে অংশগ্রহণকারী কর্মকর্তাদের কোর্স সনদ প্রদান করেন ২৮ অক্টোবর ২০২১। এ সময় প্রধান অতিথি কোর্সে অংশগ্রহণকারী কর্মকর্তাদের উদ্দেশে দিকনির্দেশনামূলক বক্তব্য প্রদান করেন।



বাংলাদেশ নেভাল একাডেমিতে প্রশিক্ষণার্থীদের অংশগ্রহণে ক্রসকান্টি প্রতিযোগিতা

জাতিসংঘ মিশনে



সেক্টর কমান্ডার জুবা ব্রিগেডিয়ার জেনারেল এরদেনেবাত বাতসুরি এর ব্যানএফএমইউ-৬ (জুবা) কন্টিনজেন্ট পরিদর্শন

সেক্টর কমান্ডারের ব্যানএফএমইউ কন্টিনজেন্ট পরিদর্শন

সেক্টর কমান্ডার জুবা ব্রিগেডিয়ার জেনারেল এরদেনেবাত বাতসুরি ব্যানএফএমইউ (জুবা) কন্টিনজেন্ট পরিদর্শন করেন ১৪ অক্টোবর ২০২১। পরিদর্শনকালে কন্টিনজেন্টের ইঞ্জিনিয়ার অফিসার বিভিন্ন নির্মাণাধীন কাজের অগ্রগতি সম্পর্কে ব্রিফ প্রদান করেন।

পবিত্র ঈদে মিলাদুন্নবী (সা.) পালন

যথাযথ ভাবগভীরের মধ্য দিয়ে সকল জুবা ও মালাকালে পবিত্র ঈদে মিলাদুন্নবী (সা.) উদ্‌যাপন করা হয়েছে ২০ অক্টোবর ২০২১। এ উপলক্ষে জুবা ও মালাকাল মসজিদে বাদ জুমা বিশেষ মোনাজাত ও মিলাদ মাহফিলের আয়োজন করা হয়। মিলাদ মাহফিলের পূর্বে মহানবী (সা.) এর জীবনাদর্শের ওপর আলোচনা অনুষ্ঠিত হয়। দোয়া ও মিলাদ মাহফিলে জুবা ও মালাকাল কন্টিনজেন্টে কর্মরত সকল কর্মকর্তা ও

নাবিকবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন। এ সময় দেশ, জাতি, জাতিসংঘ মিশনে কর্মরত সকল সশস্ত্র বাহিনীর সদস্য ও নৌবাহিনীর উত্তরোত্তর সমৃদ্ধি কামনা করে বিশেষ মোনাজাত করা হয়।

ব্যানএফএমইউ সদস্যদের অপারেশন লাইফলাইন

অপারেশন লাইফলাইন-৫০ (লেগ-১) এর কনভয় আমুর-৫ থেকে ১ অক্টোবর ২০২১ যাত্রা শুরু করে ২ অক্টোবর ব্যানএফএমইউ মালাকালের ল্যান্ডিং সাইটে পৌঁছায়। এ ছাড়া ১ নভেম্বর ২০২১ অপারেশন লাইফলাইন ৫০ (লেগ-২) এর কনভয় ব্যানএফএমইউ মালাকাল থেকে যাত্রা করে ১৩ নভেম্বর মাঙ্গলায় পৌঁছায়। অপারেশন লাইফলাইন এর প্রতিটি লেগে ব্যানএফএমইউয়ের সদস্যগণ ইউএনএয়ের রসদ ও জ্বালানি সরবরাহকারী বার্জ কনভয়সমূহকে ৯৩৮ কিলোমিটার দীর্ঘ নদীপথে সার্বক্ষণিক ফোর্স প্রটেকশন প্রদান করে আসছে।

আনমিস ও মালাকাল স্থানীয় দলের প্রীতি ভলিবল ম্যাচ

জাতিসংঘ শান্তিরক্ষা দিবস উপলক্ষে সেক্টর নর্থের উদ্যোগে আনমিস ও মালাকাল স্থানীয় দলের মধ্যে প্রীতি ভলিবল ম্যাচ অনুষ্ঠিত হয়েছে। খেলায় আনমিস ভলিবল দল ২-১ সেটে জয়যুক্ত হয়। এ সময় সেক্টর কমান্ডার প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন।

সুদানে নৌকন্টিনজেন্টের রিভারাইন পেট্রোল

অক্টোবর, নভেম্বর ও ডিসেম্বর মাসের বিভিন্ন সময়ে সুদানের ২৪টি স্থানে রিভারাইন পেট্রোল পরিচালনা করা হয়েছে। প্রতিটি পেট্রোলে ৩টি করে এলপিসি অংশ নিয়ে ৩৭৬ কিলোমিটার দূরত্ব অতিক্রম করে। এসব পেট্রোলের মাধ্যমে সংশ্লিষ্ট এলাকাসমূহে আনমিসের (ইউনাইটেড ন্যাশন মিশন ইন সাউথ সুদান) উপস্থিতি, এলাকা

পরিচিতি, স্থানীয় জনসাধারণের গতিবিধি ও নিরাপত্তা পরিস্থিতি সরেজমিনে পর্যবেক্ষণ, কেএলই (কি লিডারশিপ অ্যাসেসমেন্ট) এবং ইউএনপিলার সংস্থাসমূহের যাতায়াত সুবিধা প্রদান করা হয়। প্রতিটি রিভারাইন পেট্রোল চলাকালীন সময়ে নদীপথে ব্যানএফএমইউ মেরিন ফোর্স প্রটেকশন প্রদান করে।

ব্যানএফএমইউ-৬ (জুবা) এর সিওই পরিদর্শন

ইউএন কন্টিনজেন্ট অন ইকুইপমেন্ট (সিওই) ইন্সপেকশন টিম ব্যানএফএমইউ-৬ (জুবা) ডিটাচমেন্টের সিওই পরিদর্শনের জন্য ১০ ডিসেম্বরে জুবা কন্টিনজেন্টে আসেন। কন্টিনজেন্ট কমান্ডার পরিদর্শনকারী দলকে স্বাগত জানান। এ সময় ব্যানএফএমইউ-৬ (জুবা) কন্টিনজেন্টের সিওই কর্মকর্তা পরিদর্শনকারী দলকে জুবা ডিটাচমেন্টের সিওই সম্পর্কে ব্রিফ প্রদান করেন। পরে পরিদর্শনকারী দল সিওই'র ফিটনেস ও অপারেশনাল স্টেট প্রত্যক্ষ করেন এবং সার্বিক মান সন্তোষজনক বলে অভিমত দেন। একই কর্মসূচি মালাকালেও অনুষ্ঠিত হয়েছে।

সেক্টর নর্থ কমান্ডারের ব্যানএফএমইউ (মালাকাল) পরিদর্শন

আনমিস কমান্ডার সেক্টর নর্থ ব্রিগেডিয়ার জেনারেল রবার্ট আফরান ব্যানএফএমইউ (মালাকাল) পরিদর্শন করেন ৩ ডিসেম্বর ২০২১। এ সময় তাকে গার্ড অব অনার প্রদান করা হয়। প্রতিনিধি দলের উদ্দেশ্যে ব্যানএফএমইউ (মালাকাল) কন্টিনজেন্টের অপারেশনাল কর্মকর্তা কন্টিনজেন্টের অপারেশনাল কর্মকাণ্ডের ওপর ব্রিফ প্রদান করেন। ব্রিফিং শেষে ব্যানএফএমইউর অপারেশনাল কর্মকাণ্ডের প্রশংসা এবং সকলের উদ্দেশ্যে দিকনির্দেশনামূলক বক্তব্য প্রদান করেন সেক্টর নর্থ কমান্ডার।

রিভারাইন পেট্রোলে টহলরত ব্যানএফএমইউ (মালাকাল) কন্টিনজেন্ট



মেরিটাইম টাস্কফোর্স কমান্ডারের বানৌজা সংগ্রাম পরিদর্শন

২৬ অক্টোবর ২০২১ মেরিটাইম টাস্কফোর্স কমান্ডার রিয়ার এডমিরাল আন্দ্রেয়াস মার্কাস মুগে বানৌজা সংগ্রামে 'অপারেশন হোম কামিং' এর উদ্দেশ্যে আগমন করেন। মেরিটাইম টাস্কফোর্স কমান্ডারের আগমন এবং প্রস্থানের সময় তাকে গার্ড অব অনার প্রদান করা হয়। এ সময় তিনি জাহাজের বিভিন্ন সাইট পরিদর্শন এবং সিআইসি অপারেশন কর্মকাণ্ড পর্যবেক্ষণ করেন। এছাড়া জাহাজের অপারেশনাল কর্মকাণ্ডের ওপর ব্রিফিং প্রদান করা হয়। টাস্কফোর্স কমান্ডার জাহাজে কর্মরত সকল কর্মকর্তা ও নাবিকদের সাথে শুভেচ্ছা বিনিময় করেন এবং পরিদর্শন বহিতে অভিব্যক্তি প্রকাশ করে স্বাক্ষর করেন। এ সময় তিনি জাহাজের সকল কর্মকর্তা ও নাবিকদের পেশাদারিত্বের ভূয়সী প্রশংসা করেন।



লেবাননে নিয়োজিত বানৌজা সংগ্রাম পরিদর্শনকালে মেরিটাইম টাস্কফোর্স কমান্ডারকে গার্ড অব অনার প্রদান

ইউনিফিল, লেবাননে নিয়োজিত বানৌজা সংগ্রামের দায়িত্বভার হস্তান্তর

১ অক্টোবর ২০২১ ইউনিফিল, লেবাননে নিয়োজিত বানৌজা সংগ্রামে কর্মরত কর্মকর্তা ও নাবিকগণ তাদের ১ বছর দায়িত্ব সমাপনান্তে ব্যানকন-১২ হিসেবে নিয়োজিত কর্মকর্তা ও নাবিকদের নিকট দায়িত্ব হস্তান্তর করেন। এমতাবস্থায় পরবর্তী ১ বছর ব্যানকন-১২ ইউএন ম্যানডেট অনুযায়ী তাদের দায়িত্ব পালন করবে। উল্লেখ্য, ইউনিফিল, লেবাননে বাংলাদেশ নৌবাহিনী ২০১০ সাল হতে বর্তমান

সময় পর্যন্ত (ব্যানকন-১ হতে ব্যানকন-১২) ইউএন ম্যানডেট অনুযায়ী অর্পিত দায়িত্ব অত্যন্ত সফলতার সাথে পালন করে আসছে।

সশস্ত্র বাহিনী দিবস উদ্‌যাপন

২১ নভেম্বর সশস্ত্র বাহিনী দিবস যথাযোগ্য মর্যাদা ও উদ্দীপনার মধ্য দিয়ে উদ্‌যাপন করা হয়েছে। ২০ নভেম্বর দিবসটি উপলক্ষে কন্টিনজেন্ট কমান্ডার ও অধিনায়ক প্রাতঃকালীন সমাবেশে মহামান্য রাষ্ট্রপতি, মাননীয় প্রধানমন্ত্রী ও নৌপ্রধানের বাণী পাঠ করেন। একই দিন বাদ জুমা ঘাঁটির মসজিদে বিশেষ

মোনাজাত অনুষ্ঠিত হয়। এছাড়া ২১ নভেম্বর অধিনায়ক সকলের উদ্দেশে সশস্ত্র বাহিনী দিবসের তাৎপর্য ও গুরুত্বের ওপর ভাষণ প্রদান করেন। দিনটি উপলক্ষে নৌ-সদস্যদের ডাইনিং হলে উন্নত মানের খাবার পরিবেশন করা হয়। অনুরূপ কর্মসূচি ব্যানএফএমইউ (জুবা ও মালাকাল) এ অনুষ্ঠিত হয়।

মেডিটেরিয়ান এরিয়া কমান্ড, তুরস্ক ও অধিনায়ক বানৌজা সংগ্রাম এর সৌজন্য সাক্ষাত

৪ নভেম্বর ২০২১ তুরস্কের মার্সিন বন্দরে অবস্থানকালীন কন্টিনজেন্ট কমান্ডার ও

অধিনায়ক বানৌজা সংগ্রাম ক্যাপ্টেন এম জাহিদ হোসেন, (ট্যাজ), এনজিপি, পিএসসি, বিএন তুরস্ক নৌবাহিনীর মেডিটেরিয়ান এরিয়া কমান্ড রিয়ার এডমিরাল ফুয়াত গেডিক এর সাথে সৌজন্য সাক্ষাৎ করেন। উক্ত সৌজন্য সাক্ষাতে প্রশিক্ষণসহ ইউনিফিল এবং বাংলাদেশ নৌবাহিনীর স্বার্থ সংশ্লিষ্ট অন্যান্য বিষয়াদির উপর আলোচনা করা হয়।

ইউনিফিল, লেবাননে বানৌজা সংগ্রামের ব্যানকন-১২ নিকট দায়িত্ব হস্তান্তর অনুষ্ঠান





ঢাকা নৌঅঞ্চলে পদোন্নতিপ্রাপ্ত কর্মকর্তাদের সংবর্ধনা অনুষ্ঠানে নৌবাহিনী প্রধান এডমিরাল এম শাহীন ইকবাল ও বেগম মনিরা রওশন ইকবাল চেয়ারম্যান বিএনএফডব্লিউএ

ঢাকা নৌঅঞ্চলে পদোন্নতিপ্রাপ্ত কর্মকর্তাদের সংবর্ধনা

বানোজা শেখ মুজিব ঘাঁটির বেলম্যান হ্যাঙ্গারে ঢাকা নৌঅঞ্চলে কর্মরত পদোন্নতিপ্রাপ্ত কর্মকর্তাদের সংবর্ধনা এবং সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয় ১ নভেম্বর ২০২১। অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে নৌবাহিনী প্রধান এডমিরাল এম শাহীন ইকবাল, এনবিপি, এনইউপি, এনডিসি, এএফডব্লিউসি, পিএসসি এবং বিশেষ অতিথি হিসেবে বানোপক সংঘের প্রেসিডেন্ট এবং বিএন লেডিস ক্লাবের প্রধান পৃষ্ঠপোষক বেগম মনিরা রওশন ইকবাল উপস্থিত ছিলেন। অনুষ্ঠানে ঢাকা নৌঅঞ্চলে কর্মরত সকল কর্মকর্তাগণ সপরিবারে উপস্থিত ছিলেন। নৌবাহিনী প্রধান এবং প্রেসিডেন্ট বানোপক সংঘ সকল পদোন্নতিপ্রাপ্ত কর্মকর্তাগণের সাথে সৌজন্য সাক্ষাৎ ও শুভেচ্ছা বিনিময় শেষে মনোজ্ঞ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান উপভোগ করেন।

নৌবাহিনী প্রধানের খুলনা নৌঅঞ্চল সফর

নৌবাহিনী প্রধান এডমিরাল শাহীন ইকবাল, এনপিপি, এনইউপি, এএফডব্লিউসি, পিএসসি ৯ ও ১০

নভেম্বর ২০২১ খুলনা নৌঅঞ্চল সফর করেন। সফর উপলক্ষে ৯ নভেম্বর বিএএফ হেলিকপ্টারযোগে বানোজা তিভুমীরে যান। এ সময় নৌবাহিনী প্রধান বানোজা তিভুমীরের নবনির্মিত প্রশাসনিক ভবন, মাল্টিপারপাস

ড্রিলশেড, বানোজা উপশম ও বয়রার নাবিক কলোনি পরিদর্শন করেন। পরে পদোন্নতিপ্রাপ্ত কর্মকর্তাদের আয়োজিত অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করেন ও খুলনা অঞ্চলের সকল কর্মকর্তা ও তাদের পরিবারবর্গের সাথে মতবিনিময়

করেন। নৌবাহিনী প্রধানের সফরের সময় কমান্ডার খুলনা নেভাল এরিয়া নৌপ্রধানের সাথে সৌজন্য সাক্ষাৎ করেন। পরে নৌবাহিনী প্রধান এরিয়া কনফারেন্স রুমে খুলনা নৌঅঞ্চলের সকল জাহাজ ও ঘাঁটিসমূহের

খুলনা নৌঅঞ্চলের সকল জাহাজ ও ঘাঁটির অধিনায়কবৃন্দের সাথে মতবিনিময় করেন নৌবাহিনী প্রধান এডমিরাল এম শাহীন ইকবাল



অধিনায়কবৃন্দের সাথে মতবিনিময় করেন।

নৌবাহিনী প্রধানের বানৌজা শের-ই বাংলা ঘাঁটি পরিদর্শন

নৌবাহিনী প্রধান এডমিরাল এম শাহীন ইকবাল, এনবিপি, এনইউপি, এনডিসি, এএফডব্লিউসি, পিএসসি ১১ অক্টোবর ২০২১ বানৌজা শের-ই বাংলা ঘাঁটি পরিদর্শন করেন। এ সময় নৌবাহিনী প্রধান ঘাঁটির বিভিন্ন প্রকল্প পরিদর্শন করে দ্রুত কাজ শেষ করার নির্দেশনা প্রদান করেন।

পবিত্র ঈদে মিলাদুন্নবী (সা.) পালন

যথাযথ ভাবগাম্ভীর্যের মধ্য দিয়ে সকল নৌঅঞ্চলে ২০ অক্টোবর পবিত্র ঈদে মিলাদুন্নবী (সা.) পালন করা হয়েছে। এ উপলক্ষে সকল নৌআঞ্চলিক মসজিদে ও নাবিক কলোনি মসজিদে বাদ জুমা বিশেষ মোনাজাত ও মিলাদ মাহফিলের আয়োজন করা হয়। মিলাদ মাহফিলের পূর্বে মহানবী (সা.) এর জীবনাদর্শের ওপর আলোচনা অনুষ্ঠিত হয়। অনুষ্ঠানে স্ব-স্ব আঞ্চলিক কমান্ডারগণ প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থেকে আলোচনায় অংশগ্রহণকারী বিজয়ীদের পুরস্কৃত করেন। এ সময় দেশ, জাতি ও নৌবাহিনীর উত্তরোত্তর সমৃদ্ধি কামনা করে বিশেষ মোনাজাত করা হয়।

ড্রাফটিং অথরিটির মতবিনিময়

বানৌজা শেখ মুজিব ঘাঁটির বেলম্যান হ্যাঙ্গারে ১০ অক্টোবর ২০২১ ড্রাফটিং অথরিটি কমন্ডার মোহাম্মদ নিজামুল হক, (ট্যাজ), এনজিপি, পিএসসি, বিএন ঢাকা নৌঅঞ্চলে কর্মরত সকল নাবিকদের সাথে মত বিনিময় করেন। এ সময় নৌসদস্যদের উদ্দেশ্যে চাকরি, নিয়োগ-বদলি, প্রশিক্ষণ, পদোন্নতি, শুভেচ্ছা সফর, জাতিসংঘের শান্তিরক্ষা মিশন ইত্যাদি বিষয়সমূহের ওপর ভাষণ ও প্রেজেন্টেশন উপস্থাপন করেন। পরে নাবিকদের বিভিন্ন প্রশ্নের জবাব দেন। ড্রাফটিং অথরিটির মতবিনিময় শেষে নাবিকদের মাঝে প্রাণচাক্ষুণ্য ও উদ্দীপনা দেখা যায়। চট্টগ্রাম ও খুলনা নৌঅঞ্চলেও একই বিষয়ে মতবিনিময় অনুষ্ঠিত হয়।

বানৌজা শেখ মুজিব ঘাঁটির কমিশনিং দিবস

বানৌজা শেখ মুজিব ঘাঁটির তৃতীয় কমিশনিং দিবস উদযাপন করা হয়েছে ৫ নভেম্বর ২০২১। কমিশনিং দিবস উপলক্ষে ঘাঁটির প্যারেড গ্রাউন্ডে কমান্ডার ঢাকা নৌঅঞ্চলের বাণী পাঠ



পটুয়াখালীতে নির্মাণাধীন বানৌজা শের-ই বাংলা ঘাঁটির বিভিন্ন প্রকল্প কাজের পরিদর্শন করেন নৌবাহিনী প্রধান

করে শোনানো হয়। এ ছাড়া ঘাঁটির বেলম্যান হ্যাঙ্গারে প্রীতিভোজের আয়োজন এবং বাদ জুমা বিশেষ মোনাজাত অনুষ্ঠিত হয়।

কমান্ডার চট্টগ্রাম নৌঅঞ্চল ও কমান্ডার বিএন ফ্লিটের বনভোজন

বিএন ফ্লিটের বার্ষিক বনভোজন ১৫ ডিসেম্বর ২০২১ অনুষ্ঠিত হয়েছে।

বনভোজনে বিএন ফ্লিটের সকল কর্মকর্তা ও নাবিকগণ সপরিবারে অংশগ্রহণ করেন। অনুষ্ঠানকে আনন্দময় করতে মনোজ্ঞ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান, বিভিন্ন আকর্ষণীয় প্রতিযোগিতা, র‍্যাফল ড্র আয়োজন করা হয়। এ ছাড়া ২২ ডিসেম্বর কমান্ডার চট্টগ্রাম নৌঅঞ্চলের অধীন সকল জাহাজ ও ঘাঁটিতে কর্মরত

কর্মকর্তা, জেসিও, পিও, নাবিকবৃন্দ, অসামরিক কর্মকর্তা ও কর্মচারী এবং তাদের পরিবারবর্গের অংশগ্রহণে এরিয়া স্পোর্টস কমপ্লেক্স মাঠে বার্ষিক বনভোজন-২০২১ অনুষ্ঠিত হয়েছে। বনভোজনে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান, খেলাধুলা ও র‍্যাফল ড্র আয়োজন করা হয়। খেলাধুলা ও র‍্যাফল ড্র অনুষ্ঠানে বিজয়ীদের মাঝে কমান্ডার চট্টগ্রাম

যথাযথ ভাবগাম্ভীর্যের মধ্যদিয়ে নৌঅঞ্চলসমূহে পবিত্র ঈদে মিলাদুন্নবী (সা.) পালিত হয়





প্রতিরক্ষা সচিব বাংলাদেশ নেভাল একাডেমির বিভিন্ন পয়েন্ট ও মডেল রুম পরিদর্শন করেন

নৌঅঞ্চল পুরস্কার বিতরণ করেন। পুরস্কার হিসেবে মোটরসাইকেল, টিভি, ফ্রিজসহ বিভিন্ন আকর্ষণীয় ব্যবহার্য জিনিসপত্র দেওয়ায় সকলের মাঝে ব্যাপক উৎসাহ-উদ্দীপনা লক্ষ করা গেছে।

প্রতিরক্ষা সচিবের বাংলাদেশ নেভাল একাডেমি পরিদর্শন

প্রতিরক্ষা সচিব সপরিবারে ১৫ অক্টোবর ২০২১ বাংলাদেশ নেভাল একাডেমি পরিদর্শন করেন। একাডেমিতে এসে পৌঁছালে কমান্ডার চট্টগ্রাম নৌঅঞ্চল ও বাংলাদেশ নেভাল একাডেমির কমান্ড্যান্ট তাঁকে স্বাগত জানান। পরে প্রতিরক্ষা সচিব বাংলাদেশ নেভাল একাডেমির বিভিন্ন পয়েন্ট ও মডেল রুম ঘুরে দেখেন। পরিদর্শন শেষে তিনি ভিজিটর বুক স্বাক্ষর করেন।

কমান্ডার বিএন ফ্লিটের বিদ্যায় স্ট্যাটিক প্যারেড ও প্রীতিভোজ

কমান্ডার বিএন ফ্লিট রিয়ার এডমিরাল এস এম আবুল কালাম আজাদ, এনজিপি, এনডিসি, পিএসসি এর বিদ্যায় উপলক্ষে ২৭ ডিসেম্বর ২০২১ বানৌজা ঈসা খান প্যারেড গ্রাউন্ডে স্ট্যাটিক প্যারেড অনুষ্ঠিত হয়। স্ট্যাটিক প্যারেডে বিএন ফ্লিটের সকল কর্মকর্তা, জেসিও, পিও, নাবিক ও অসামরিক কর্মচারীগণ উপস্থিত ছিলেন। এ সময় বিদ্যায় কমান্ডার বিএন ফ্লিট সকলের উদ্দেশে দিকনির্দেশনামূলক ভাষণ দেন।

পরে বিদ্যায় কমান্ডার বিএন ফ্লিটের সৌজন্যে বানৌজা বঙ্গবন্ধুতে প্রীতিভোজের আয়োজন করা হয়। প্রীতিভোজে বিদ্যায় ও নবনিযুক্ত কমান্ডার বিএন ফ্লিট এবং চট্টগ্রাম নৌঅঞ্চলের জ্যেষ্ঠ কর্মকর্তাগণসহ বিএন ফ্লিটের সকল জাহাজের অধিনায়কবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।

ন্যাশনাল ক্যাডেট কোর কর্মকর্তাদের বিএন ফ্লিট পরিদর্শন

মহান বিজয় দিবস ২০২১ উপলক্ষে ২২ ডিসেম্বর ভারত, শ্রীলংকা, নেপাল ও মালদ্বীপ ন্যাশনাল ক্যাডেট কোরের (এনসিসি) মহাপরিচালক, কর্মকর্তা এবং ক্যাডেটসহ ৭০ জনের একটি সফরকারী দল বানৌজা স্বাধীনতা ও বানৌজা প্রত্যাশা পরিদর্শন করেন। এ সময় প্রতিনিধি দলকে জাহাজের বিভিন্ন কার্যক্রম সম্পর্কে সম্যক ধারণা দেওয়া হয়।

লিডারশিপ বিষয়ে পরিচালক পার্সোনেল সার্ভিসেসের বক্তব্য প্রদান

পরিচালক পার্সোনেল সার্ভিসেস ক্যাপ্টেন মোহাম্মদ সাজ্জাদ হোসাইন, (জি), বিএসপি, পিএসসি, বিএন বানৌজা ঈসা খানের জেসিও'স ট্রেনিং ইনস্টিটিউটে চলমান সিপিও'স লিডারশিপ ডেভেলপমেন্ট কোর্স সি/২০২১ এ অংশগ্রহণকারী জেসিও'সদের উদ্দেশে ৭ অক্টোবর ২০২১ লিডারশিপ বিষয়ের ওপর বক্তব্য

দেন। এ সময় কোর্সে অংশগ্রহণকারী সকল জেসিও'স উপস্থিত ছিলেন।

ফৌজদারহাট ক্যাডেট কলেজ শিক্ষার্থীদের বানৌজা ঈসা খান ঘাঁটি পরিদর্শন

চট্টগ্রামের ফৌজদারহাট ক্যাডেট কলেজের ৫০ জন শিক্ষার্থী ২১ অক্টোবর ২০২১ বানৌজা ঈসা খান ট্রেনিং কমপ্লেক্সের স্কুলসমূহ, নাবিক বিনোদনকেন্দ্র ও অন্যান্য স্থাপনা পরিদর্শন করেন। এ সময় ক্যাডেটদের ঘাঁটির বিভিন্ন কর্মকাণ্ডের ওপর ব্রিফিং প্রদান করা হয়।

অফিসার্স ক্যারিয়ার প্ল্যানিংয়ের ওপর নৌসচিবের বক্তব্য প্রদান

নৌসচিব কমান্ডার মোহাম্মদ হুমায়ুন কবির, (ট্যাজ), এনজিপি, এনসিসি, পিএসসি, বিএন ৪ অক্টোবর ২০২১ বানৌজা ঈসা খান হাঙ্গারে চট্টগ্রাম নৌঅঞ্চলে কর্মরত সকল কর্মকর্তাদের উদ্দেশে 'অফিসার্স ক্যারিয়ার প্ল্যানিং' বিষয়ের ওপর বক্তব্য প্রদান করেন। পরে নৌসচিব উপস্থিত কর্মকর্তাদের প্রশ্নের উত্তর দেন।

ক্যাডেট কলেজের প্রশিক্ষণার্থীদের বিএনএ পরিদর্শন

অক্টোবর ও নভেম্বর মাসের বিভিন্ন সময়ে ফৌজদারহাট, বরিশাল, বিনাইদহ, ময়মনসিংহ, কুমিল্লা,

রাজশাহী, রংপুর ও পাবনা ক্যাডেট কলেজের প্রশিক্ষক ও প্রশিক্ষণার্থীরা বাংলাদেশ নেভাল একাডেমি পরিদর্শন করেছেন। এ সময় বাংলাদেশ নেভাল একাডেমির কমান্ড্যান্ট কমান্ডার এ কে এম আফজাল হোসেন, (সি), ওএসপি, এমফডব্লিউসি, পিএসসি, বিএন তাদেরকে স্বাগত জানান। পরে তারা একাডেমির বিভিন্ন পয়েন্ট এবং মডেল রুম ঘুরে দেখেন। এ সময় প্রশিক্ষণার্থীদেরকে বাংলাদেশ নেভাল একাডেমির প্রশিক্ষণ কার্যক্রম সম্পর্কে ব্রিফ করা হয়।

লং গানারি কোর্স কর্মকর্তাদের ৪ ইঞ্চি গান পরিদর্শন

বানৌজা ঈসা খান গানারি স্কুলের লং জি কোর্সের অফিসারগণ ১ নভেম্বর ২০২১ বাংলাদেশ নেভাল একাডেমির সিডিবি রাস্তায় স্থাপিত ৪ ইঞ্চি গান পরিদর্শন করেন। এ সময় গানারি স্কুলের প্রশিক্ষক প্রশিক্ষণার্থী কর্মকর্তাদের ৪ ইঞ্চি গান সম্পর্কে সম্যক ধারণা দেন।

বিএনএতে চিত্রাঙ্কন প্রতিযোগিতা

বাংলাদেশ নেভাল একাডেমিতে প্রশিক্ষণরত ক্যাডেটদের মধ্যে চিত্রাঙ্কন প্রতিযোগিতা ১১ নভেম্বর ২০২১ অনুষ্ঠিত হয়েছে। প্রতিযোগিতায় প্রধান অতিথি ছিলেন একাডেমির ডাইরেক্টর অব স্টাডিস। এ ছাড়া একাডেমির ট্রেনিং কমান্ডারসহ অন্য কর্মকর্তাগণও উপস্থিত ছিলেন। একাডেমির গ্রন্থাগারে আয়োজিত প্রতিযোগিতায় ক্যাডেটরা অংশগ্রহণ করেন। এ সময় প্রধান অতিথি প্রতিযোগিতায় বিজয়ীদের মাঝে পুরস্কার তুলে দেন।

বেসিক কোর্সের পাসিং আউট প্যারেড অনুষ্ঠিত

ঘাঁটির প্যারেড গ্রাউন্ডে ওডি-ইউটি ও সমমান ক্লাস ২০২১/এ ব্যাচের নাবিকদের ৩ নং পোশাকে পাসিং আউট প্যারেড অনুষ্ঠিত হয়েছে ৩০ ডিসেম্বর ২০২১। বেসিক কোর্স সম্পন্নকারী ২২৯ জন নাবিক এবং ৩ জন সেনা সদস্য প্রশিক্ষণার্থীসহ ঘাঁটির সকল অফিসার এবং শিপস কোম্পানি প্যারেডে অংশগ্রহণ করেন। ঘাঁটির অধিনায়ক প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থেকে প্যারেড পরিদর্শন এবং চৌকস নাবিকদের মাঝে সনদপত্র বিতরণ করেন। সন্ধ্যায় ইউটি রিক্রিয়েশন হলে নবীন নাবিকদের বিদ্যায় উপলক্ষে একটি মনোজ্ঞ



বানোজা শহীদ মোয়াজ্জম অধিনায়ক কর্তৃক প্রশিক্ষণার্থীদের মাঝে সনদ বিতরণ

সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান এবং ইউটি ডাইনিং হলে বিদায়ী নৈশভোজের আয়োজন করা হয়। ঘাঁটির সকল অফিসার, প্রশিক্ষক, প্রশিক্ষণার্থী এবং ভেতরে বসবাসকারী সর্বস্তরের নৌসদস্যগণ অনুষ্ঠানসমূহে উপস্থিত ছিলেন।

আইএসএসবি প্রতিনিধি দলের বিএনএ পরিদর্শন

আইএসএসবি প্রেসিডেন্টসহ একটি প্রতিনিধি দল ১৪ নভেম্বর ২০২১ বাংলাদেশ নেভাল একাডেমি পরিদর্শন করেন। পরিদর্শনকালে আইএসএসবি প্রেসিডেন্ট বাংলাদেশ নেভাল একাডেমির কমান্ড্যান্ট কমডোর এ কে এম আফজাল হোসেনের সাথে সৌজন্য সাক্ষাৎ করেন। এ সময় একাডেমির প্রশিক্ষণ সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাগণ উপস্থিত ছিলেন।

পরিচালক নৌ প্রশিক্ষণের বক্তব্য প্রদান

পরিচালক নৌ প্রশিক্ষণ কমডোর এম সাইদুর রহমান, (ট্যাজ), বিএসপি, বিসিজিএম, পিএসসি, বিএন প্রধান অতিথি হিসেবে বানোজা ইসা খান জেসিও'স ট্রেনিং ইনস্টিটিউটে চলমান সিপিও'স লিডারশিপ ডেভেলপমেন্ট কোর্স সি/২০২১ এ উপস্থিত থেকে লিডারশিপ বিষয়ে বক্তব্য দেন ৯ নভেম্বর ২০২১। এ সময় কোর্সে অংশগ্রহণকারী প্রশিক্ষণার্থীসহ প্রশিক্ষকগণ উপস্থিত ছিলেন।

সেইলর্স ক্যারিয়ার প্র্যানিং বিষয়ে বক্তব্য প্রদান

বানোজা ইসা খান ট্রেনিং কমপ্লেক্সে চলমান 'সিপিও'স লিডারশিপ

ডেভেলপমেন্ট কোর্স সি/২০২১' এ অংশগ্রহণকারী প্রশিক্ষণার্থীদের উদ্দেশে ২৩ নভেম্বর ২০২১ সেইলর্স ক্যারিয়ার প্র্যানিং বিষয়ে বক্তব্য দেন ড্রাফটিং অথরিটি কমডোর এম নিজামুল হক, (ট্যাজ), এনজিপি, পিএসসি, বিএন। এ সময় কোর্সে অংশগ্রহণকারী সকল প্রশিক্ষণার্থী উপস্থিত ছিলেন।

সশস্ত্র বাহিনী আয়কর মেলা

উন্নততর কর রাজস্ব সংস্কৃতি গড়ে তোলার লক্ষ্যে ৯ ও ১০ নভেম্বর দুই দিনব্যাপী সশস্ত্র বাহিনী বিভাগ ও জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের (এনবিআর) কর অঞ্চল-৯ এর যৌথ উদ্যোগে ঢাকা

সেনানিবাসের সেনা মালঞ্চে 'সশস্ত্র বাহিনী আয়কর মেলা-২০২১' অনুষ্ঠিত হয়েছে। সশস্ত্র বাহিনীতে কর্মরত সামরিক ও অসামরিক সদস্যদের নিরাপদে আয়কর জমাদানে সহযোগিতা প্রদানসহ প্রতিবেদন দাখিলের সুবিধার্থে ঢাকা সেনানিবাসের অভ্যন্তরে আয়কর প্রদান কার্যক্রমের আয়োজন করা হয়। এরই ধারাবাহিকতায় চট্টগ্রাম ও খুলনা নৌঅঞ্চলসমূহে নৌসদস্যগণ উৎসাহ-উদ্দীপনার মধ্য দিয়ে আয়কর প্রতিবেদন দাখিল করেন।

ঝিনাইদহ ও ময়মনসিংহ ক্যাডেট কলেজ শিক্ষার্থীদের বিএন ফ্লিট পরিদর্শন

ঝিনাইদহ ও ময়মনসিংহ ক্যাডেট কলেজের শিক্ষার্থীরা ১০ ও ১১ নভেম্বর ২০২১ বিএন ফ্লিটের অধীন বানোজা স্বাধীনতা পরিদর্শন করেন। এ ছাড়া ঝিনাইদহ ক্যাডেট কলেজের শিক্ষার্থীগণ বানোজা মধুমতি ও বানোজা দুর্জয় এবং ময়মনসিংহ ক্যাডেট কলেজের শিক্ষার্থীরা বানোজা শাপলাতে আরোহণ করে সমুদ্রে যায়। এ সময় ক্যাডেটদেরকে জাহাজের অপারেশনাল বিভিন্ন কর্মকাণ্ডের ওপর ব্রিফিং প্রদান করা হয়।

অফিসার্স পিডব্লিউ কোর্সে কমন্যাবের বক্তব্য প্রদান

বানোজা ইসা খান ট্রেনিং কমপ্লেক্সে অনুষ্ঠিত ১ম পিডব্লিউ (এন) কোর্সের

প্রশিক্ষণার্থী কর্মকর্তাদের উদ্দেশে বিভিন্ন বিষয়ে ৩০ নভেম্বর ২০২১ দিকনির্দেশনামূলক বক্তব্য প্রদান করেন কমডোর এম মইনুল হাসান, (এনডি), বিএসপি, এনসিসি, পিএসসি, বিএন। এ সময় কোর্সে অংশগ্রহণকারী সকল কর্মকর্তা উপস্থিত ছিলেন।

ডিএসসিএসসি প্রতিনিধি দলের বানোজা নির্ভীক পরিদর্শন

ডিএসসিএসসি ২০২১-২২ শিক্ষাবর্ষের বাংলাদেশ নৌবাহিনী এবং বাংলাদেশ বিমান বাহিনীর ৮৫ জন প্রশিক্ষণার্থী কর্মকর্তা ১২ অক্টোবর ২০২১ বানোজা নির্ভীক পরিদর্শন করেন। পরিদর্শনকালে প্রশিক্ষণার্থীগণ বানোজা নির্ভীকে কমান্ডোদের প্রশিক্ষণ কার্যক্রম, প্রশিক্ষণে ব্যবহৃত বিভিন্ন সরঞ্জাম এবং স্পেশাল বোটের কার্যক্রম সম্পর্কে সম্যক ধারণা নেন। এ সময় কমডোর সোয়াডস কমান্ড কমডোর এম মঞ্জুর হোসেন, (জি), বিএসপি, এনডিইউ, পিএসসি, বিএন উপস্থিত সকল প্রশিক্ষণার্থী কর্মকর্তাদের উদ্দেশে স্বাগত বক্তব্য দেন। পরে প্রশিক্ষণার্থী কর্মকর্তাদের বানোজা নির্ভীকের পক্ষ থেকে ফ্রেস্ট প্রদান করা হয়।

কমান্ডার খুলনা নেভাল এরিয়ার দায়িত্ব গ্রহণ

রিয়ার এডমিরাল এম আনোয়ার হোসেন, এনজিপি, পিসিজিএম, এনডিসি, এমফডব্লিউসি, পিএসসি ও

ঝিনাইদহ ও ময়মনসিংহ ক্যাডেট কলেজ শিক্ষার্থীদের বিএন ফ্লিট অধীনস্থ বানোজা স্বাধীনতা পরিদর্শন



নভেম্বর ২০২১ কমান্ডার খুলনা নেভাল এরিয়ার দায়িত্বভার গ্রহণ করেন। এ উপলক্ষে ৪ নভেম্বর বানোজা তিতুমীর প্যারেড গ্রাউন্ডে স্ট্যাটিক প্যারেড অনুষ্ঠিত হয়। প্যারেডে কমথুলের অধীন জাহাজ ও ঘাঁটির কর্মকর্তা, নাবিক, অসামরিক কর্মকর্তা ও কর্মচারীগণ অংশগ্রহণ করেন। দায়িত্ব গ্রহণের পর কমান্ডার খুলনা নেভাল এরিয়া ৭ ডিসেম্বর বানোজা তিতুমীর ওয়ার্ডরুমের ব্যাকুয়েট হলে খুলনা নৌঅঞ্চলের সকল কর্মকর্তার সাথে মতবিনিময় করেন।

খুলনা নৌঅঞ্চলে জাজ অ্যাডভোকেট জেনারেলের বক্তব্য প্রদান

বানোজা তিতুমীরের ফেয়ারওয়ে মাল্টিপারপাস হলে খুলনা নৌঅঞ্চলের সর্বস্তরের নৌসদস্যদের উদ্দেশে প্রচলিত আইন, তদন্ত ও বিচার এবং শুধু কর্মকর্তাদের উদ্দেশে ২৭ অক্টোবর ২০২১ তদন্ত ও বিচারিক প্রক্রিয়া সম্পর্কে বক্তব্য দেন জাজ অ্যাডভোকেট জেনারেল ই. ক্যাপ্টেন মোহাম্মদ হেলাল উদ্দিন, বিসিজিএমএস, বিএন। অনুষ্ঠানে খুলনা নৌঅঞ্চলের সকল জাহাজ ও ঘাঁটিসমূহের কর্মকর্তা, নাবিক ও অসামরিক সদস্যবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন। জাজ অ্যাডভোকেট জেনারেল নৌ-বিধিমালা অনুযায়ী যেকোনো জটিল পরিস্থিতিতে আইনি সহায়তা প্রদানের বিষয়ে আলোচনার পাশাপাশি চাকরিতে করণীয় ও বর্জনীয় বিভিন্ন আইনি বিষয়ের ওপর আলোচনা করেন।

ফ্লাইট সেফটি অফিসার কোর্স প্রশিক্ষণার্থীদের নেভাল এভিয়েশন পরিদর্শন

৬৬তম ফ্লাইট সেফটি অফিসার কোর্সের ১৫ জন প্রশিক্ষণার্থী কর্মকর্তা ও ৪ জন প্রশিক্ষক কর্মকর্তা ২১ অক্টোবর ২০২১ নেভাল এভিয়েশন পরিদর্শন করেন। পরিদর্শন চলাকালীন সময়ে প্রশিক্ষণার্থী কর্মকর্তাগণকে নেভাল এভিয়েশনের প্রশিক্ষণ, অর্গানাইজেশন, অপারেশনাল কর্মকাণ্ড ও ফ্লাইট সেফটি সম্পর্কে ব্রিফিং করা হয়।

কমান্ডার খুলনা নেভাল এরিয়ার ঝালকাঠি ফরোয়ার্ড বেইজ পরিদর্শন

কমান্ডার খুলনা নেভাল এরিয়া কমডোর আব্দুল্লাহ আল মামুন চৌধুরী, (এন) বিএসপি, এনডিসি, পিএসসি, বিএন ও অক্টোবর ২০২১ ঝালকাঠি ফরোয়ার্ড বেইজ পরিদর্শন করেন। পরিদর্শন শেষে বেইজের অবকাঠামোগত উন্নয়ন, নৌবাহিনীর উন্নয়নের সাথে ফরোয়ার্ড বেইজের যথাযথ ব্যবহার ও যুগোপযোগী পরিকল্পনা বাস্তবায়নের লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় দিকনির্দেশনা প্রদান করেন।

কমান্ডার খুলনা নেভাল এরিয়ার বানোজা শের-ই বাংলা পরিদর্শন

কমান্ডার খুলনা নেভাল এরিয়া ৮ অক্টোবর ২০২১ 'বানোজা শের-ই বাংলা' শীর্ষক প্রকল্পের বিভিন্ন উন্নয়নমূলক কর্মকাণ্ড পরিদর্শন করেন। এ সময় তিনি নবনির্মিত শের-ই বাংলা

ঘাঁটির বিভিন্ন প্রকল্পের কাজ পরিদর্শন করেন এবং প্রকল্প কাজের অগ্রগতি সম্পর্কে খোঁজখবর নেন। কমান্ডার খুলনা নেভাল এরিয়া ঘাঁটির উন্নয়নমূলক কর্মকাণ্ডকে আরও গতিশীল করার জন্য বিভিন্ন দিকনির্দেশনা প্রদান করেন।

অসামরিক কর্মচারী পরিদর্শনের পরিচালকের মতবিনিময়

ফেয়ারওয়ে মাল্টিপারপাস হলে ৪ অক্টোবর ২০২১ অসামরিক কর্মচারী পরিদর্শনের পরিচালক (ডিসিপি) মো. হুমায়ুন শরীফ খুলনা নৌঅঞ্চলের অসামরিক কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের সাথে মত বিনিময় করেন। মতবিনিময় অনুষ্ঠানে উল্লেখযোগ্য সংখ্যক অসামরিক কর্মকর্তা ও কর্মচারী উপস্থিত ছিলেন। ডিসিপি অসামরিক কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের চাকরিতে মনোবল ধরে রেখে ক্যারিয়ার উন্নত করার বিষয়ে বিভিন্ন দিকনির্দেশনা প্রদান করেন। তাঁর উন্মুক্ত আলোচনা ও প্রশ্নোত্তরের ফলে এ নৌঅঞ্চলের উপস্থিত সকল স্তরের অসামরিক কর্মকর্তা ও কর্মচারীবৃন্দ তাঁদের প্রয়োজনীয় সমস্যার সমাধান লাভ করেন ও ভবিষ্যতে বাংলাদেশ সামরিক সদস্যদের সাথে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে এক সাথে কাজ করে যাওয়ার প্রত্যয় ব্যক্ত করেন।

কমান্ডার খুলনা নেভাল এরিয়ার সোলাম পরিদর্শন

কমান্ডার খুলনা নেভাল এরিয়া রিয়ার এডমিরাল এম অনোয়ার হোসেন,

এনজিপি, পিসিজিএম, এনডিসি, এএফডব্লিউসি, পিএসসি ৮ নভেম্বর ২০২১ সোলাম ঘাঁটির প্রস্তাবিত গার্ডরুম ও মসজিদের জন্য নির্ধারিত স্থান, নির্মাণাধীন ১০ তলা ট্রেনিং ব্লক ও প্যারেড গ্রাউন্ড পরিদর্শন করেন। পরিদর্শনকালে তিনি উন্নয়নমূলক কাজসমূহ যথাসময়ে সমাপ্তির জন্য নির্দেশনা প্রদান করেন। এ ছাড়া কমান্ডার খুলনা নেভাল এরিয়া সোলামে প্রশিক্ষণের ব্যাপারে বিভিন্ন দিকনির্দেশনা প্রদান করেন।

নবীন নাবিকদের খুলনা শিপইয়ার্ড পরিদর্শন

বি/২০২১ ব্যাচের নবীন নাবিকগণ ৪ ও ৫ সেপ্টেম্বর ২০২১ খুলনা শিপইয়ার্ড পরিদর্শন করেন। এ সময় নবীন নাবিকদের সাথে কর্মকর্তা ও প্রশিক্ষকগণ ছিলেন। শিপইয়ার্ড পরিদর্শনকালে প্রত্যেক শপ-শাখার ওআইসিগণ তাঁদের ব্রিফিং করেন। এ সময় শিপইয়ার্ডের পক্ষ থেকে পরিদর্শনকারীদের শুভেচ্ছা উপহার প্রদান করা হয়।

পাবনা ক্যাডেট কলেজ শিক্ষার্থীদের খুলনা শিপইয়ার্ড পরিদর্শন

পাবনা ক্যাডেট কলেজের দ্বাদশ শ্রেণির শিক্ষা সফর উপলক্ষে কলেজের অধ্যক্ষ, অ্যাডজুটেন্ট, ফ্যাকাশ্টি মেম্বর, ক্যাডেট ও কর্মচারীসহ ৬৭ জনের একটি প্রতিনিধি দল ১২ অক্টোবর ২০২১ খুলনা শিপইয়ার্ড পরিদর্শন করেন। শিপইয়ার্ড পরিদর্শনকালে প্রত্যেক শপ-শাখার ওআইসিগণ প্রশিক্ষণার্থীদের ব্রিফিং করেন।

কমান্ডার খুলনা নেভাল এরিয়ার সোলাম পরিদর্শন

কমান্ডার খুলনা নেভাল এরিয়া রিয়ার এডমিরাল এম অনোয়ার হোসেন, এনজিপি, পিসিজিএম, এনডিসি, এএফডব্লিউসি, পিএসসি ২ ডিসেম্বর ২০২১ নৌঘাঁটি সোলাম পরিদর্শন করেন। পরিদর্শনকালে তিনি ঘাঁটির প্রস্তাবিত গার্ডরুম, মেইন গেট ও মসজিদের জন্য নির্ধারিত স্থান, নির্মাণাধীন ১০ তলা ট্রেনিং ব্লক ও প্যারেড গ্রাউন্ড পরিদর্শন করেন এবং সকল উন্নয়নমূলক কাজসমূহ যথাসময়ে সমাপ্তির জন্য নির্দেশ দেন। এ ছাড়া তিনি এস এম ব্যারাকের সম্মুখে একটি ফলদ বৃক্ষ রোপণ করেন। পরে তিনি সকল কর্মকর্তা ও নাবিকদের ঘাঁটির সার্বিক উন্নয়নে এবং প্রশিক্ষণের বিষয়ে দিকনির্দেশনা প্রদান করেন।

খুলনা শিপইয়ার্ড পরিদর্শনকালে বি/২০২১ ব্যাচের নবীন নাবিকগণ





জাতির পিতার জন্মশতবার্ষিকী ও স্বাধীনতার সূবর্ণজয়ন্তী উপলক্ষে চিত্রা নদীতে শেখ রাসেল জাতীয় দূরপাল্লা সাঁতার প্রতিযোগিতার সমাপনী দিনে বিজয়ীদের মাঝে নৌবাহিনী প্রধান এডমিরাল এম শাহীন ইকবাল

চিত্রা নদীতে শেখ রাসেল জাতীয় দূরপাল্লার সাঁতার প্রতিযোগিতা

জাতির পিতার জন্মশতবার্ষিকী ও স্বাধীনতার সূবর্ণজয়ন্তী উপলক্ষে ৭ নভেম্বর ২০২১ নড়াইলের চিত্রা নদীতে 'শেখ রাসেল ১৮তম জাতীয় দূরপাল্লা সাঁতার প্রতিযোগিতা-২০২১' অনুষ্ঠিত হয়েছে। বাংলাদেশ সুইমিং ফেডারেশনের উদ্যোগে আয়োজিত এ প্রতিযোগিতায় প্রধান অতিথি ছিলেন বাংলাদেশ সুইমিং ফেডারেশনের সভাপতি ও নৌবাহিনী প্রধান এডমিরাল এম শাহীন ইকবাল, এনবিপি, এনইউপি, এনডিসি, এএফডব্লিউসি, পিএসসি। প্রতিযোগিতা শেষে প্রধান অতিথি বিজয়ীদের মধ্যে পুরস্কার বিতরণ করেন। অনুষ্ঠানে সাইফ পাওয়ারটেক লিমিটেডের ব্যবস্থাপনা পরিচালক, নড়াইলের পুলিশ সুপার প্রবীর কুমার রায় ও নড়াইলের জেলা প্রশাসক মোহাম্মদ হাবিবুর রহমানসহ জাতীয় সুইমিং ফেডারেশনের কর্মকর্তা, বাংলাদেশ নৌবাহিনীর কর্মকর্তা, বিপুল সংখ্যক সাঁতারু ও সাধারণ দর্শক উপস্থিত ছিলেন। চূড়ান্ত প্রতিযোগিতায় দেশের বিভিন্ন অঞ্চল থেকে নির্বাচিত বিভিন্ন বয়সের ৭ জন পুরুষ সাঁতারু এবং ৭ জন মহিলা সাঁতারু অংশগ্রহণ করে। পুরুষ সাঁতারুরা চিত্রা নদীর নায়ের বাড়ি ঘাট থেকে রূপগঞ্জ বাঁধাঘাট পর্যন্ত প্রায় ১০ কিলোমিটার সাঁতারে অংশ নেয়। প্রতিযোগিতায় সেনাবাহিনীর ফয়সাল আহমেদ ১ ঘণ্টা ৩ মিনিট ১৭ সেকেন্ড

সময় নিয়ে প্রথম, নৌবাহিনীর পলাশ চৌধুরী ১ ঘণ্টা ৪ মিনিট সময় নিয়ে দ্বিতীয় এবং কাজল মিয়া ১ ঘণ্টা ৫ মিনিট সময় নিয়ে তৃতীয় স্থান অধিকার করেছে। মহিলা সাঁতারুরা চিত্রা নদীর রতভাঙ্গা ঘাট থেকে রূপগঞ্জ বাঁধাঘাট পর্যন্ত প্রায় ৮ কিলোমিটার সাঁতারে অংশ নেয়। প্রতিযোগিতায় নৌবাহিনীর সোনিয়া আক্তার ৫৮ মিনিট ৫০ সেকেন্ড সময় নিয়ে প্রথম, সেনাবাহিনীর মুক্তি খাতুন ১ ঘণ্টা ৪৩ সেকেন্ড সময় নিয়ে দ্বিতীয় এবং নৌবাহিনীর সুরাইয়া আক্তার ১ ঘণ্টা ২ মিনিট ৪০ সেকেন্ড সময় নিয়ে তৃতীয় স্থান অধিকার করেন।

পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি বলেন, প্রান্তিক পর্যায়ে দেশে অনেক প্রতিভা লুকিয়ে আছে। নদীমাতৃক বাংলাদেশে মানুষ ছোটবেলা থেকেই এক একজন সাঁতারু। সুপ্ত প্রতিভাগুলোকে খুঁজে বের করতেই এ উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। এ ধরনের উদ্যোগের মাধ্যমে নতুন নতুন সাঁতারু খুঁজে পাওয়া সম্ভব হবে।

এর আগে ২৭ অক্টোবর ২০২১ মিরপুরে সৈয়দ নজরুল ইসলাম জাতীয় সুইমিং কমপ্লেক্সে উন্মুক্ত বাছাইয়ের মাধ্যমে চূড়ান্তভাবে সাঁতারু নির্বাচন করা হয়।

বঙ্গবন্ধু জাতীয় বয়সভিত্তিক সাঁতার ও ডাইভিং প্রতিযোগিতা

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবার্ষিকী উদ্‌যাপন

উপলক্ষে ৩ অক্টোবর ২০২১ বাংলাদেশ সুইমিং ফেডারেশনের ব্যবস্থাপনায় সাইফ পাওয়ারটেক 'বঙ্গবন্ধু ৩৪তম জাতীয় বয়সভিত্তিক সাঁতার ও ডাইভিং প্রতিযোগিতা-২০২১' এর উদ্বোধন করেন বাংলাদেশ সুইমিং ফেডারেশনের সভাপতি ও নৌবাহিনী প্রধান এডমিরাল এম শাহীন ইকবাল, এনবিপি, এনইউপি, এনডিসি, এএফডব্লিউসি, পিএসসি। ৩ থেকে ৫ অক্টোবর ২০২১ পর্যন্ত ঢাকার মিরপুর সৈয়দ নজরুল ইসলাম জাতীয় সুইমিং কমপ্লেক্সে

প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়। এ সময় নৌপ্রধান সুইমিং কমপ্লেক্সে সাঁতারুদের জন্য নির্মিত 'বাংলাদেশ সুইমিং ফেডারেশন জিমেনেশিয়াম' উদ্বোধন করেন। অনুষ্ঠানে বাংলাদেশ সুইমিং ফেডারেশনের উর্ধ্বতন কর্মকর্তা ও প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণকারী সাঁতারুরা উপস্থিত ছিলেন। প্রতিযোগিতায় বিভাগীয় ক্রীড়া সংস্থা, জেলা ক্রীড়া সংস্থা, সুইমিং ক্লাব, শিক্ষা বোর্ড, বিকেএসপি, বাংলাদেশ আনসার ও বাংলাদেশ পুলিশসহ মোট ৯০টি টিমের প্রায় ৩০০ জন খেলোয়াড়, ১১০ জন টিম অফিশিয়াল ও ১০০ জন মিট অফিশিয়ালসহ মোট ৫১০ জন অংশগ্রহণ করেন।

বয়সভিত্তিক সাঁতার প্রতিযোগিতায় বালক ও বালিকাদের মধ্যে ৫টি গ্রুপে অনূর্ধ্ব ১০ বছর, ১১ থেকে ১২ বছর, ১৩ থেকে ১৪ বছর, ১৫ থেকে ১৭ বছর ও ১৮ থেকে ২০ বছর বয়সী সাঁতারুরা অংশগ্রহণ করেন। প্রতিযোগিতায় ৩ দিনে সাঁতারে ১০০টি ইভেন্ট ও ডাইভিংয়ে ৩টি ইভেন্ট (১ মিটার স্প্রিং বোর্ড, ৩ মিটার স্প্রিং বোর্ড ও ৫ মিটার ফ্ল্যাটফর্ম ডাইভিং) মোট ১০৩টি ইভেন্ট অনুষ্ঠিত হয়। প্রতিযোগিতার ১ম দিনে ১০০ মিটার ফ্রি স্টাইল (১১-১২) বিভাগে বিকেএসপির পলি খাতুন ১ম, বালক বিভাগে বিকেএসপির শুভ্র মিয়া ১ম, ১৫ থেকে ১৭ বছর বিভাগে বাংলাদেশ আনসারের মোছাম্মত মুক্তা খাতুন ১ম, বালক বিভাগে বিকেএসপির মো. তোফায়েল ১ম, ১০০ মিটার ব্রেস্ট স্ট্রোক ১৮ থেকে ২০ বছর বিভাগে বাংলাদেশ আনসারের মোছাম্মত মুক্তি

বঙ্গবন্ধু জাতীয় বয়সভিত্তিক সাঁতার ও ডাইভিং প্রতিযোগিতার বিজয়ীদের মাঝে নৌবাহিনী প্রধান এডমিরাল এম শাহীন ইকবাল





বানৌজা ঈসা খান এ অনুষ্ঠিত বাংলাদেশ নৌবাহিনীর বার্ষিক 'টেনিস ও স্কোয়াশ প্রতিযোগিতা-২০২১' এর সমাপনী দিনে নৌবাহিনী প্রধান এডমিরাল এম শাহীন ইকবাল ও বিএনএফডব্লিউএ এর প্রেসিডেন্ট বেগম মনিরা রওশন ইকবাল

খাতুন ১ম এবং ঢাকা অ্যাকুয়াটিকস ক্লাবের ওমর আলী ১ম স্থান লাভ করেন। প্রতিযোগিতার সমাপনী দিনে বিজয়ীদের মাঝে পুরস্কার বিতরণ করা হয়।

বার্ষিক টেনিস ও স্কোয়াশ প্রতিযোগিতা

বাংলাদেশ নৌবাহিনীর বার্ষিক 'টেনিস ও স্কোয়াশ প্রতিযোগিতা-২০২১' এর সমাপনী অনুষ্ঠান ৪ ডিসেম্বর ২০২১ চট্টগ্রামের বানৌজা ঈসা খান এরিয়া টেনিস ও স্কোয়াশ কমপ্লেক্সে অনুষ্ঠিত হয়েছে। প্রতিযোগিতার সমাপনী দিনে প্রধান অতিথি হিসেবে বাংলাদেশ নৌবাহিনী পরিবার কল্যাণ সংঘের প্রেসিডেন্ট বেগম মনিরা রওশন ইকবাল উপস্থিত থেকে খেলা উপভোগ করেন এবং বিজয়ীদের মাঝে পুরস্কার বিতরণ করেন। এ সময় নৌবাহিনী প্রধান এডমিরাল এম শাহীন ইকবাল উপস্থিত ছিলেন। অনুষ্ঠানে অন্যদের মধ্যে চট্টগ্রাম নৌ অঞ্চলের আঞ্চলিক কমান্ডারগণসহ পদস্থ সামরিক ও অসামরিক কর্মকর্তা উপস্থিত থেকে খেলা উপভোগ করেন। চার দিনব্যাপী আয়োজিত প্রতিযোগিতায় ঢাকা, চট্টগ্রাম, খুলনা ও মোংলা অঞ্চলের সমন্বয়ে গঠিত মোট ৫টি দল অংশগ্রহণ করে। সমাপনী দিনে টেনিস একক প্রতিযোগিতায় লেফটেন্যান্ট কমান্ডার শাহিল রহমান ০২-০০ সেটে লেফটেন্যান্ট কমান্ডার সৈয়দ ফজলে রাব্বীকে পরাজিত করেন। টেনিস দ্বৈত প্রতিযোগিতায় কমান্ডার

এম সাইফুর রহমান ও লেফটেন্যান্ট কমান্ডার শাহিল রহমান জুটি কমান্ডার ইমতিয়াজ উদ্দিন ও লেফটেন্যান্ট কমান্ডার সৈয়দ ফজলে রাব্বী জুটিকে ০২-০০ সেটে পরাজিত করে শিরোপা লাভ করেন। এ ছাড়া ডেটেরান টেনিসের দ্বৈত খেলায় এডমিরাল এম শাহীন ইকবাল ও রিয়ার এডমিরাল এম লোকমানুর রহমান জুটি রিয়ার এডমিরাল এস এম আবুল কালাম আজাদ ও কমান্ডার আব্দুল্লাহ-আল-মাকসুস

জুটিকে ০৬-০৩ সেটে পরাজিত করে বিজয়ী হন। স্কোয়াশ প্রতিযোগিতায় কমান্ডার এম মোস্তাফিজুর রহমান কমান্ডার এহতেশামুল হককে ০৩-০১ সেটে পরাজিত করেন।

মুজিববর্ষ আন্তঃবাহিনী কাবাডি প্রতিযোগিতা

মুজিববর্ষ উদযাপনের অংশ হিসেবে বাংলাদেশ বিমান বাহিনীর সার্বিক

তত্ত্বাবধানে আয়োজিত আন্তঃবাহিনী কাবাডি প্রতিযোগিতা-২০২১ এর সমাপনী ও পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠান ২ ডিসেম্বর ২০২১ যশোরে বিমান বাহিনী খাঁটি বীরশ্রেষ্ঠ মতিউর রহমানে অনুষ্ঠিত হয়। চূড়ান্ত খেলায় বাংলাদেশ নৌবাহিনী দল ৩৫-২৪ পয়েন্টের ব্যবধানে বাংলাদেশ বিমান বাহিনী দলকে পরাজিত করে চ্যাম্পিয়ন হওয়ার গৌরব অর্জন করে। প্রতিযোগিতায় বাংলাদেশ নৌবাহিনী দলের এল টপ

মুজিববর্ষ আন্তঃবাহিনী কাবাডি প্রতিযোগিতায় চ্যাম্পিয়ন হওয়ার গৌরব অর্জন করে বাংলাদেশ নৌবাহিনী



এম তুহিন তরফদার অনবদ্য ক্রীড়া নৈপুণ্য প্রদর্শনের জন্য শ্রেষ্ঠ কাবাডি খেলোয়াড় হওয়ার গৌরব অর্জন করেন। সমাপনী দিনে সহকারী বিমান বাহিনী প্রধান (পরিকল্পনা) এয়ার ভাইস মার্শাল এ এইচ এম ফজলুল হক, বিবিপি, বিএসপি, এনডিইউ, এএফডব্লিউসি, পিএসসি প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থেকে খেলা উপভোগ এবং বিজয়ীদের মাঝে পুরস্কার বিতরণ করেন। অনুষ্ঠানে তিন বাহিনীর উর্ধ্বতন কর্মকর্তা এবং বিভিন্ন পদবির সদস্যবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন। পাঁচ দিনব্যাপী অনুষ্ঠিত এ প্রতিযোগিতায় বাংলাদেশ সেনাবাহিনী, বাংলাদেশ নৌবাহিনী ও বাংলাদেশ বিমান বাহিনী দল অংশগ্রহণ করে।

ঢাকায় টেনিস ও স্কোয়াশ প্রতিযোগিতা

ঢাকা নৌ অঞ্চলের টেনিস ও স্কোয়াশ প্রতিযোগিতা বানোজা শেখ মুজিব ঘাঁটির তত্ত্বাবধানে ৩ থেকে ৮ নভেম্বর ২০২১ নৌসদর টেনিস ও স্কোয়াশ কমপ্লেক্সে অনুষ্ঠিত হয়েছে। প্রতিযোগিতার সমাপনী দিনে প্রধান অতিথি হিসেবে বানোপক সংঘের প্রেসিডেন্ট এবং বিএন লেডিস ক্লাবের প্রধান পৃষ্ঠপোষক বেগম মনিরা রওশন ইকবাল এবং বিশেষ অতিথি হিসেবে ছিলেন নৌবাহিনী প্রধান এডমিরাল এম শাহীন ইকবাল, এনবিপি, এনইউপি, এনডিসি, এএফডব্লিউসি, পিএসসি উপস্থিত ছিলেন। এ সময় প্রধান অতিথি প্রতিযোগিতায় বিজয়ীদের মাঝে পুরস্কার বিতরণ করেন। অনুষ্ঠানে ঢাকা নৌ অঞ্চলের সকল কর্মকর্তাগণ সত্বক উপস্থিত ছিলেন।

বিএন ফ্লিট আন্তঃজাহাজ টেনিস ও স্কোয়াশ প্রতিযোগিতা

বিএন ফ্লিট আন্তঃজাহাজ 'টেনিস ও স্কোয়াশ প্রতিযোগিতা-২০২১' চট্টগ্রাম নৌ অঞ্চলের আঞ্চলিক টেনিস ও স্কোয়াশ কমপ্লেক্সে ৭ নভেম্বর ২০২১



বাংলাদেশ নৌবাহিনীর বার্ষিক 'টেনিস ও স্কোয়াশ প্রতিযোগিতা-২০২১' এর স্কোয়াশ চ্যাম্পিয়নের হাতে পুরস্কার তুলে দেন বিএনএফডব্লিউএ প্রেসিডেন্ট বেগম মনিরা রওশন ইকবাল

অনুষ্ঠিত হয়েছে। প্রতিযোগিতায় কমান্ডার বিএন ফ্লিটের জাহাজসমূহ অংশগ্রহণ করে। প্রতিযোগিতার সমাপনী দিনে প্রধান অতিথি হিসেবে ক্যাপ্টেন এম জিন্নুর রহিম খান, (ট্যাজ), এএফডব্লিউসি, পিএসসি, বিএন উপস্থিত ছিলেন। টেনিস প্রতিযোগিতায় একক টেনিসে কমান্ডার এস তৌহিদুল হক ভূঁইয়া, (ট্যাজ), বিএন এবং দ্বৈত টেনিসে কমান্ডার রেজাউল হোসেন, (সি), বিএন ও কমান্ডার এস তৌহিদুল হক ভূঁইয়া, (ট্যাজ), বিএন চ্যাম্পিয়ন হওয়ার গৌরব অর্জন করেন। এ ছাড়া স্কোয়াশ প্রতিযোগিতায় লে. কমান্ডার এম এমদাদ উল্লাহ মাহান, (এনডি), বিএন চ্যাম্পিয়ন হওয়ার গৌরব অর্জন করেন। প্রতিযোগিতা শেষে প্রধান অতিথি বিজয়ীদের মাঝে পুরস্কার বিতরণ করেন।

সামরিক ও অসামরিক নৌসদস্যদের মধ্যে ফুটবল প্রতিযোগিতা

বানোজা দ্বীপা খান ঘাঁটির ব্যবস্থাপনায় ২৪ অক্টোবর ২০২১ এরিয়া স্পোর্টস কমপ্লেক্সে চট্টগ্রামে কর্মরত সামরিক ও

অসামরিক নৌসদস্যদের মধ্যে প্রীতি ফুটবল প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়েছে। এ সময় কমান্ডার চট্টগ্রাম নৌ অঞ্চল প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন। প্রতিযোগিতায় সামরিক দল ২-০ গোলে জয় লাভ করে। প্রীতি ফুটবল ম্যাচে ঘাঁটির সকল সামরিক-অসামরিক কর্মকর্তা, কর্মচারী এবং নাবিকবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন। প্রতিযোগিতা শেষে প্রধান অতিথি বিজয়ীদের মাঝে পুরস্কার বিতরণ করেন।

বিএনএ আন্তঃটপ ফুটবল প্রতিযোগিতা

বাংলাদেশ নেভাল একাডেমিতে ক্যাডেটদের মাঝে তিন দিনব্যাপী ফুটবল প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়েছে। প্রতিযোগিতায় আন্তঃটপ ডিভিশনে ফক্সল, মেইনটপ এবং কোয়ার্টারডেক অংশগ্রহণ করে। ২৪ অক্টোবর ২০২১ ফাইনাল খেলায় কোয়ার্টারডেক ডিভিশন বিজয়ী হওয়ার গৌরব অর্জন করে। এ সময় ক্যাডেটদের সাথে বাংলাদেশ নেভাল একাডেমির কর্মকর্তারাও অংশগ্রহণ করেন। প্রধান

অতিথি হিসেবে সমাপনী অনুষ্ঠানে বাংলাদেশ নেভাল একাডেমির জেএসটিআইয়ের পরিচালক ক্যাপ্টেন কাজী সাকিব হোসাইন, (ট্যাজ), পিএসসি, বিএন উপস্থিত ছিলেন।

বাংলাদেশ নৌবাহিনী বাস্কেটবল প্রতিযোগিতা

'বাংলাদেশ নৌবাহিনী বাস্কেটবল প্রতিযোগিতা-২০২১' খুলনার নৌবাহিনী ঘাঁটি বানোজা তিতুমীর বাস্কেটবল মাঠে ২৮ অক্টোবর ২০২১ শেষ হয়েছে। বানোজা তিতুমীরের সার্বিক ব্যবস্থাপনায় ২৪ অক্টোবর প্রতিযোগিতা শুরু হয়। প্রতিযোগিতায় ঢাকা, চট্টগ্রাম ও খুলনা নৌ অঞ্চলের বিভিন্ন জাহাজ ও ঘাঁটির মোট ৮টি দল অংশগ্রহণ করে। রাউন্ড রবীন লিগ পদ্ধতিতে অনুষ্ঠিত প্রতিযোগিতার সমাপনী দিনে কমখুল দল ও স্পেশাল কমান্ড দলের মধ্যে ফাইনাল খেলা অনুষ্ঠিত হয়। কমখুল দল ৪০ পয়েন্ট পেয়ে চ্যাম্পিয়ন ও স্পেশাল কমান্ড দল ৩৪ পয়েন্ট পেয়ে রানারআপ হওয়ার গৌরব অর্জন করে। বিজয়ী দলের লে. এম জিয়া উদ্দিন, (এস), বিএনডিআর (পি. ই. ২৮২৬) প্রতিযোগিতায় শ্রেষ্ঠ খেলোয়াড় নির্বাচিত হন। সমাপনী দিনে কমান্ডার খুলনা নেভাল এরিয়া কমডোর আবদুল্লাহ আল-মামুন চৌধুরী, (এন), বিএসপি, এনডিসি, পিএসসি, বিএন, প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থেকে খেলা উপভোগ করেন এবং চ্যাম্পিয়ন ও রানারআপ দলের মাঝে পুরস্কার বিতরণ করেন।

কমান্ডার খুলনা নেভাল এরিয়া টেনিস ও স্কোয়াশ প্রতিযোগিতা

বানোজা তিতুমীরের ব্যবস্থাপনায় ৩১ অক্টোবর থেকে ৪ নভেম্বর ২০২১ কমান্ডার খুলনা নেভাল এরিয়া টেনিস ও স্কোয়াশ প্রতিযোগিতা-২০২১ অনুষ্ঠিত হয়েছে। অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন কমান্ডার খুলনা

বানোজা দ্বীপা খান ঘাঁটির ব্যবস্থাপনায় সামরিক ও অসামরিক নৌসদস্যদের মধ্যে ফুটবল খেলার একাংশ



বাংলাদেশ নেভাল একাডেমিতে অনুষ্ঠিত কমচিট কাপ বাল্কেটবল প্রতিযোগিতায় নৌসদস্যবৃন্দ

নেভাল এরিয়া রিয়ার এডমিরাল এম আনোয়ার হোসেন, এনজিপি, পিসিজিএম, এনডিসি, এএফডব্লিউসি, পিএসসি। একক প্রতিযোগিতায় কমডোর মোহাম্মদ আব্দুল ওয়াদুদ তরফদার, (সি), এনপিপি, পিএসসি, বিএন এবং দ্বৈত প্রতিযোগিতায় কমডোর মোহাম্মদ আব্দুল ওয়াদুদ তরফদার, (সি), এনপিপি, পিএসসি, বিএন ও কমান্ডার এম আনিসুর রহমান, (জি), পিসিজিএমএস, পিএসসি, বিএন চ্যাম্পিয়ন হওয়ার গৌরব অর্জন করে। স্কোয়াশ প্রতিযোগিতায় লে. কমান্ডার এম ফরহাদ হোসাইন শামীম, (জি), বিএন চ্যাম্পিয়ন হওয়ার গৌরব অর্জন করেন।

বিএনএ আন্তঃটপ সাতার প্রতিযোগিতা

বাংলাদেশ নেভাল একাডেমিতে প্রশিক্ষণরত প্রশিক্ষার্থীদের আন্তঃটপ সাতার প্রতিযোগিতা ২ নভেম্বর ২০২১ অনুষ্ঠিত হয়েছে। প্রতিযোগিতায় তিনটি

টপে বিভক্ত হয়ে প্রতিযোগীরা অংশগ্রহণ করেন। সমাপনী অনুষ্ঠানে বিএনএ ট্রেনিং কমান্ডার অতিথি হিসেবে উপস্থিত থেকে বিজয়ীদের মাঝে পুরস্কার বিতরণ করেন।

বিএন স্কুল এন্ড কলেজসমূহে শেখ রাসেল দিবস পালন

‘দীপ্ত জয়োল্লাস, অদম্য আত্মবিশ্বাস’ এই প্রতিপাদ্য নিয়ে ১৮ অক্টোবর ২০২১ বিএন কলেজ ঢাকায় প্রথমবারের মতো জাতীয়ভাবে ‘শেখ রাসেল দিবস’ হিসেবে উদ্‌যাপন করা হয়েছে। দিবসটি উপলক্ষে শেখ রাসেলের জীবনীর ওপর ‘স্মৃতির পাতায় শেখ রাসেল’ শিরোনামে রচনা প্রতিযোগিতা এবং ফেসবুক লাইভ সম্ভ্রমারে শেখ রাসেলের জীবনের ওপর প্রামাণ্যচিত্র প্রদর্শন, দোয়া, আলোচনা ও পুরস্কার বিতরণ অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান, শেখ রাসেল ও তাঁর পরিবারের শাহাদতবরণকারী সদস্যদের আত্মার

মাগফিরাত কামনা করে বিশেষ দোয়া করা হয়। এ ছাড়া ৩০ অক্টোবরের মধ্যে জাতীয় কর্মসূচির সাথে সামঞ্জস্য রেখে শেখ রাসেল দিবস উপলক্ষে ‘শেখ রাসেল দেয়ালিকা’ প্রকাশ করা হয়। শেষে অনলাইনে আয়োজিত রচনা প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণকারী বিজয়ী শিক্ষার্থীদের নাম ঘোষণা ও পুরস্কার প্রদান করা হয়। একই কর্মসূচি চট্টগ্রাম ও খুলনা বিএন স্কুল এন্ড কলেজের উদ্যোগেও পালিত হয়েছে।

কমচিট কাপ বাল্কেটবল প্রতিযোগিতা

বাংলাদেশ নেভাল একাডেমিতে কমচিট কাপ বাল্কেটবল প্রতিযোগিতা ১৩ অক্টোবর ২০২১ অনুষ্ঠিত হয়েছে। প্রতিযোগিতায় ৪টি দল যথাক্রমে সাদা, লাল, হলুদ ও নীল অংশগ্রহণ করে। প্রতিযোগিতার ফাইনাল খেলায় সাদা দল লাল দলকে ২৩ গোলের ব্যবধানে পরাজিত করে। সমাপনী অনুষ্ঠানে

প্রধান অতিথি হিসেবে বাংলাদেশ নেভাল একাডেমির কমান্ড্যান্ট কমডোর এ কে এম আফজাল হোসেন, (সি), ওএসপি, এমফডব্লিউসি, পিএসসি, বিএন উপস্থিত থেকে বিজয়ীদের মাঝে পুরস্কার বিতরণ করেন।

সিএসডি কাপ ক্রিকেট প্রতিযোগিতা

বিএন ডকইয়ার্ডের তত্ত্বাবধানে ডকইয়ার্ড স্পোর্টস গ্রাউন্ডে ‘সিএসডি কাপ ক্রিকেট প্রতিযোগিতা-২০২১’ অনুষ্ঠিত হয়েছে ২৬ নভেম্বর ২০২১। প্রতিযোগিতায় সিএসডি পরিচালিত জাহাজ ও যানটির সমন্বয়ে গঠিত ৪টি দল অংশগ্রহণ করে। খেলার সমাপনী দিনে ডায়নামিক ও টারবাইন ডাইনামাইটসের মধ্যে চূড়ান্ত প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়। প্রতিযোগিতায় টারবাইন ডাইনামাইটস বিজয়ী হওয়ার গৌরব অর্জন করে। এ সময় প্রধান অতিথি হিসেবে কমডোর সুপারিনটেন্ডেন্ট ডকইয়ার্ড উপস্থিত থেকে বিজয়ী ও রানার্সআপ দলের মাঝে পুরস্কার বিতরণ করেন।

বিএন স্কুল এন্ড কলেজসমূহে সশস্ত্র বাহিনী দিবস উদ্‌যাপন

মহান মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় উদ্বুদ্ধ ও উজ্জীবিত হয়ে বিএন স্কুল এন্ড কলেজ এবং নেভি অ্যাংকরেজ স্কুল অ্যান্ড কলেজের উদ্যোগে যথাযথ মর্যাদা ও উৎসাহ-উদ্দীপনার মধ্য দিয়ে ‘সশস্ত্র বাহিনী দিবস-২০২১’ উদ্‌যাপন করা হয়েছে। অনুষ্ঠানের শুরুতে পবিত্র কোরআন থেকে তিলাওয়াত ও তরজমা পাঠ করা হয় এবং স্বাধীনতার মহান স্থপতি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ও মুক্তিযুদ্ধে জীবন উৎসর্গকারী বীর শহীদদের রুহের মাগফিরাত কামনা করে বিশেষ দোয়া ও মোনাজাত করা হয়। গৌরবময় এদিনটি উদ্‌যাপন উপলক্ষে শিক্ষার্থীদের মধ্যে গ্রুপভিত্তিক অনলাইনে রচনা ও চিত্রাঙ্কন প্রতিযোগিতার আয়োজন করা হয়। আলোচনা অনুষ্ঠানে বিএন স্কুল

বাংলাদেশ নেভাল একাডেমিতে অনুষ্ঠিত আন্তঃটপ সাতার প্রতিযোগিতায় প্রশিক্ষণরত ক্যাডেটগণ



এন্ড কলেজ এবং নেভি অ্যাংকরেজ স্কুল অ্যান্ড কলেজের শিক্ষক ও শিক্ষার্থীরা তাদের বক্তব্যে মুক্তিযুদ্ধে সেনা, নৌ ও বিমান বাহিনীর ভূমিকার কথা উল্লেখ করে দিবসটির তাৎপর্য তুলে ধরেন। এ সময় স্ব-স্ব স্কুল অ্যান্ড কলেজের অধ্যক্ষগণ প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থেকে প্রতিযোগিতায় বিজয়ীদের পুরস্কৃত করেন।

শহীদ বুদ্ধিজীবী দিবস উদ্‌যাপন

গভীর শ্রদ্ধা ও ভাবগভীরের মধ্য দিয়ে বাংলাদেশ নৌবাহিনী স্কুল ও কলেজ চট্টগ্রামে শহীদ বুদ্ধিজীবী দিবস-২০২১ পালন করা হয়েছে। ১৪ ডিসেম্বর দিবসটি উপলক্ষে কলেজ অডিটোরিয়ামে আলোচনা সভার আয়োজন করা হয়। ছাত্র-ছাত্রীদের অংশগ্রহণে পবিত্র কোরআন তেলাওয়াত, গীতা, ও ত্রিপিটক পাঠের মধ্য দিয়ে অনুষ্ঠান শুরু হয়। অনুষ্ঠানে শিক্ষক ও ছাত্র-ছাত্রীরা বক্তৃতার মাধ্যমে বুদ্ধিজীবীদের কর্ম, মেধা ও মনন এবং মুক্তিযুদ্ধে তাদের অবদানের কথা শ্রদ্ধার সাথে স্মরণ করেন। বুদ্ধিজীবীদের কর্ম ও ত্যাগ সম্পর্কে জনার প্রতি গুরুত্বারোপ করে শিক্ষকরা মুক্তিযুদ্ধের চেতনা, অসাম্প্রদায়িক চিন্তাধারা পোষণ করে খাটি বাঙালি হওয়ার জন্য শিক্ষার্থীদের পরামর্শ দেন। আলোচনা অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখেন প্রতিষ্ঠানের অধ্যক্ষ ক্যাপ্টেন জাহাঙ্গীর খান, এনপিপি, পিএসসি, বিএন, সহকারী অধ্যাপক বিচিত্রা সেন ও সহকারী শিক্ষক মো. আল আমিন। প্রতিষ্ঠানের শিক্ষার্থীরা আবৃত্তি ও গানের মাধ্যমে শহীদ বুদ্ধিজীবীদের প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করেন।

বিতর্ক প্রতিযোগিতায় বিএন কলেজ ঢাকা রানার্সআপ

দীর্ঘ দুই বছর করোনা অতিমারি ও লকডাউনে নিম্ভ্র ছিল সমগ্র পৃথিবী। তবুও থেমে ছিল না সৃজনশীলতা ও মুক্তবুদ্ধির চর্চা। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কেন্দ্রীয় বিতর্ক সংগঠন (ডিইউডিএস) নানা আয়োজনের মাধ্যমে বিতর্ক চর্চাকে নতুন মাত্রা দিয়েছে। এরই ধারাবাহিকতায় এবার লকডাউন শেষে মুক্ত প্রাণের স্পন্দনকে চঞ্চল করতে সকল স্কুল, কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ের বিতর্কিকদের আহ্বান জানায় ইতিহাস ও ঐতিহ্যে গৌরবময় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসে। স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তী ও বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের আদর্শ সামনে রেখে ‘সহিংসতা রুখে দিয়ে সকলে আবদ্ধ হোক সম্প্রীতির বন্ধনে’ শ্লোগান সামনে

রেখে ৮ জানুয়ারি ঢাকা ইউনিভার্সিটি ডিবেটিং সোসাইটি ‘সিটিটিসি-ডিইউডিএস’ উগ্রবাদ-বিরোধী বিতর্ক প্রতিযোগিতা-২০২২ আয়োজন করে। ৯ জানুয়ারি আন্তঃকলেজ বিতর্ক প্রতিযোগিতায় রাজধানীর স্বনামধন্য ৩৮টি কলেজের ৩৮টি দল নিয়ে প্রতিযোগিতার প্রথম রাউন্ড শুরু হয় এবং ৪ রাউন্ড ট্যাবের পর কোয়ার্টার ব্রেক দেওয়া হয়। প্রতিযোগিতায় বিএন কলেজ ঢাকার বিতর্ক ক্লাব নেভিয়াস ডিবেটিং সোসাইটি আদমজি ক্যান্টনমেন্ট কলেজ ঢাকার ডিবেটিং ক্লাবকে হারিয়ে ফাইনালে উত্তীর্ণ হয় এবং রাজউক উত্তরা কলেজ ডিবেটিং ক্লাবের সাথে ফাইনালে অংশগ্রহণ করে রানার্সআপ হওয়ার গৌরব অর্জন করে। বিতর্কে বিএন কলেজ ঢাকার বিতর্কিক এবং নেভিয়াস ডিবেটিং সোসাইটির (এনডিএস) প্রেসিডেন্ট মুশফিকুর রহমান সেরা বিতর্কিক হওয়ার গৌরব অর্জন করেন।

বিএন স্কুল এন্ড কলেজসমূহে বিজয় দিবস উদ্‌যাপন

বিজয়ের ৫০ বছর পূর্তি উপলক্ষে স্বাধীনতার মহান স্বপ্নটি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ও মুক্তিযুদ্ধে বীর শহীদদের প্রতি বিনম্র শ্রদ্ধা ও ভালোবাসায় বিএন স্কুল এন্ড কলেজ এবং নেভি অ্যাংকরেজ স্কুল অ্যান্ড কলেজের উদ্যোগে ১৬ ডিসেম্বর বিজয় দিবস উদ্‌যাপন অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। দিনের শুরুতে জাতীয় পতাকা উত্তোলন করা হয়। অনুষ্ঠানের শুরুতে পবিত্র কোরআন থেকে তিলাওয়াত ও তরজমা করা হয়। পরে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ও মুক্তিযুদ্ধে জীবন উৎসর্গকারী বীর শহীদদের রুহের মাগফিরাত কামনা করে বিশেষ দোয়া ও মোনাজাত করা হয়। এ ছাড়া বিজয় দিবসের বিভিন্ন কর্মসূচির মধ্যে ছিল অনলাইনে রচনা ও চিত্রাঙ্কন প্রতিযোগিতা, দোয়া মাহফিল, আলোচনা সভা এবং পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠান। অনুষ্ঠানে শিক্ষার্থীদের মাঝে বিজয় দিবসের তাৎপর্য তুলে ধরে বক্তব্য প্রদান করেন বিএন স্কুল এন্ড কলেজ এবং নেভি অ্যাংকরেজ স্কুল অ্যান্ড কলেজের শিক্ষকবৃন্দ। এ সময় স্ব-স্ব স্কুল অ্যান্ড কলেজের অধ্যক্ষগণ প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থেকে দিবসটি উপলক্ষে আয়োজিত প্রতিযোগিতায় বিজয়ী শিক্ষার্থীদের মাঝে পুরস্কার বিতরণ করেন। বিকেলে



বিএন স্কুল এন্ড কলেজসমূহে মহান বিজয় দিবস উদ্‌যাপনের পাশাপাশি স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তী ও মুজিবশতবর্ষের শপথ গ্রহণ

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী বিজয়ের সুবর্ণজয়ন্তী ও মুজিববর্ষের শপথ গ্রহণ অনুষ্ঠান পরিচালনা করেন। নৌবাহিনী স্কুল ও কলেজসমূহের শিক্ষার্থীগণ নিজ নিজ প্রতিষ্ঠানে উপস্থিত থেকে প্রধানমন্ত্রীর সাথে কণ্ঠ মিলিয়ে শপথ গ্রহণ করেন। নতুন প্রজন্মসহ সকলকে জাতির পিতার আদর্শে এবং মহান মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় উজ্জীবিত করার লক্ষ্যে সুবর্ণজয়ন্তী ও মুজিববর্ষের এই মাহেন্দ্রক্ষণে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবার্ষিকী উদ্‌যাপন জাতীয় বাস্তবায়ন কমিটি এই শপথ অনুষ্ঠানের আয়োজন করে।

শিক্ষানীতি বাস্তবায়ন শীর্ষক কর্মশালা

জ্ঞানার্জন, নতুন জ্ঞান আবিষ্কার এবং নতুন কলাকৌশল আয়ত্ত ও প্রয়োগের মাধ্যমে মানুষ অতি দ্রুত পৃথিবীর পরিবর্তন ঘটাচ্ছে। এ পরিবর্তনে অন্যতম ভূমিকা পালন করছেন শিক্ষক। শিক্ষক একজন অনন্য সাধারণ ব্যক্তিত্ব, যার মূল দায়িত্ব হলো শিক্ষার সুষ্ঠু পরিবেশ তৈরি করা। এই সুষ্ঠু পরিবেশের মাধ্যমেই শিক্ষার্থী জ্ঞান, দক্ষতা ও মূল্যবোধ অর্জনের সুযোগ পায়। পরিবর্তিত জগতের নতুন জ্ঞান ও কলাকৌশল আয়ত্তে আনার সুযোগ তখনই পাবে, যখন শিক্ষক সেই জ্ঞান কলাকৌশলে সমৃদ্ধ হবেন এবং যথাসময়ে যথার্থভাবে শিক্ষার্থীর নিকট পৌঁছে দেবেন। শিক্ষা ব্যবস্থার উন্নয়নের একটি বিশেষ ক্ষেত্র মাধ্যমিক শিক্ষার গুণগত মান উন্নয়ন। আর এ কাজের বিস্তার ঘটানোর জন্য রয়েছে শিক্ষক। একুশ শতকের চ্যালেঞ্জ মোকাবিলায় শিক্ষককেই এগিয়ে আসতে হবে। এই লক্ষ্যে ১৮ থেকে ২২

ডিসেম্বর বিএন কলেজ ঢাকার স্পোর্টস কমপ্লেক্সে ৫ দিনের কর্মশালায় আয়োজন করা হয়। কলেজ অধ্যক্ষের সভাপতিত্বে কর্মশালায় নির্ধারিত দিনে বিএন কলেজ ঢাকার স্কুল ও কলেজ শাখার শিক্ষকমণ্ডলী উপস্থিত ছিলেন। পবিত্র কোরআন থেকে তিলাওয়াত ও তরজমার মাধ্যমে কর্মশালা শুরু হয়। অধ্যক্ষ উপস্থিত সকলকে ধন্যবাদ জানিয়ে জাতীয় শিক্ষানীতি ও জাতীয় শিক্ষাক্রমের আলোকে মাধ্যমিক স্তরে পাঠদান কৌশল উপস্থাপন করেন। তিনি বলেন, ‘বিদ্যালয় একটি সামাজিক প্রতিষ্ঠান, দেশের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে শিক্ষার গুরুত্ব সর্বাধিক। দক্ষ ও নৈতিকতা-সম্পন্ন দেশপ্রেমিক, নতুন প্রজন্ম গড়ার মূল দায়িত্ব পালনে বিদ্যালয়কে কৌশলগত পরিকল্পনা প্রণয়ন ও তার সফল বাস্তবায়নে এগিয়ে আসতে হবে। এ ছাড়াও তিনি একটি প্রতিষ্ঠানকে ব্যাঙিং করার জন্য গুণগত শিক্ষা, যোগ্যতর শিক্ষক এবং অবকাঠামো তিনটি উপাদানকে তাঁর বক্তব্যে বিশেষভাবে উল্লেখ করেন। তিনি আরও বলেন, একটি প্রতিষ্ঠানের সকল শিক্ষকদের যোগ্যতর এবং একই প্ল্যাটফর্ম আনয়নই এই কর্মশালার উদ্দেশ্য।

কর্মশালায় স্কুল ও কলেজ শাখার শিক্ষকগণ ১০ থেকে ১২ জনের গ্রুপে বিভক্ত হয়ে বিষয়ভিত্তিক আলোচনায় অংশগ্রহণ করেন। প্রশ্নোত্তর পর্বের আলোচনাকে প্রাণবন্ত করে তোলে। পরে আলোচনার প্রেক্ষিতে বিএন কলেজের সামগ্রিক শিক্ষা কর্মকাণ্ড ভবিষ্যতে কীভাবে ইফেকটিভিভি এবং ইফিসিয়েন্টলি পরিচালিত হতে পারে, সে বিষয়ে রূপরেখা তুলে ধরা হয়।



মৎস্যসম্পদ রক্ষায় প্রজনন মৌসুমে মা ইলিশ ও জাটকা নিধন অভিযানে বাংলাদেশ নৌবাহিনী

মা ইলিশ রক্ষায় নৌবাহিনীর অভিযান

সরকারের নির্দেশনা অনুযায়ী ইলিশ প্রজনন মৌসুমে ২২ দিনের নিষেধাজ্ঞা বাস্তবায়নে ৪ অক্টোবর থেকে ২৫ অক্টোবর ২০২১ পর্যন্ত সমুদ্র ও উপকূলীয় এলাকায় বিশেষ অভিযান পরিচালনা করেছে বাংলাদেশ নৌবাহিনী। জাতীয় সম্পদ মা ইলিশ রক্ষা, পরিবহন, বিপণন ও মজুদ সম্পূর্ণভাবে বন্ধ রাখতে নৌবাহিনী তার আওতাধীন এলাকায় সার্বক্ষণিক টহলে নিয়োজিত ছিল। ‘ইন এইড টু সিভিল পাওয়ার’ এর আওতায় এ অভিযানে বাংলাদেশ নৌবাহিনীর ৭টি জাহাজ সমুদ্র ও উপকূলীয় এলাকা এবং দেশের অভ্যন্তরীণ নদ-নদীতে ‘মা ইলিশ রক্ষা অভিযান-২০২১’ পরিচালনা করে। অভিযানের অংশ হিসেবে সেন্ট মার্টিন, কক্সবাজার ও কুতুবদিয়া এলাকায় বানোঁজা মধুমতি, বরিশাল এলাকায় বানোঁজা বরকত, পিরোজপুর এলাকায় বানোঁজা তিস্তা, চাঁদপুর এলাকায় বানোঁজা অতন্দ্র ও খুলনা এলাকায় বানোঁজা গোমতি টহল পরিচালনা করে। অন্যদিকে বাগেরহাট এলাকায় বানোঁজা তুরাগ, পটুয়াখালী এলাকায় এলসিভিপি-০১২ এবং নৌবাহিনীর অ্যান্টি স্যাগলিং সেলের সদস্যরা চট্টগ্রামের বহির্নোঙর এলাকায় অভিযান পরিচালনা করে। অভিযানকালে আনুমানিক ৮৮ কোটি টাকা মূল্যের ১ কোটি ১৩ লাখ মিটার অবৈধ জাল ও ২

হাজার ১০০ কেজি ইলিশ মাছ আটক করে নৌবাহিনী। আটককৃত অবৈধ জাল স্থানীয় প্রশাসন, আইন প্রয়োগকারী সংস্থা ও মৎস্য কর্মকর্তার উপস্থিতিতে ধ্বংস করা হয় এবং জন্দকৃত ইলিশ মাছ স্থানীয় এতিমখানা ও মাদ্রাসায় বিতরণ করা হয়। অভিযান পরিচালনাকালে নৌসদস্যরা প্রজনন মৌসুমে ইলিশ ধরা

নিষিদ্ধ-সংক্রান্ত সরকারি নিষেধাজ্ঞা বাস্তবায়ন ও গণসচেতনতা সৃষ্টিতে স্থানীয় প্রশাসনকে সর্বাঙ্গিক সহযোগিতা করেছে।

বঙ্গোপসাগরে ফিশিং বোট থেকে জেলে উদ্ধার

বঙ্গোপসাগরে ছয়দিন ধরে থাকা ভাসমান অবস্থায় থাকা একটি ফিশিং

বোট থেকে ১২ নভেম্বর ১৭ জেলেকে জীবিত উদ্ধার করেছে বাংলাদেশ নৌবাহিনী। নৌবাহিনী জাহাজ অনুসন্ধান কক্সবাজার থেকে ৮০ কিলোমিটার দূরে ভাসমান অবস্থায় থাকা খাজা আজমির নামের ফিশিং বোটটি জেলেসহ উদ্ধার করে। উদ্ধারকৃত জেলেরা হলেন-মোবারক আলী, আবু সাঈদ, ইসমাইল, রবিউল হান্নান, মোহাম্মদ উল্লাহ, রবিউল হোসাইন, রেজাউর করিম, মো. আয়েছ, নুরুল আলম, মো. হান্নান, নুরুল আজগার, আবদুল খালেক, আদম বাদশা, মবিনুল ইসলাম, মো. মামুন, মো. জাকির ও নুরুল মোস্তফা। উদ্ধারকৃত সবাই কক্সবাজারের কুতুবদিয়া এলাকার বাসিন্দা।

৫ নভেম্বর ১৭ জন জেলেসহ ফিশিং বোটটি মাছ ধরার উদ্দেশ্যে সমুদ্রে যাত্রা করে। পথিমধ্যে বোটটির ইঞ্জিন বিকল হয়ে পড়ে এবং ভাসমান অবস্থায় ছয়দিন সমুদ্রে অবস্থান করে। পরে বোটের মাস্টার জাতীয় জরুরি সেবা নম্বর ৯৯৯ এ ফোন করে বিষয়টি জানায়। জরুরি সেবা থেকে নৌবাহিনীকে বিষয়টি অবহিত করা হলে, টহলে নিয়োজিত থাকা নৌবাহিনী জাহাজ অনুসন্ধানের অধিনায়ককে তা অবহিত করা হয়। খবর পেয়ে নৌবাহিনীর জাহাজ অনুসন্ধান বোটে থাকা জেলেদের উদ্ধার করে। উদ্ধারের পর জেলেদের জরুরি ভিত্তিতে প্রাথমিক চিকিৎসা, প্রয়োজনীয় খাদ্য এবং পানি

বঙ্গোপসাগরে ভাসমান ফিশিং বোট থেকে জেলেদেরকে উদ্ধার করে বাংলাদেশ নৌবাহিনী





দুর্ঘটনায় কবলিত নৌসদস্যদের বিএন হেলিকপ্টারের পেশেন্ট ইভ্যাকুয়েশন

সরবরাহ করা হয়। পরে উদ্ধারকৃত জেলেদের বোটের মালিকের নিকট হস্তান্তর করা হয়।

এদিকে ২৮ নভেম্বর বঙ্গোপসাগরে আটদিন ধরে থাকা ভাসমান অবস্থায় থাকা একটি ফিশিং বোট থেকে ১৪ জেলেকে জীবিত উদ্ধার করেছে বাংলাদেশ নৌবাহিনী। নৌবাহিনী জাহাজ বানোজা অনুসন্ধান কক্সবাজার থেকে ১৪০ কিলোমিটার দূরে ভাসমান অবস্থায় ‘এফভি মরিয়ম’ নামের ফিশিং বোটটি জেলেসহ উদ্ধার করে। উদ্ধারকৃত জেলেরা হলেন- মনির আহমেদ (মাঝি), নবাব মিয়া (বোট মালিকের ছেলে), সাইফুদ্দিন, সালামুতুল্লাহ, কাসেম, শাহাদৎ হোসেন, সালাউদ্দিন, আব্দুর রহিম, করিম, রবি আলম, রাসেল, আনসার, সেলিম ও জব্বার। উদ্ধারকৃত সবাই মহেশখালী এলাকার বাসিন্দা।

এর আগে ১৬ নভেম্বর ১৪ জন জেলেসহ ফিশিং বোটটি মাছ ধরার উদ্দেশ্যে সমুদ্রে যাত্রা করে। পথিমধ্যে বোটটির ইঞ্জিন বিকল হয়ে পড়ে এবং ভাসমান অবস্থায় আটদিন সমুদ্রে অবস্থান করে। পরে টহলরত নৌবাহিনী জাহাজ অনুসন্ধান বোটে থাকা জেলেদেরকে উদ্ধার করে। জাহাজের নৌসদস্যরা উদ্ধারকৃত জেলেদের জরুরি ভিত্তিতে প্রাথমিক চিকিৎসা এবং প্রয়োজনীয় খাদ্য ও পানি সরবরাহ করে। পরে চট্টগ্রামে বোট মালিকের নিকট উদ্ধারকৃত জেলেদের হস্তান্তর করা হয়।

ডুবোচরে আটকে পড়া বোট থেকে ১৮ জন ক্রু উদ্ধার

চট্টগ্রামের বাঁশখালীর অদূরে সমুদ্রে ইঞ্জিন বিকল হয়ে ডুবোচরে আটকে

পড়া ‘এফ ভি মদিনা’ নামের বোট থেকে ৮ ডিসেম্বর ১৮ জন ক্রুকে জীবিত উদ্ধার করেছে বাংলাদেশ নৌবাহিনী। উদ্ধারকৃত ক্রুরা হলেন- আবদুল মান্নান, মো. সিদ্দিক মাঝি, জামাল উদ্দিন, আলতাফ হোসেন, আবদুর রহিম, মো. লেভু, তালাল আহমেদ, রেজাউল করিম, সৈয়দ মিয়া, জমির উদ্দিন, জানু মিয়া, তারেক, আবদুল মালেক, মো. বাদশা, মো. এনাম, সেলিম, কোরবান আলী ও ওয়াজ উদ্দিন। উদ্ধারকৃত সবাই কক্সবাজারের মাতারবাড়ী এলাকার বাসিন্দা। এর আগে বোটটি ১৮ জন ক্রু নিয়ে চট্টগ্রাম থেকে মাতারবাড়ীর উদ্দেশ্যে যাত্রা করে।

সমুদ্রপথে বৈরী আবহাওয়ার কারণে বোটটির ইঞ্জিন বিকল হয়ে ডুবোচরে আটকে যায়। এ সময় টহলে থাকা নৌবাহিনীর জাহাজ তিতাস বোটে থাকা ক্রুদের উদ্ধার করে। জাহাজের থাকা নৌসদস্যরা উদ্ধারকৃত ক্রুদের জরুরি ভিত্তিতে প্রাথমিক চিকিৎসা এবং প্রয়োজনীয় খাদ্য ও পানি সরবরাহ করেন।

চট্টগ্রামে অসহায় ও দুস্থদের মাঝে খাদ্যসহায়তা বিতরণ

বানোজা ঈসা খান ঘাঁটির তত্ত্বাবধানে স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তী উপলক্ষে ৩০ অক্টোবর ২০২১ চট্টগ্রামের জালিয়াপাড়া এলাকার হতদরিদ্র ও কর্মহীন মানুষের মাঝে খাদ্যসহায়তা বিতরণ করা হয়। চট্টগ্রাম নৌ অঞ্চলে কর্মরত সকল নৌসদস্যদের নিকট থেকে ত্রাণ ও অনুদান সংগ্রহের পর মাসব্যাপী চট্টগ্রামের বিভিন্ন এলাকার দরিদ্র মানুষদের মাঝে তা বিতরণ করা হয়।

কমান্ডার চট্টগ্রাম নৌ অঞ্চলের মানবিক সহায়তা প্রদান

কমান্ডার চট্টগ্রাম নৌ অঞ্চলের সার্বিক ব্যবস্থাপনায় বানোজা ঈসা খান ঘাঁটির তত্ত্বাবধানে কক্সবাজার ফরোয়ার্ড বেইজ এলাকার দুস্থ ও অসহায়দের মাঝে ২৩ ডিসেম্বর ২০২১ মানবিক সহায়তা প্রদান করা হয়। এ সময় প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বানোজা ঈসা খান ঘাঁটির অধিনায়ক কমান্ডার

আব্দুল্লাহ আল মাকসুস, (ট্যাজ), এনইউপি, এনডিসি, পিএসসি, বিএন। একই দিন চট্টগ্রামের নাবিক কলোনি-২ এলাকার গরিব ও দুস্থদের মাঝে মানবিক সহায়তা হিসেবে জীবিকা নির্বাহের উপকরণ বিতরণ করা হয়।

কোস্ট গার্ডের ডুবন্ত মেটাল শার্ক বোট উদ্ধার

বাংলাদেশ কোস্ট গার্ডের একটি মেটাল শার্ক বোট পূর্বজোনের পল্টনের পাশে ৯ ডিসেম্বর ২০২১ ডুবে যায়। কোস্ট গার্ডের পক্ষ থেকে নৌবাহিনীর ডাইভিং অ্যান্ড স্যালভেজ গ্রুপকে বিষয়টি জানালে তাৎক্ষণিক একটি স্যালভেজ টিম ঘটনাস্থলে পৌঁছে অপারেশন পরিচালনা করে এবং বোটটি সফলভাবে উদ্ধার করতে সক্ষম হয়।

বিএন হেলিকপ্টারের পেশেন্ট ইভ্যাকুয়েশন

২২ অক্টোবর ২০২১ সড়ক দুর্ঘটনায় এম তোহিদ আহমেদ, আরইএন-২ গুরুতর আহত হলে বিএন হেলিকপ্টারযোগে উন্নত চিকিৎসার জন্য কোস্ট গার্ড পশ্চিম জোন থেকে দ্রুততার সাথে ঢাকা সিএমএইচে স্থানান্তর করা হয়। এ ছাড়া ২৪ অক্টোবর এম রাজীব মিয়া, আরইএ-৪ এর নবজাতক যমজ শিশুর চিকিৎসার জন্য বানোজা তিতুমীর থেকে হেলিকপ্টারযোগে ঢাকা সিএমএইচে স্থানান্তর করা হয়।

স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তী উপলক্ষে বানোজা ঈসা খান ঘাঁটির তত্ত্বাবধানে অসহায় ও দুস্থদের মাঝে মানবিক সহায়তা প্রদান





বানৌজা শেখ মুজিব মসজিদের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করেন নৌবাহিনী প্রধান এডমিরাল এম শাহীন ইকবাল

বানৌজা শেখ মুজিব মসজিদের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন

নৌবাহিনী প্রধান এডমিরাল এম শাহীন ইকবাল, এনবিপি, এনইউপি, এনডিসি, এএফডব্লিউসি, পিএসসি ১৩ অক্টোবর ২০২১ বানৌজা শেখ মুজিব ঘাঁটির মসজিদের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করেন। এ সময় ঢাকা নৌ অঞ্চলে কর্মরত মনোনীত কর্মকর্তা, জেসিও, পিও, লিডিং ও তদন্ত পদবির নাবিকগণ উপস্থিত ছিলেন।

বানৌজা নিতীকে বিওসি গ্রাউন্ড ও প্যারা ট্রেনিং গ্রাউন্ড উদ্বোধন

কমডোর সোয়াডস কমান্ড কমডোর এম মঞ্জুর হোসেন, (জি), বিএসপি, এনডিইউ, পিএসসি, বিএন নৌ কমান্ডোদের প্রশিক্ষণ সুবিধা বৃদ্ধির জন্য ১০ অক্টোবর ২০২১ বানৌজা নিতীকে 'বিওসি গ্রাউন্ড' এবং 'প্যারা ট্রেনিং গ্রাউন্ড' উদ্বোধন করেন। ব্যাটেল অবস্টাক্যাল কোর্সের সুবিধা, প্যারা জাম্পের পূর্ব প্রস্তুতি ও নৌ কমান্ডোদের প্রশিক্ষণ ব্যবস্থার উন্নয়নে এটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে।

খুলনা শিপইয়ার্ডের সম্প্রসারিত ইয়ার্ড উদ্বোধন

খুলনা শিপইয়ার্ডের ব্যবস্থাপনা পরিচালক কমডোর এম জাকিরুল ইসলাম, (ই),

এনডিসি, পিএসসি, বিএন ২৬ অক্টোবর ২০২১ ইয়ার্ডের সম্প্রসারিত অংশের কার্যক্রম উদ্বোধন করেন। অনুষ্ঠানে শিপইয়ার্ডের সকল জিএম, ডিজিএম, উপপ্রধান প্রকৌশলী এবং সকল ওআইসিগণ উপস্থিত ছিলেন।

নৌবাহিনী প্রধান এডমিরাল এম শাহীন ইকবাল বানৌজা হাজী মহসীন ও নৌইউনিট শাহীনবাগে ১৪তলা মাল্টিপারপাস ভবনের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করেন



২০২১ প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থেকে বানৌজা হাজী মহসীন ও নৌ-ইউনিট শাহীনবাগে ১৪ তলা ভবনের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করেন। এ সময় ঢাকা নৌ অঞ্চলে কর্মরত উচ্চপদস্থ কর্মকর্তা, নৌসদস্য ও অসামরিক কর্মকর্তা-কর্মচারীগণ উপস্থিত ছিলেন।

খুলনা শিপইয়ার্ডে ইআরপি সফটওয়্যার চালু

বঙ্গবন্ধুর জন্মশতবার্ষিকী ও স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তীর সন্ধিক্ষণে খুলনা শিপইয়ার্ডকে আরও ডিজিটাইজ করার অংশ হিসেবে ইয়ার্ডের জন্য তৈরীকৃত ইআরপি সফটওয়্যার চালু করা হয়েছে। শিপইয়ার্ডের ব্যবস্থাপনা পরিচালক কমডোর খন্দকার আক্তার হোসেন, (ই), এনইউপি, পিএসসি, পিএইচডি, বিএন ১১ নভেম্বর ২০২১ ইআরপি সফটওয়্যারের কার্যক্রম উদ্বোধন করেন। এ সময় সকল জিএম, ডিজিএম, উপপ্রধান প্রকৌশলী ও সমমান কর্মকর্তা এবং সকল ওআইসিগণ উপস্থিত ছিলেন।



নৌপরিবার কল্যাণ সংঘ ঢাকা শাখার উদ্যোগে নাবিক কলোনি নোঙর কমপ্লেক্স অডিটোরিয়ামে পবিত্র ঈদে মিলাদুন্নবী (সাঃ) উদ্‌যাপন

পবিত্র ঈদে মিলাদুন্নবী (সাঃ) পালন

নাবিক কলোনির নোঙর কমপ্লেক্স অডিটোরিয়ামে বাংলাদেশ নৌবাহিনী পরিবার কল্যাণ সংঘ ঢাকা শাখার আয়োজনে ২০ অক্টোবর ২০২১ পবিত্র ঈদে মিলাদুন্নবী (সাঃ) পালন করা হয়েছে। এ উপলক্ষে আলোচনা সভা ও দোয়া মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়। আলোচনা সভায় সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ মহামানব হজরত মুহাম্মদ (সাঃ) এর জীবনাদর্শের ওপর আলোচনা করা হয়। আলোচনা সভা ও দোয়া মাহফিলে বানৌপক সংঘের প্রেসিডেন্ট বেগম মনিরা রওশন ইকবাল প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন। এ ছাড়া অনুষ্ঠানে বানৌপক সংঘ কেন্দ্রীয় কমিটির সম্মানিত সদস্যবৃন্দ, ঢাকা নৌঅঞ্চলে কর্মরত কমডোর ও তদূর্ধ্ব পদবির কর্মকর্তাদের স্ত্রীগণ, বানৌপক সংঘ ঢাকা, বিএন লেডিস ক্লাব ঢাকা, কোস্ট গার্ড পরিবার কল্যাণ সংঘ ও সিজি লেডিস ক্লাব ঢাকার কার্যনির্বাহী কমিটির সদস্যবৃন্দ এবং নির্ধারিত সংখ্যক নাবিক স্ত্রীগণ উপস্থিত ছিলেন। একই কর্মসূচি চট্টগ্রাম, খুলনা ও কাপ্তাই শাখায়ও পালন করা হয়।

শেখ রাসেল দিবস উদ্‌যাপন

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের কনিষ্ঠ পুত্র শেখ রাসেলের ৫৮তম জন্মদিনে ১৮ অক্টোবর ২০২১

শেখ রাসেল দিবস পালন করা হয়েছে। এ উপলক্ষে নৌপরিবার শিশু নিকেতন ঢাকা স্কুলের ছাত্র-ছাত্রীদের অংশগ্রহণে আলোচনা সভার আয়োজন করা হয়। আলোচনা শেষে শেখ রাসেলের জীবনী শীর্ষক একটি ভিডিওচিত্র প্রদর্শন করা হয়। অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বাংলাদেশ নৌবাহিনী পরিবার কল্যাণ সংঘ ঢাকা শাখার চেয়ারম্যান বেগম ফারজানা কবির। এ ছাড়া বানৌপক সংঘ ঢাকা শাখার কার্যনির্বাহী কমিটির অন্যান্য সদস্যবৃন্দ এবং নৌপরিবার শিশু নিকেতন ঢাকা স্কুলের শিক্ষকবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন। একই কর্মসূচি চট্টগ্রাম ও খুলনা নৌপরিবার শিশু নিকেতন স্কুলের উদ্যোগেও পালিত হয়েছে।

ঢাকায় চিত্রাঙ্কন প্রতিযোগিতার পুরস্কার বিতরণ

নাবিক কলোনির নোঙর ভবনে বাংলাদেশ নৌবাহিনী পরিবার কল্যাণ সংঘ ঢাকা শাখা ১৭ নভেম্বর ২০২১ চিত্রাঙ্কন প্রতিযোগিতার পুরস্কার বিতরণ অনুষ্ঠানের আয়োজন করে। অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বাংলাদেশ নৌবাহিনী পরিবার কল্যাণ সংঘ ঢাকা শাখার চেয়ারম্যান বেগম ফারজানা কবির। সংঘের ঢাকা শাখার কার্যনির্বাহী কমিটির অন্যান্য সদস্যবৃন্দ

এবং চিত্রাঙ্কন ক্লাসের ছাত্র-ছাত্রীবৃন্দ এ সময় উপস্থিত ছিলেন। অনুষ্ঠানে চিত্রাঙ্কন প্রতিযোগিতার বিজয়ী এবং অন্যান্য অংশগ্রহণকারীদের মাঝে পুরস্কার বিতরণ করা হয়।

মানসিক স্বাস্থ্য-বিষয়ক আলোচনা

ঢাকার নাবিক কলোনি নোঙর কমপ্লেক্স অডিটোরিয়ামে মানসিক স্বাস্থ্য বিষয়ক আলোচনা ১৭ নভেম্বর ২০২১ অনুষ্ঠিত হয়েছে। আলোচনা অনুষ্ঠানে নৌপরিবারের মায়েদের উদ্দেশে সন্তানদের মানসিক স্বাস্থ্যের সঠিক বিকাশে করণীয় সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়। আলোচনা অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বাংলাদেশ নৌবাহিনী পরিবার কল্যাণ সংঘ ঢাকা শাখার চেয়ারম্যান বেগম ফারজানা কবির এবং বিশেষ অতিথি ও প্রধান আলোচক হিসেবে উপস্থিত ছিলেন মনোবিজ্ঞানী ফরিদা আক্তার। অনুষ্ঠানে বাংলাদেশ নৌবাহিনী পরিবার কল্যাণ সংঘ ঢাকা শাখার কার্যনির্বাহী কমিটির অন্যান্য সদস্যবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।

ঢাকায় লেডিস ক্লাবের সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান

তুর্কি নৌবাহিনীর নেভাল চ্যারিটি অ্যাসোসিয়েশনের প্রেসিডেন্ট মিসেস গে ওজবালের আগমন উপলক্ষে বিএন

লেডিস ক্লাব ঢাকা ২৯ নভেম্বর ২০২১ নৌসদরের সাগরিকা হলে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান ও মধ্যাহ্নভোজের আয়োজন করে। অনুষ্ঠানে বাংলাদেশ নৌবাহিনী পরিবার কল্যাণ সংঘের প্রেসিডেন্ট ও বিএন লেডিস ক্লাবের প্রধান পৃষ্ঠপোষক বেগম মনিরা রওশন ইকবাল উপস্থিত ছিলেন। এ সময় বানৌপক সংঘের কেন্দ্রীয় কমিটি, বানৌপক সংঘ ঢাকা শাখার কার্যনির্বাহী কমিটি, বিএন লেডিস ক্লাব ঢাকা শাখার কার্যনির্বাহী কমিটি, বাংলাদেশ কোস্ট গার্ড পরিবার কল্যাণ সংঘের কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্যসহ ঢাকা নৌঅঞ্চলে বসবাসরত কর্মকর্তাদের স্ত্রীগণ এবং বিএন চিলড্রেন ক্লাবের সদস্যবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন। অনুষ্ঠানে বিএন লেডিস ক্লাব ঢাকা শাখার চেয়ারম্যান শুভেচ্ছা বক্তব্য প্রদান করেন। বিএন লেডিস ক্লাব ও চিলড্রেন ক্লাবের সদস্য, বিএন স্কুল ও কলেজ ঢাকা এবং নৌপরিবার শিশু নিকেতন ঢাকা শাখার শিক্ষার্থীদের অংশগ্রহণে আয়োজিত সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে বাংলাদেশ ও তুরস্কের সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য তুলে ধরা হয়। এ সময় বাংলাদেশের মহান মুক্তিযুদ্ধের চেতনা, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধুর দেশপ্রেমের আদর্শ ও নেতৃত্ব এবং দেশের গৌরবময় ঐতিহ্য ও সংস্কৃতি উপস্থাপন করা হয়। অনুষ্ঠানে শেষে আমন্ত্রিত অতিথি পরিদর্শন বইয়ে



লেডিস ক্লাব ঢাকা শাখা আয়োজিত সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে তুর্কি নৌবাহিনীর নেভাল চ্যারেটি অ্যাসোসিয়েশনের প্রেসিডেন্ট মিসেস গে ওজবাল ও বিএনএফডব্লিউএ প্রেসিডেন্ট বেগম মনিরা রওশন ইকবাল

স্বাক্ষর করেন। একই দিন মিসেস গে ওজবাল নৌপরিবার শিশু নিকেতন ঢাকা স্কুল এবং বাংলাদেশ নৌবাহিনী পরিবার কল্যাণ সংঘ ঢাকা শাখা পরিচালিত বিভিন্ন স্কুল পরিদর্শন করেন। এ ছাড়া তিনি নৌবাহিনী পরিবার কল্যাণ সংঘ পরিচালিত বিভিন্ন কার্যক্রম ঘুরে দেখেন। ৩০ নভেম্বর সংঘের কাপ্তাই উপশাখা পরিচালিত বুটিক শপ 'তটিনী' পরিদর্শন করেন। ১ ডিসেম্বর তিনি চট্টগ্রামে সফর করেন এবং বিশেষ চাহিদাসম্পন্ন শিশুদের জন্য নির্মিত আশার আলো স্কুল পরিদর্শন করে সন্তোষ প্রকাশ করেন।

স্ক্রিন প্রিন্ট ও ব্লক প্রিন্ট প্রতিযোগিতার পুরস্কার বিতরণ

ঢাকায় নাবিক কলোনির নোঙর ভবনে বাংলাদেশ নৌবাহিনী পরিবার কল্যাণ সংঘের প্রেসিডেন্টের নির্দেশনায় আয়োজিত স্ক্রিন প্রিন্ট এবং ব্লক প্রিন্ট প্রতিযোগিতার পুরস্কার বিতরণ অনুষ্ঠান ২৩ নভেম্বর ২০২১ অনুষ্ঠিত হয়েছে। অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বাংলাদেশ নৌবাহিনী পরিবার কল্যাণ সংঘের প্রেসিডেন্ট বেগম মনিরা রওশন ইকবাল। এ সময় সংঘের ঢাকা শাখার চেয়ারম্যান এবং কার্যনির্বাহী কমিটির অন্যান্য সদস্যবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন। অনুষ্ঠানে স্ক্রিন প্রিন্ট এবং ব্লক প্রিন্ট প্রতিযোগিতায় বিজয়ী এবং অন্যান্য অংশগ্রহণকারীদের মাঝে পুরস্কার বিতরণ করা হয়।

যুক্তরাজ্য নৌবাহিনী প্রতিনিধি দলের আশার আলো স্কুল পরিদর্শন

যুক্তরাজ্যের রাজকীয় নৌবাহিনীর যুদ্ধজাহাজ 'এইচএমএস কেন্ট' এর প্রতিনিধি দল ১৬ অক্টোবর ২০২১ বাংলাদেশ নৌবাহিনী পরিবার কল্যাণ সংঘ চট্টগ্রাম শাখা পরিচালিত আশার আলো স্কুল পরিদর্শন করেন। এ সময় পরিদর্শনকারী দলকে আশার আলো

স্কুলের অধ্যক্ষ অভ্যর্থনা জানান। প্রতিনিধি দলটি আশার আলো স্কুলের বিভিন্ন শ্রেণিকক্ষ পরিদর্শন করেন। পরিদর্শনকারী দলকে প্রত্যেক শ্রেণির শিক্ষক-শিক্ষিকা শিক্ষার্থীদের বিভিন্ন কার্যক্রম সম্পর্কে অবহিত করা হয়। দলটি আশার আলো স্কুলের সার্বিক কার্যক্রম পরিদর্শন করে সন্তুষ্টি প্রকাশ করেন। পরে আশার আলো স্কুলের

উন্নয়নে প্রতিনিধি দল আর্থিক অনুদান প্রদান করেন।

মার্কিন রাষ্ট্রদূতের আশার আলো স্কুল পরিদর্শন

বাংলাদেশে নিযুক্ত মার্কিন রাষ্ট্রদূত আর্ল আর মিলার ৯ ডিসেম্বর ২০২১ বাংলাদেশ নৌবাহিনী পরিবার কল্যাণ সংঘ চট্টগ্রাম শাখা পরিচালিত আশার আলো স্কুল পরিদর্শন করেন। পরিদর্শনকালে রাষ্ট্রদূতকে আশার আলো স্কুলের পক্ষ থেকে ফুল দিয়ে অভ্যর্থনা জানানো হয়। এ সময় কমান্ডার চট্টগ্রাম নৌঅঞ্চল রিয়ার এডমিরাল এম মোজাম্মেল হক, ওএসপি, এনইউপি, এনডিসি, পিএসসি এবং আশার আলো স্কুলের ভারপ্রাপ্ত অধ্যক্ষ উপস্থিত ছিলেন। রাষ্ট্রদূত আশার আলো স্কুলের বিভিন্ন শ্রেণিকক্ষ পরিদর্শন করেন। এ সময় আশার আলো স্কুলের ভারপ্রাপ্ত অধ্যক্ষ শিক্ষার্থীদের বিভিন্ন কর্মকাণ্ড সম্পর্কে রাষ্ট্রদূতকে অবহিত করেন। পরিদর্শন শেষে রাষ্ট্রদূত আশার আলো স্কুলের সার্বিক কার্যক্রমে সন্তুষ্টি প্রকাশ করেন।

চট্টগ্রামে আন্তর্জাতিক প্রতিবন্ধী দিবস উদযাপন

আন্তর্জাতিক প্রতিবন্ধী দিবস-২০২১ উদযাপন উপলক্ষে ৩ ডিসেম্বর ২০২১ চট্টগ্রাম সার্কিট হাউস থেকে র্যালি ও পরে আলোচনা সভার আয়োজন করা হয়। অনুষ্ঠানে আশার আলো স্কুলের বিশেষ চাহিদাসম্পন্ন ছাত্র-ছাত্রীগণ

নাবিক কলোনি নোঙর ভবনে আয়োজিত স্ক্রিন প্রিন্ট ও ব্লক প্রিন্ট প্রতিযোগীদের মাঝে পুরস্কার বিতরণ করেন প্রেসিডেন্ট বিএনএফডব্লিউএ





চট্টগ্রামে বিনুক কর্নার ও বিনুক শপের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে বিএনএফডব্লিউএ প্রেসিডেন্ট বেগম মনিরা রওশন ইকবাল

অংশগ্রহণ করেন। এবারে আন্তর্জাতিক প্রতিবন্ধী দিবসের প্রতিপাদ্য বিষয় ছিল ‘কোভিডভার্সের বিশ্বের টেকসই উন্নয়ন, প্রতিবন্ধী ব্যক্তির নেতৃত্ব ও অংশগ্রহণ’।

চট্টগ্রামে বিনুক কর্নার ও বিনুক শপ উদ্বোধন

বাংলাদেশ নৌবাহিনী পরিবার কল্যাণ সংঘের প্রেসিডেন্ট বেগম মনিরা রওশন ইকবাল ১৭ অক্টোবর ২০২১ চট্টগ্রাম নৌঅঞ্চল সফর করেন। এ সময় তিনি বিএনএফডব্লিউএ চট্টগ্রাম শাখার তত্ত্বাবধানে পরিচালিত বিপণন কেন্দ্র বিনুক কর্নার ও বিনুক শপ উদ্বোধন করেন। সংঘের চট্টগ্রাম শাখার অডিটোরিয়ামে মনোজ্ঞ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। অনুষ্ঠানে প্রেসিডেন্ট বিএনএফডব্লিউএ প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থেকে অনুষ্ঠান উপভোগ করেন। এ সময় চট্টগ্রাম নৌঅঞ্চলের উর্ধ্বতন কর্মকর্তাদের স্বীকৃতি, বিএনএফডব্লিউএ ও বিএন লেডিস ক্লাব চট্টগ্রাম শাখার কার্যনির্বাহী কমিটির সদস্যগণ, নির্ধারিত জেসিও এবং তদনিম্ন পদবির নাবিকদের স্বীকৃতি উপস্থিত ছিলেন।

ঢাকা ও চট্টগ্রামে শিশুস্বাস্থ্য-বিষয়ক আলোচনা

বিএন লেডিস ক্লাব ঢাকা শাখার ব্যবস্থাপনায় ঢাকা নৌঅঞ্চলে বসবাসরত কর্মকর্তাদের স্ত্রী ও বিএন চিলড্রেন ক্লাবের সদস্যদের অংশগ্রহণে ১৫ নভেম্বর

২০২১ শিশুস্বাস্থ্য-বিষয়ক আলোচনা অনুষ্ঠিত হয়েছে। অনুষ্ঠানে শিশুর আচরণ, মানসিক দক্ষতা, আত্মবিশ্বাস, পড়াশোনা, পরিবারের সাথে শিশুদের সম্পর্ক ইত্যাদি বিষয়ে গুরুত্বপূর্ণ আলোচনা করেন বাংলাদেশ নৌবাহিনী পরিবার কল্যাণ সংঘ কেন্দ্রীয় কমিটির কাউন্সেলিং সচিব বেগম সোনিয়া হাসান এবং ড. সোনিয়া সুলতানা। আলোচনা অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে বাংলাদেশ নৌবাহিনী পরিবার কল্যাণ

সংঘের প্রেসিডেন্ট ও বিএন লেডিস ক্লাবের প্রধান পৃষ্ঠপোষক বেগম মনিরা রওশন ইকবাল উপস্থিত ছিলেন। চিলড্রেন ক্লাবের সদস্যবৃন্দ ও কর্মকর্তাদের স্বীকৃতি এ সময় উপস্থিত ছিলেন। এ ছাড়া ২ নভেম্বর বাংলাদেশ নৌবাহিনী পরিবার কল্যাণ সংঘ চট্টগ্রাম শাখার উদ্যোগেও শিশুস্বাস্থ্য-বিষয়ক ‘স্বাস্থ্যই সকল সুখের মূল’ শিরোনামে আলোচনা অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে

উপস্থিত ছিলেন চট্টগ্রাম শাখার চেয়ারম্যান বেগম মেহজাবীন হক। অনুষ্ঠানে বিএনএফডব্লিউএ চট্টগ্রাম শাখার কার্যনির্বাহী কমিটির সদস্যগণ, নির্ধারিত জেসিও এবং তদনিম্ন পদবির নাবিকদের স্বীকৃতি অংশগ্রহণ করেন। স্বাস্থ্য-বিষয়ক আলোচনায় কন্যাশিশু ও নারীদের স্বাস্থ্য বিষয়ে আলোচনা করেন সার্জন কমান্ডার শায়লা শারমিন, এফসিপিএস, বিএন।

বিজয় দিবসে চট্টগ্রামে চিত্রাঙ্কন প্রতিযোগিতা

মহান বিজয় দিবস-২০২১ উদ্‌যাপন উপলক্ষে নৌপরিবার শিশু নিকেতন-১ ও ২ চট্টগ্রামের উদ্যোগে চিত্রাঙ্কন প্রতিযোগিতা ১৪ ডিসেম্বর স্কুলের স্ব-স্ব শ্রেণিকক্ষে অনুষ্ঠিত হয়েছে। প্রতিযোগিতায় নৌপরিবার শিশু নিকেতন-১ ও ২ স্কুলের প্লে, নার্সারি ও কেজি শ্রেণির উল্লেখযোগ্য সংখ্যক প্রতিযোগী অংশগ্রহণ করে। পরে ১৬ ডিসেম্বর বিজয় দিবসে বিএনএফডব্লিউএ চট্টগ্রাম অডিটোরিয়ামে পুরস্কার বিতরণ অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। অনুষ্ঠানে সংঘের চট্টগ্রাম শাখার চেয়ারম্যান বেগম মেহজাবীন হক উপস্থিত থেকে চিত্রাঙ্কন প্রতিযোগিতার বিজয়ী ছাত্র-ছাত্রীদের মাঝে পুরস্কার বিতরণ করেন। বঙ্গবন্ধুর আদর্শের শিখায় আলোকিত এবং মহান মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় উজ্জীবিত করার লক্ষ্যে এদিন মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর সাথে কণ্ঠ মিলিয়ে নৌপরিবার শিশু নিকেতন-১ ও ২ চট্টগ্রামের ছাত্র-ছাত্রীরা শপথ নেন।

লেডিস ক্লাব ঢাকা শাখা আয়োজিত শিশুস্বাস্থ্য বিষয়ক আলোচনা সভায় প্রেসিডেন্ট বিএনএফডব্লিউএ





প্রেসিডেন্ট বিএনএফডব্লিউএ নাবিক কলোনি খুলনায় শহীদ মোয়াজ্জম অডিটোরিয়ামে নাবিক পত্নীদের সাথে মতবিনিময় করেন

নাবিক পত্নীদের সাথে বিএনএফডব্লিউএ প্রেসিডেন্টের মতবিনিময়

প্রেসিডেন্ট বিএনএফডব্লিউএ ৯ নভেম্বর ২০২১ খুলনায় নাবিক কলোনির শহীদ মোয়াজ্জম অডিটোরিয়ামে নাবিকদের স্ত্রীদের সাথে মত বিনিময় করেন। মতবিনিময় অনুষ্ঠানে প্রেসিডেন্ট বিএনএফডব্লিউএ বেগম মনিরা রওশন ইকবাল প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন। মতবিনিময় সভায় খুলনা নৌঅঞ্চলে বসবাসরতদের মধ্য থেকে নির্বাচিত ২০০ নাবিকের স্ত্রীরা উপস্থিত ছিলেন। এ সময় তারা প্রেসিডেন্ট বিএনএফডব্লিউএ'র সাথে বিভিন্ন বিষয়ে আলোচনা করেন। একই দিন প্রেসিডেন্ট নাবিক কলোনির বুটিক শপ নোঙর পরিদর্শন করেন।

কাপ্তাইয়ে বুটিক শপ তটিনীর উদ্বোধন

বিএনএফডব্লিউএ প্রেসিডেন্ট বেগম মনিরা রওশন ইকবাল ৪ নভেম্বর ২০২১ বাংলাদেশ নৌবাহিনী পরিবার কল্যাণ সংঘ কাপ্তাই উপশাখা পরিচালিত নবনির্মিত বুটিক শপ 'তটিনী'র উদ্বোধন করেন। এ সময় বিএনএফডব্লিউএ চট্টগ্রাম শাখার চেয়ারম্যান, ডেপুটি চেয়ারম্যান বিএনএফডব্লিউএ কাপ্তাই উপশাখাসহ সকল কার্যনির্বাহী কমিটির সদস্যগণ উপস্থিত ছিলেন। প্রেসিডেন্ট বিএনএফডব্লিউএ কাপ্তাই শাখার সকল কার্যনির্বাহী কমিটির সদস্যবৃন্দের সাথে

মত বিনিময় করেন। পরিদর্শন শেষে তিনি বুটিক শপ তটিনীর পাশে একটি বৃক্ষরোপণ করেন।

বিজয় দিবসে চিত্রাঙ্কন প্রতিযোগিতা

মহান বিজয় দিবস-২০২১ উদযাপন উপলক্ষে বিএন লেডিস ক্লাব ঢাকা শাখার ব্যবস্থাপনায় ১৫ ডিসেম্বর ২০২১ চিত্রাঙ্কন প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়েছে। প্রতিযোগিতার ক, খ ও গ্রুপে বিএন চিলড্রেন ক্লাব ঢাকা শাখার ৬০ জন

সদস্য অংশগ্রহণ করেন। ১৮ ডিসেম্বর বিএন লেডিস ক্লাব ঢাকা শাখার চেয়ারম্যান বেগম কাজী রেহানা শার্মিন চিত্রাঙ্কন প্রতিযোগিতায় বিজয়ী ও অংশগ্রহণকারী সকলকে পুরস্কার প্রদান করেন। এ ছাড়া ১৬ ডিসেম্বর যথাযথ মর্যাদায় বাংলাদেশ নৌবাহিনী পরিবার কল্যাণ সংঘ পরিচালিত নৌঅঞ্চলসমূহে নৌপরিবার শিশু নিকেতন স্কুলসমূহে মহান বিজয় দিবস উদ্‌যাপিত হয়েছে।

দিবসটি উপলক্ষে শিশু নিকেতন স্কুলসমূহে ছাত্র-ছাত্রীদের অংশগ্রহণে রচনা ও চিত্রাঙ্কন প্রতিযোগিতার আয়োজন করা হয়। নৌপরিবার শিশু নিকেতন স্কুলসমূহের শিক্ষক-শিক্ষিকাবৃন্দ প্রতিযোগিতার বিচারক হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। পরে প্রতিযোগিতায় বিজয়ীদের মাঝে পুরস্কার বিতরণ করা হয়।

বিএন লেডিস ক্লাব ঢাকার বিদায় ও বরণ অনুষ্ঠান

বিএন লেডিস ক্লাব ঢাকা শাখার সাবেক চেয়ারম্যান বেগম লুথিয়া লোকমানের বিদায় সংবর্ধনা ৭ অক্টোবর ২০২১ অনুষ্ঠিত হয়েছে। অনুষ্ঠানে বাংলাদেশ নৌবাহিনী পরিবার কল্যাণ সংঘের কেন্দ্রীয় কমিটি, বাংলাদেশ নৌবাহিনী পরিবার কল্যাণ সংঘ ঢাকা শাখার কার্যনির্বাহী কমিটি, বিএন লেডিস ক্লাব ঢাকা শাখার কার্যনির্বাহী কমিটি এবং বাংলাদেশ কোস্ট গার্ড পরিবার কল্যাণ সংঘ কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্যবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন। বিএন লেডিস ক্লাব ঢাকা শাখার ব্যবস্থাপনায় আয়োজিত অনুষ্ঠানে একই সাথে বাংলাদেশ নৌবাহিনী পরিবার কল্যাণ সংঘ ঢাকা শাখার পক্ষ থেকে সাবেক চেয়ারম্যান বেগম লুথিয়া লোকমানকে বিদায় সংবর্ধনা জানানো হয়। অনুষ্ঠানে বাংলাদেশ নৌবাহিনী পরিবার কল্যাণ সংঘ ঢাকা শাখার চেয়ারম্যান বেগম ফারজানা কবির এবং বিএন লেডিস ক্লাব ঢাকা শাখার নবাগত চেয়ারম্যান বেগম কাজী রেহানা শার্মিন

কাপ্তাইয়ে বুটিক শপ তটিনীর উদ্বোধন করেন বিএনএফডব্লিউএ প্রেসিডেন্ট বেগম মনিরা রওশন ইকবাল





বানৌপক সংঘের প্রেসিডেন্ট বেগম মনিরা রওশন ইকবাল প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থেকে নাবিক কলোনিতে ভিটামিন 'এ' প্লাস ক্যাম্পেইন এর উদ্বোধন করেন

বক্তব্যের মাধ্যমে বিদায়ী চেয়ারম্যানের কার্যক্রমের প্রশংসা করেন। এ ছাড়া বিএন লেডিস ক্লাব ঢাকা শাখার আয়োজনে একটি সংক্ষিপ্ত সাংস্কৃতিক পর্ব অনুষ্ঠিত হয়। বিএনএফডব্লিউএ ঢাকা ও বিএন লেডিস ক্লাব ঢাকা শাখার পক্ষ থেকে বিদায়ী চেয়ারম্যানকে শুভেচ্ছা স্মারক প্রদান করা হয়। বিদায়ী চেয়ারম্যান সকলের উদ্দেশে বক্তব্য প্রদান করেন এবং বিএন লেডিস ক্লাব ঢাকার পক্ষ থেকে প্রদত্ত ফুলেল শুভেচ্ছা গ্রহণ করেন। একই দিন বেগম কাজী রেহানা শারমিন বিএন লেডিস ক্লাব ঢাকা শাখার চেয়ারম্যান হিসেবে দায়িত্বভার গ্রহণ করেন। এ উপলক্ষে বিএন লেডিস ক্লাব ঢাকা শাখার পক্ষ থেকে নবাগত চেয়ারম্যানকে ফুল দিয়ে শুভেচ্ছা জানিয়ে বরণ করা হয় এবং কার্যনির্বাহী কমিটির পক্ষ থেকে কেক কাটিং সেরিমনি অনুষ্ঠিত হয়। নবাগত চেয়ারম্যান সকলের সাথে পরিচিত হন এবং সংক্ষিপ্ত বক্তব্য দেন।

ভিটামিন এ প্লাস ক্যাম্পেইন

শিশুর শারীরিক ও মানসিক বিকাশে সারা দেশের মতো নৌঅঞ্চলগুলোতে ভিটামিন 'এ' প্লাস ক্যাম্পেইন অনুষ্ঠিত হয়েছে। বানৌপক সংঘের ব্যবস্থাপনায় ঢাকা, চট্টগ্রাম, খুলনা ও কাপ্তাইয়ে নৌবাহিনীর কর্মকর্তা-কর্মচারীগণের সন্তানদের ভিটামিন 'এ' প্লাস ক্যাপসুল খাওয়ানো হয়। ১১ ডিসেম্বর ঢাকা নাবিক কলোনির সিডব্লিউসি অ্যান্ড এমসি এবং নৌসদর এমআই রুমে জাতীয় ভিটামিন 'এ' প্লাস ক্যাম্পেইন অনুষ্ঠিত হয়। এতে

প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বানৌপক সংঘের প্রেসিডেন্ট বেগম মনিরা রওশন ইকবাল। ছয় মাস থেকে পাঁচ বছর বয়স পর্যন্ত মোট ৩ হাজার ৫৯০ জন শিশুকে ভিটামিন এ প্লাস ক্যাপসুল খাওয়ানো হয়। একই দিন বানৌজা পতেঙ্গা, শহীদ মোয়াজ্জম সিডব্লিউসি, উপশম, খুলনা নাবিক কলোনি সিডব্লিউসি, মোংলা ও মোংলা এনেক্সে শিশুদের ভিটামিন এ প্লাস ক্যাপসুল খাওয়ানো হয়।

শিশু নিকেতন স্কুলসমূহে সশস্ত্র বাহিনী দিবস উদ্‌যাপন

যথাযথ মর্যাদায় ২১ নভেম্বর নৌঅঞ্চলসমূহে বাংলাদেশ নৌবাহিনী পরিবার কল্যাণ সংঘ পরিচালিত নৌপরিবার শিশু নিকেতন স্কুলসমূহে সশস্ত্র বাহিনী দিবস উদ্‌যাপিত হয়েছে। দিবসটি উপলক্ষে শিশু নিকেতন স্কুলসমূহে ছাত্র-ছাত্রীদের অংশগ্রহণে অনলাইনে রচনা ও চিত্রাঙ্কন

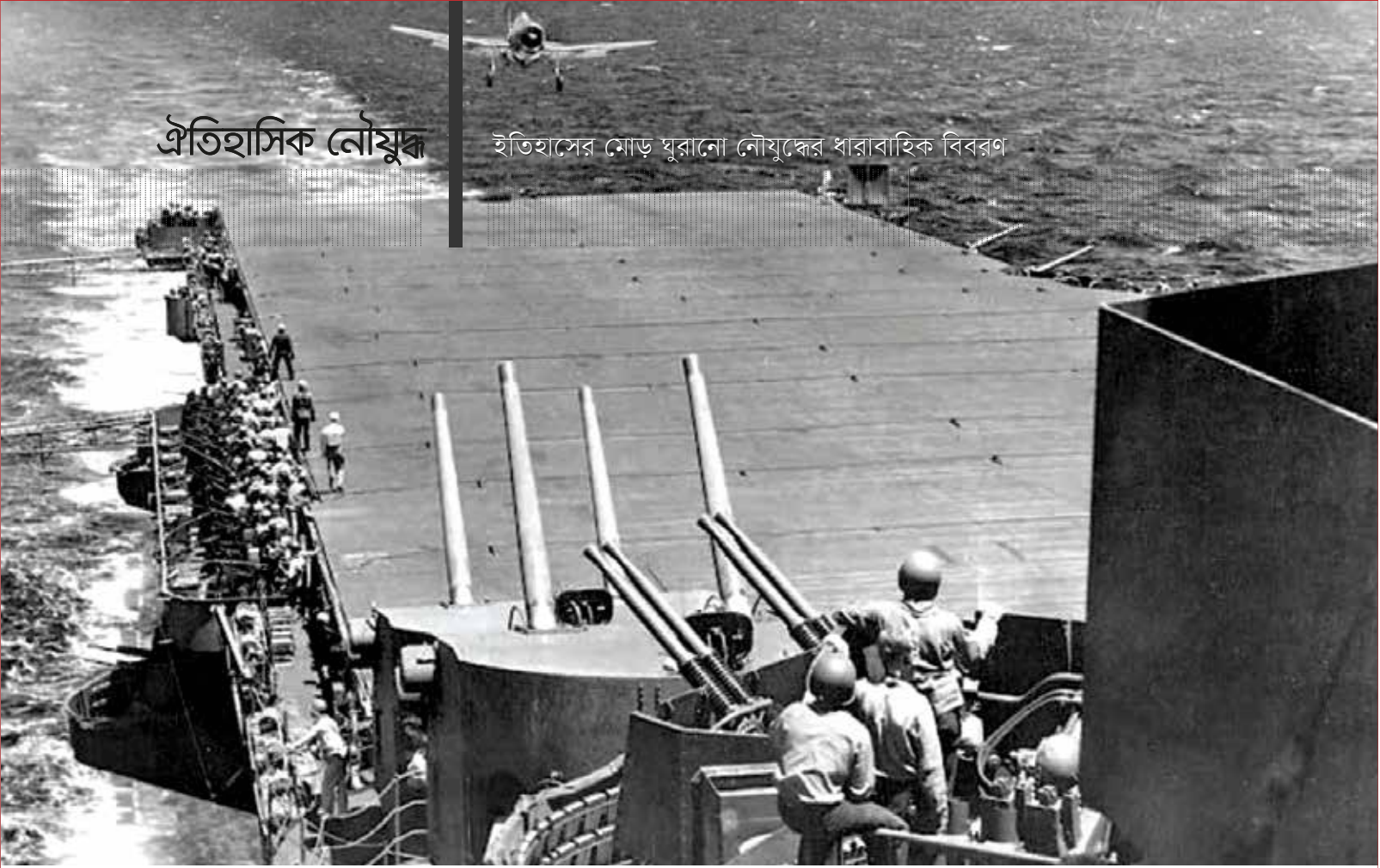
প্রতিযোগিতার আয়োজন করা হয়। নৌপরিবার শিশু নিকেতন স্কুলসমূহের শিক্ষক-শিক্ষিকাবৃন্দ প্রতিযোগিতার বিচারক হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। পরে প্রতিযোগিতায় বিজয়ীদের মাঝে পুরস্কার বিতরণ করা হয়।

ঢাকায় বিএন লেডিস ক্লাব ক্রীড়া প্রতিযোগিতার পুরস্কার বিতরণ

বিএন লেডিস ক্লাব ঢাকা শাখা ১৫ নভেম্বর ২০২১ বিএন চিলড্রেন ক্লাব ঢাকা শাখার সদস্যদের অংশগ্রহণে আয়োজিত ব্যাডমিন্টন, লুডো ও টেবিল টেনিস প্রতিযোগিতা এবং কোরআন শিক্ষা, আবৃত্তি, চিত্রাঙ্কন ও কারাতে প্রশিক্ষণ ক্লাসের অভ্যন্তরীণ প্রতিযোগিতায় বিজয়ীদের মাঝে পুরস্কার বিতরণ করেছে। অনুষ্ঠানে বাংলাদেশ নৌবাহিনী পরিবার কল্যাণ সংঘের প্রেসিডেন্ট ও বিএন লেডিস ক্লাবের প্রধান পৃষ্ঠপোষক বেগম মনিরা রওশন ইকবাল প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন। এ ছাড়া অনুষ্ঠানে ঢাকা নৌঅঞ্চলে বসবাসরত কর্মকর্তাদের স্ত্রীগণ, ১২ বছরের অধিক বয়সী সন্তানগণ এবং অভ্যন্তরীণ ক্রীড়া প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণকারী সকল প্রতিযোগী উপস্থিত ছিলেন। প্রতিযোগিতায় মোট ১০৭ জন এবং প্রশিক্ষণ ক্লাসের প্রতিযোগিতায় মোট ২৫ জন চিলড্রেন ক্লাবের সদস্য অংশগ্রহণ করেন। পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি সকলের উদ্দেশে মূল্যবান দিকনির্দেশনামূলক বক্তব্য প্রদান করেন।

বিএন লেডিস ক্লাব ঢাকা শাখা আয়োজিত ক্রীড়া প্রতিযোগিতায় বিজয়ীদের মাঝে পুরস্কার বিতরণ করেন বিএনএফডব্লিউএ প্রেসিডেন্ট বেগম মনিরা রওশন ইকবাল





ফিলিপাইন সাগরের যুদ্ধ

ফিলিপাইন সাগরের যুদ্ধ ছিল দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ চলাকালে প্যাসিফিক থিয়েটারে সংঘটিত অন্যতম গুরুত্ববহ একটি নৌযুদ্ধ। ১৯৪৪ সালের ১৯ ও ২০ জুন এই লড়াই হয়েছিল। কোরাল সাগর, মিডওয়ে ও সলোমন দ্বীপপুঞ্জের যুদ্ধে নিজেদের বিমানবাহী রণতরীগুলোর ক্ষয়ক্ষতি সারিয়ে নেওয়ার পর জাপানিরা ১৯৪৪ সালের মাঝামাঝি সময়ে ফের মিত্রবাহিনীর ওপর হামলা করার সিদ্ধান্ত নেয়। যুক্তরাষ্ট্র সে সময় মারিয়ানা দ্বীপপুঞ্জ দখলের জন্য অভিযান পরিচালনা করছিল।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় যুক্তরাষ্ট্র ও জাপানি নৌবাহিনীর বিমানবাহী রণতরীগুলোর মধ্যে পাঁচটি বড় ধরনের লড়াই হয়েছিল। ফিলিপাইন সাগরের যুদ্ধ এগুলোর সর্বশেষ। এই যুদ্ধে অংশ নিয়েছিল মার্কিন নৌবাহিনীর পঞ্চম নৌবহর। জাপানের পক্ষে অংশ নিয়েছিল ইম্পেরিয়াল নেভির মোবাইল ফ্লিটের জাহাজ ও এয়ারক্রাফট এবং নিকটস্থ দ্বিপের নৌঘাটিগুলো।

ইতিহাসের সবচেয়ে বড় ক্যারিয়ার-টু-ক্যারিয়ার লড়াই দেখেছিল ফিলিপাইন সাগরের যুদ্ধ। মোট ২৪টি বিমানবাহী রণতরী ও প্রায় ১ হাজার ৩৫০ ক্যারিয়ারভিত্তিক এয়ারক্রাফট এই যুদ্ধে অংশ নিয়েছিল। ফিলিপাইন সাগরের যুদ্ধে ফলাফল নির্ধারণে মূল ভূমিকা রেখেছিল দুটি বিষয়। একদিকে জাপানের প্রশিক্ষিত নৌ-পাইলট, যন্ত্রপাতি ও জ্বালানির ঘাটতি ছিল। অন্যদিকে উন্নত প্রশিক্ষণ, কৌশল, প্রযুক্তি, জাহাজ ও এয়ারক্রাফটের নকশাগত উৎকর্ষের কারণে সুবিধাজনক অবস্থানে ছিল যুক্তরাষ্ট্র।

ফিলিপাইন সাগরে জাপানিরা আক্রমণ পরিচালনা করে অপারেশন এ-গো'র অধীনে। এই পরিকল্পনার নেপথ্যে ছিলেন জয়েন্ট ফ্লিটের কমান্ডার-ইন-চিফ অ্যাডমিরাল সোমু টয়োডা। অপারেশনটিতে নেতৃত্ব দেন ভাইস অ্যাডমিরাল জিসাবুরো ওজাওয়া ও ভাইস

অ্যাডমিরাল কাকুজি কাকুতা। জাপানিদের কাছে ছিল মোট নয়টি ক্যারিয়ার। এর মধ্যে পাঁচটি ফ্লিট ক্যারিয়ার। বাকি চারটি লাইট ক্যারিয়ার।

যুদ্ধে মিত্রবাহিনীর নেতৃত্ব দেন অ্যাডমিরাল রেমন্ড স্পুস ও ভাইস অ্যাডমিরাল মার্ক মিশার। তাদের কাছে ছিল ১৫টি ক্যারিয়ার-সাতটি ফ্লিট ও আটটি লাইট। এছাড়া সাতটি যুদ্ধজাহাজ, ২৮টি সাবমেরিন নিয়ে জাপানিদের আক্রমণের জবাব দিতে বেশ ভালোভাবেই প্রস্তুত ছিল যুক্তরাষ্ট্র।

যুদ্ধের প্রাক-কথা

১৯৪৪ সালের ১২ জুন ফিলিপাইন সাগরে প্রথম শক্তি প্রদর্শন করে যুক্তরাষ্ট্র। বিমানবাহী রণতরী থেকে মারিয়ানা দ্বীপপুঞ্জে এয়ার স্ট্রাইক পরিচালনা করে তারা। এই হামলার কারণে অ্যাডমিরাল টয়োডা ধরে নিয়েছিলেন, তারা হয়তো শিগগির বড়সড় মার্কিন হামলার মুখে পড়তে যাচ্ছেন।

মারিয়ানার ওই ঘটনা জাপানিদের কাছে অতর্কিত ছিল। কারণ তাদের ধারণা ছিল, যুক্তরাষ্ট্রের পরবর্তী অভিযানের লক্ষ্য হবে আরও দক্ষিণে- হয় ক্যারোলাইন নয়তো পালাউ দ্বীপপুঞ্জ। এ কারণে জাপানিরা মারিয়ানা দ্বীপপুঞ্জের সুরক্ষায় খুব বেশি

প্রস্তুতি নেয়নি। এই কাজে তারা পঞ্চাশটির মতো ল্যান্ড-বেজড এয়ারক্রাফট মোতায়েন রেখেছিল।

১৩-১৫ জুন মার্কিন ক্যারিয়ারগুলো মারিয়ানায় হামলা আরও জোরদার করে। এর সঙ্গে সারফেস ফোর্সগুলোর অনবরত বোমা হামলা তো চলছিলই। ১৫ জুন মার্কিন ট্রুপ প্রথম মারিয়ানা দ্বীপপুঞ্জের সাইপানের তীরে নামতে সক্ষম হয়।

মারিয়ানার নিয়ন্ত্রণ নিয়ে নেওয়ার পর যুক্তরাষ্ট্র জাপানের মূল দ্বীপগুলোয় বোমা হামলা চালানোর জন্য কৌশলগত সুবিধাজনক অবস্থানে পৌঁছে যায়। এ অবস্থায় ইম্পেরিয়াল জাপানিজ নেভি আর চূপ করে বসে থাকা নিরাপদ মনে করেনি। বেশ কয়েকদিন ধরেই তারা কান্তাই কেসেনের (চূড়ান্ত যুদ্ধ) প্রস্তুতি নিচ্ছিল তারা। মারিয়ানায় যুক্তরাষ্ট্রের নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা জাপানি নৌবাহিনীকে সেই যুদ্ধ শুরু করে দিতে উদ্বুদ্ধ করে।

মূল যুদ্ধ

১৯ জুন সকাল থেকেই ৫০টির মতো এয়ারক্রাফট দিয়ে প্যাট্রোলিং চালাচ্ছিল জাপানিরা। এই এয়ারক্রাফটগুলোর ঘাঁটি ছিল গুয়ামে। এগুলোর মধ্যে একটি মিৎসুবিশি এসিঙ্কএম জিরো এয়ারক্রাফট ভোর

ছয়টার দিকে যুক্তরাষ্ট্রের ফাস্ট ক্যারিয়ার টাস্কফোর্স টিএফ-৫৮ দেখতে পায়। সঙ্গে সঙ্গে এসিসক্সএম জিরো খবরটি রেডিওবার্তার মাধ্যমে ঘাঁটিতে পৌঁছে দেয়। এর পরপরই বোমাসজ্জিত এয়ারক্রাফটটি মার্কিন টাস্কফোর্সের সামনের দিকে থাকা ডেস্ট্রয়ার স্টকহামের ওপর হামলা চালায়। কিন্তু মার্কিন বহরের আরেকটি ডেস্ট্রয়ার ইয়ার্নেল পাল্টা হামলা চালিয়ে খুব দ্রুতই এসিসক্সএম জিরোকে ধ্বংস করে দেয়।

নিজে ধ্বংস হওয়ার আগে এয়ারক্রাফট একটি গুরুত্বপূর্ণ কাজ করতে পেরেছিল। সেটি হলো, মার্কিন টাস্কফোর্স সম্পর্কে ঘাঁটিতে খবর পাঠিয়ে সতর্ক করে দেওয়া। এই খবর পেয়ে জাপানি নৌবাহিনী সতর্ক হয়ে যায় এবং গুয়ামের ঘাঁটি থেকে এয়ার স্ট্রাইক শুরু করে।

জাপানিদের এই তৎপরতা মার্কিন রণতরীর রাডারে ধরা পড়ে। প্রতিক্রিয়ায় সঙ্গে সঙ্গে ইউএসএস বেলো উড থেকে ৩০টি গ্রুমান এফসিইএফ হেলক্যাট উড্ডয়ন করে। এদিকে গুয়ামের ওরোতে ফিল্ড থেকে জাপানি নৌবাহিনীর একের পর এক এয়ারক্রাফট উড়েছে। এমনই এক পরিস্থিতিতে হেলক্যাটগুলো যুদ্ধক্ষেত্রে পৌঁছে। কিছুক্ষণের মধ্যেই দুই পক্ষের এয়ারক্রাফটগুলোর মধ্যে প্রবল যুদ্ধ লেগে যায়। তবে এই যুদ্ধে জাপানিরা খুব একটা সুবিধা করতে পারেনি। তাদের মোট ৩৫টি এয়ারক্রাফট ভূপতিত হয়। বিপরীতে মার্কিন নৌবাহিনী হারায় মাত্র একটি হেলক্যাট। ১৯ জুন আরও তিন দফায় প্রভাব বিস্তারের চেষ্টা করেছিল জাপানি নৌবাহিনী। তবে বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই ফলাফল ছিল দিনের গুরুত্ব অভিজ্ঞানের মতো।

রণক্ষেত্রে সাবমেরিন

যুদ্ধের প্রথম দিন জাপানি এয়ারক্রাফটগুলোকে দমিয়ে রাখতে পারলেও যুক্তরাষ্ট্রের স্কাউট এয়ারক্রাফটগুলো জাপানি ফ্লিটের অবস্থান শনাক্ত করতে ব্যর্থ হয়। অবশ্য সেদিন সকালের দিকেই দুটি মার্কিন সাবমেরিন জাপানি ভাইস অ্যাডমিরাল জিসাবুরো ওজাওয়ার ক্যারিয়ারগুলোকে স্পট করতে সক্ষম হয়। এরপর সাবমেরিনগুলো টিএফ-৫৮-কে জরুরি সহায়তা দেওয়ার জন্য প্রস্তুত হয়।

ওজাওয়ার নিজস্ব ক্যারিয়ার গ্রুপের অবস্থান শনাক্ত করেছিল সাবমেরিন ইউএসএস অ্যালবাকোর। সকাল ৮টা ১৬ মিনিটে সেটি হামলা চালানোর জন্য আদর্শ অবস্থানে পৌঁছে যায়। সাবমেরিনটির নেতৃত্বে ছিলেন লেফটেন্যান্ট কমান্ডার জেমস ডব্লিউ ব্ল্যানচার্ড। তিনি সবচেয়ে কাছের জাপানি ক্যারিয়ারকে টার্গেট করেন। এটি ছিল জাপানি ফ্লিটের সবচেয়ে বড় ও নতুন ক্যারিয়ার তাইহো। ওজাওয়ার ফ্ল্যাগশিপও ছিল সেটি।

অ্যালবাকোর টর্পেডো ছুঁড়ে যাবে, এমন সময় দেখা গেল সাবমেরিনটির ফায়ার-কন্ট্রোল কম্পিউটার সিস্টেম কাজ করছে না। এ অবস্থায় খালি চোখে লক্ষ্যবস্তু টার্গেট করা ছাড়া কোনো উপায় ছিল না। ব্ল্যানচার্ড সেটাই করলেন। সাবমেরিনের ছয়টি টর্পেডোর সবগুলোই ছোঁড়ার নির্দেশ দিলেন তিনি, যেন টার্গেটে আঘাত হানার সম্ভাব্যতা বেড়ে যায়।

অ্যালবাকোর যে সময় টর্পেডো ছুঁড়েছে, তার মাত্রই কিছুক্ষণ আগে ৪২টি এয়ারক্রাফট উড়েছে তাইহো থেকে। অ্যালবাকোরের ছয়টি টর্পেডোর চারটিই লক্ষ্যবস্তু মিস করে। বাকি দুটির একটিকে ক্যারিয়ারের অভিমুখে ছুঁতে দেখে ফেলেন তাইহো থেকে উড়ান দেওয়া একটি এয়ারক্রাফটের পাইলট সাকিও কোমাৎসু। সঙ্গে সঙ্গে তিনি এয়ারক্রাফটটি নিয়ে টর্পেডোর গতিপথে ডাইভ দিয়ে সেটিকে নিষ্ক্রিয় করে দেন। বাকি আরেকটি টর্পেডো গিয়ে তাইহোর স্টারবোর্ড সাইডে আঘাত হানে। ক্যারিয়ারটির এসকোর্টের দায়িত্বে থাকা ডেস্ট্রয়ারগুলো ডেপথ চার্জ অ্যাটাক শুরু করলেও তারা অ্যালবাকোরের খুব বেশি ক্ষতি করতে পারেনি।

আরেকটি সাবমেরিন ইউএসএস ক্যাভেলা দুপুর নাগাদ জাপানি ক্যারিয়ার শোকাবুকে আঘাত হানার পজিশনে চলে আসে। সাবমেরিনটি মোট ছয়টি টর্পেডো ছোড়ে। এর মধ্যে তিনটি গিয়ে শোকাবুর স্টারবোর্ড সাইডে আঘাত হানে।

সাবমেরিনের টর্পেডো হামলায় তাইহো ও শোকাবু উভয় ক্যারিয়ারই মারাত্মকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয় এবং এক পর্যায়ে দুটি ক্যারিয়ারই ডুবে যায়।

ফলাফল

১৯ জুন দুটি এয়ারক্রাফট হারিয়ে যেে থাকা খেয়েছিল জাপানি বাহিনী, পরের দিনও সেটির রেশ রয়ে গিয়েছিল। উপরন্তু সেদিন ইউএসএস বেলো উড থেকে উড্ডয়ন করা গ্রুমান টিবিএফ অ্যাভেঞ্জারস থেকে চালানো বোমা ও এরিয়াল টর্পেডোর হামলায় হিয়ো নামের আরেকটি ক্যারিয়ার হারিয়ে বসে জাপানিরা। এছাড়া বোমার আঘাতে জুইকাকু, জুনিয়ো ও চিয়োদা নামের তিনটি জাপানি ক্যারিয়ার ক্ষতিগ্রস্ত হয়।

যুদ্ধের প্রথম দিন ১৯ জুন জাপানের চারটি এয়ার স্ট্রাইকে অংশ নিয়েছিল মোট ৩৭৩টি ক্যারিয়ারভিত্তিক এয়ারক্রাফট। এর মধ্যে ২৪৩টি ধ্বংস হয়ে যায়। বাকি ১৩০টি ক্যারিয়ারে ফিরতে সক্ষম হয়। জাপানিরা বেশির ভাগ এয়ারক্রাফট হারিয়েছিল তাইহো ও শোকাবু যখন ডুবে যায়, সে সময়। দ্বিতীয় দিন শেষে দেখা গেল জাপানিরা হারিয়েছে মোট তিনটি ক্যারিয়ার, ৩৫০টির বেশি ক্যারিয়ারভিত্তিক এয়ারক্রাফট ও প্রায় ২০০টি ভূমিভিত্তিক এয়ারক্রাফট।

ফিলিপাইন সাগরের যুদ্ধে জাপানের তুলনায় যুক্তরাষ্ট্রের ক্ষয়ক্ষতি ছিল তুলনামূলক কম। প্রথমদিন তারা হারিয়েছিল মাত্র ২৩টি এয়ারক্রাফট। তবে দ্বিতীয় দিনের এয়ার স্ট্রাইক চালানোর সময় তারা বেশ কয়েকটি এয়ারক্রাফট হারায়। সেদিনের অভিযানে অংশ নিয়েছিল ২২৬টি এয়ারক্রাফট, যার মধ্যে ১১৫টি ফিরে আসতে সক্ষম হয়েছিল। যেগুলো ফিরতে পারেনি, সেগুলোর মধ্যে ২০টি শত্রুপক্ষের হামলায় ধ্বংস হয়ে যায়। বাকিগুলো অভিযান শেষ করে ক্যারিয়ারে ফেরার পথে জ্বালানি শেষ হয়ে সাগরে পতিত হয় এবং রাতে ল্যান্ড করার সময় বিক্ষস্ত হয়।

২০ জুন রাতে জাপানি কমান্ডার-ইন-চিফ অ্যাডমিরাল সোমু টয়োডা ফিলিপাইন সাগর থেকে ফোর্স প্রত্যাহারের জন্য ওজাওয়াকে নির্দেশ দেন। সে অনুযায়ী মোবাইল ফ্লিট নিয়ে পিছু হটেন ওজাওয়া। মার্কিন নৌবাহিনী অবশ্য পিছু পিছু কিছুটা ধাওয়া করেছিল। তবে জাপানিদের পিছু হঠার মাধ্যমেই মূলত ফিলিপাইন সাগরের যুদ্ধের পরিসমাপ্তি ঘটে।

ফিলিপাইন সাগর ও লেয়তে উপসাগরের যুদ্ধ একটি কারণে বিশেষ গুরুত্ববহ। এই দুই যুদ্ধে ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতির পর দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ চলাকালে আর কখনো বিমানবাহী রণতরী ব্যবহার করেনি জাপানিরা।





NOUPARIKROMA
a quarterly publication by
Bangladesh Navy

